শাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, তাহাতে কামার-গৃহিণীর যত্নে ঘাস জন্মিতে পারে না। ছেলে গুলি কখনও ময়লা কাপড় পরে না; কামারের স্ত্রী মধ্যে মধ্যে ক্ষার দিয়া সমস্ত কাপড় গুলি নিজ হাতে কাচিয়া থাকেন। হারাণ কামারের বাড়ীতে গেলে হারাণের মিষ্ট ব্যবহার, কামার-পত্নীর স্নেহ, ছেলেগুলির সহাস্য মুখ এবং বাটীর চারিপার্শ্বের পরিষ্কার শোভা দেখিয়া, বাস্তবিকই বোধ হয়—

"পবিত্রতা যেন বাস করেন বিরলে,
নগরের কোলাহল সহিতে না পারি।"

ভীমেন্দ্র এই কামারের বাড়ীতে গেল।—হারাণ কামার প্রাতঃকালে আরম্ভ করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আপনার কাজ করিতেন—তাঁহার কার্য্যে এত অধিক নিপুণতা ছিল যে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিপূর্ণ থাকিত।—হারাণ কামার যখন বাড়ীতে আসিতেন, তখন ছেলেগুলি পিতার চুম্বন লাভের জন্য ছুটিয়া আসিত, গৃহিণী স্নানের জন্য তেল আনিয়া দিতেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা কেহ গামছা কেহ কাপড় আনিয়া দিত—বাড়ীর আদরে হারাণ প্রাতঃকালের সমস্ত পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিতেন।—ফলতঃ হারাণের দুঃখ ছিলনা। দুঃখ ছিলনা, একি কথা বলিতেছি? এ পৃথিবীতে এমন লোক দেখিনা, যে কখনও দুঃখে পড়েনা। তবে এ কি কথা? ইহার অর্থ আছে। পাঠক পাঠিকা, জান কি, এ জগতে এমন লোকও আছেন যাঁহারা কখনও দুঃখ পান না? সেই লোকই সুখী যে জানে সুখ দুঃখ দুই ই ভগবান দিতেছেন।—সেই দুঃখী যে সুখকে ভগবানের দান আর দুঃখকে অপদেবতার দান ভাবে। সেই সুখী যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া তাঁহারই দান ভাবিয়া দুঃখ ক্লেশ রোগ শোক অকাতরে সহ্য করে, সেই দুঃখী যে বিপদের সময় ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব বুঝিতে পারে না।—এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরে-বিশ্বাসী হারাণ কেন সুখী হইবে না। ভীমেন্দ্র এই খানে থাকিয়া চাষাকে ভাল বাসিতে শিখিল; কলিকাতায় থাকিতে "ছোট লোক" দিগের উপর যে ঘৃণা ছিল, হারাণ কামারের বাটীতে থাকিয়া ভীমেন্দ্রের সে ভাব রহিল না, ভীমেন্দ্র আস্তে আস্তে অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—ভগবান ভদ্রলোকের প্রতি অধিক সদয় চাষার প্রতি কম সদয় নহেন,—ভীমেন্দ্র বুঝিল চাষাও ভদ্রলোক হইতে পারে এবং কেবল পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, মাথায় টেরি করিয়া, বুকে থোপ করিয়া চাদর বাঁধিয়া, গোলদীঘিতে, নদীর ধারে, এখানে সেখানে বেড়াইলেই ভদ্রলোক হয় না।—ভীমেন্দ্র চাষার সহিত চাষার ভাবে ৩।৪ দিন এই খানে থাকিল। বুড়ো কেরামতালি প্রভৃতি সকলেই ভীমেন্দ্রকে প্রত্যহ দেখিয়া যাইতেন, এবং যতদিন ভীমেন্দ্র বকুলপুরে ছিল কিসে তাহার সুখ হইবে, কিসে বিদেশে থাকার ক্লেশ যাইবে, তাহার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে হাটের দিন উপস্থিত হইল। ৩টার সময় হাট বসিল। আজ "বাবু"দের আসিবার কথা, ভীমেন্দ্র কতক আহ্লাদ কতক দুঃখের সহিত, কখন তাঁহারা আসিবেন, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুঃখের কারণ এই এত ভালবাসা যাহারা দেখাইল সেই সকল সরলহৃদয় দরিদ্র চাষাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ভীমেন্দ্র অনেক শিখিয়াছে কিন্তু ভীমেন্দ্র কৃতজ্ঞতা শিখিতে পারে নাই—সুসভ্য লোকেরা যেমন মুখে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সে কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি না। উপকার পাইলে উপকারীর প্রতি যে প্রাণের টান হয়, আমরা এখানে সেই কৃতজ্ঞতার কথা বলিতেছি।—কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ভীমেন্দ্র যে ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছেনা, ইহাইত তাহার প্রাণের টানের একটা প্রমাণ। তদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে। এক-

কাল সুখে ছিল, এখন আবার কোথায় গিয়া আবার কোন্ বিপদে পড়িয়া ক্লেশ পায় মনের এই অনির্দ্দিষ্ট ভয়ের জন্য দুঃখ। চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটে গিয়াছিল—'ভদ্রলোক' কাজে কাজেই 'প্রধান' বলিয়া ভীমেন্দ্রের এখন আর কোন অভিমান নাই। সকল চাষাদের সহিত ভীমেন্দ্র হাটের মধ্যে একটা বটগাছ তলায় বসিয়া কিছু কিছু ভাবিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—কিছুকাল পরে দেখিল একজন সুন্দর পুরুষ, মুখে শাদা দাড়ি, তিনি হাটের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার বর্ণ কাল, কিন্তু তাহাতে এমনই একটু সৌন্দর্য্য আছে যে দেখিতে ইচ্ছা করে —হাতে কতকগুলি পুস্তক, অপর হাতে একটী ছাতা, বাবুটী হাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইনি পূর্ব্বে কখনও এখানে আইসেন নাই, আজ নূতন আসিয়াছেন—সুতরাং অল্পকালের মধ্যে তাঁহার চারিদিকে অনেক লোক জমিল। তিনি প্রথম আসিয়াছেন সুতরাং অনেকে গিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এইদলে ভীমেন্দ্রও ছিল। আমরা তাঁহার পরিচয় দিতেছি। ইনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস বসু, ইনি অনেককাল পর্য্যন্ত বেতন লইয়া প্রচার করিতেন, সম্প্রতি প্রাচীন বয়সে পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ও অসাধারণ কষ্ট সহ্য করিয়াও ইনি বিশ্রাম করিতে চান না, ইঁহার ইচ্ছা "ঈশ্বরের শরীর যত দিন ঈশ্বর রাখিবেন, ততদিন এ শরীরের দ্বারা তাঁহারই কার্য্য করিব" বাবুটী সম্প্রতি বগুড়া হইতে আসিয়াছেন; হরিপদ বাবু ইঁহার জামাতা; রগুলপুরের হাটে অনেক লোকের সমাগম হয় শুনিয়া তাঁহার যে ধর্ম্মে বিশ্বাস সেই ধর্ম্মের কথা লোককে শুনাইতে আসিয়াছেন। হরিপদ বাবু ইঁহার জামাতা, এ কিরূপ কথা? হরিপদ বাবু ব্রাহ্ম, ইনি খৃষ্টীয়ান; তবে কিরূপে হরিপদ বাবু ইঁহার জামাতা হইলেন, সে কথা বলা আবশ্যক। বিপ্রদাস বাবু হরিপদ বাবুর পাঠাবস্থায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন—প্রায়ই তাঁহাকে আপন বাটীতে ডাকিতেন। এই খানেই হরিপদ বাবুর সহিত বসন্ত বালার পরিচয় ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিপ্রদাস বাবু এই ভাল বাসা দেখিয়া তাহাতে বাধা দেন নাই,—শেষ কালে বড় হইয়া যখন হরিপদ বাবু ও বসন্ত বালার পরস্পরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইল, বিপ্রদাস বাবুর মন এত উদার যে তিনি তাহাতে মহাসুখে সম্মত হইয়া সেই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীকেই কন্যা সম্প্রদান করেন। ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। বিপ্রদাস বাবু ভীমেন্দ্রকে ঐরূপ ব্যগ্র ভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? দেখিয়া বোধ হইতেছে, ভদ্রলোক, এখানে কোথায় থাক?" ভীমেন্দ্র সমস্ত কথা বলিল,—ধর্ম্ম প্রচারক এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আমি বগুড়ায় ফিরিয়া যাইতেছি—যদি ইচ্ছা কর তাহা হইলে লইয়া যাইতে পারি।" ভীমেন্দ্র স্বীকৃত হইল। অনন্তর বিপ্রদাস বাবু একখানি পুস্তক খুলিয়া খানিক ক্ষণ পাঠ করিলেন। চাষারা অনেকে দাঁড়াইয়া শুনিল। অবশেষে তিনি ঈশা খৃষ্টের কথা বলিতে লাগিলেন। ঈশা খৃষ্টের নাম সেখানে কোন চাষারই কর্ণগোচর হয় নাই, সুতরাং যখন বিপ্রদাস বাবু কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে লাগিলেন কেমন করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ঈশাখৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য লোকের অত্যাচারে প্রাণ দিয়াছিলেন, তখন অনেকের অনেক দুঃখের কথা মনে পড়িয়া কান্না পাইতে লাগিল—অল্পকাল মধ্যে সেই সরল চাষাদের মধ্যে কান্নার স্রোত দেখা গেল;—ধন্য বক্তা! ধন্য বক্তৃতা! বক্তৃতা শেষ হইল—অনেকে বিপ্রদাস বাবুকে আবার হাটে আসিতে বলিল—বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য্যের ফল দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

দিলেন।—ভীমেন্দ্র এইবার কৃতজ্ঞতা শিখিল। যাঁহার নিকট এমন সুন্দর ভাবের কথা শুনিল ভীমেন্দ্র তাঁহাকে ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিল না।—চাষারাও সকলে খুব আশ্চর্য্য হইয়া শুনিল। বিপ্রদাস বাবু আপনার কার্য্য শেষ করিয়া যাহারা যাহারা পড়িতে পারে, তাহাদের নিকট পুস্তক বিতরণ করিলেন। অবশেষে ভীমেন্দ্রকে বলিলেন, 'তুমি বগুড়াতে যাইতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত যাইতে পার।" ভীমেন্দ্র যাঁহাদিগের বাটীতে এতদিন ছিল, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া বিপ্রদাস বাবুর সহিত বগুড়া যাত্রা করিল। ক্রমশঃ—

শিশু-স্বাস্থ্য রক্ষা।

প্রথম উপদেশ।

প্রাতঃক্রিয়া।

প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিবে, যাহাদিগের সকালে উঠিবার অভ্যাস আছে, তাহারা সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হয়। বিলাতের এক জজ সাহেব তাঁহার কাছারীতে যত প্রাচীন সাক্ষী আসিত সকলেরই আহার ব্যবহারের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতেন, প্রাচীন সাক্ষীরা প্রায়ই বলিত, যে তাহারা অতি সকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া থাকে। তোমরাও ভোরে উঠিবে, তাহা হইলে তোমরাও অনেক দিন বাঁচিতে পারিবে।

নিদ্রা হইতে উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। যাহাদিগের সকালে এই কাজ করিবার অভ্যাস আছে, তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে ও পরিপাক শক্তি উত্তম হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম না থাকিলে নানারূপ পেটের অসুখে ক্লেশ পাইতে হয়। তাহার পর চক্ষু ও মুখ শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে। অনেক বালক বালিকার তাহা অভ্যাস নাই। প্রত্যহ মুখ না ধুইলে মুখে দুর্গন্ধ হয় ও অনেক পীড়া হইতে পারে। দাঁত গুলি প্রত্যহ কয়লার গুঁড়ো কিংবা মৃত্তিকা বা খড়ি দ্বারা পরিষ্কার করিবে, নতুবা দাঁত রুগ্ন ও মলিন হয়। মলিন দাঁত দেখিতে বড় অপ্রীতিকর। যদি দাঁত পানসিয়া বা ইহার গোড়া নরম হয়, তবে খড়ি ও ফটকিরি একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করিবে। মুখ ধুইবার পরে চিরুণি বা ব্রুস্ দ্বারা চুল আঁচড়াইবে, এরূপ অভ্যাস থাকিলে মস্তকে উকুন কিম্বা খুসকী অর্থাৎ মরামাংস থাকিতে পারে না।

সকালে অতি অল্প পরিমাণে আহার করিবে। আম্র, কমলালেবু, কি অন্য কোন সুপক্ক ফল, রুটী ও মোহন ভোগ, ডিম্ব কি অন্য কোন পুষ্টিকর পদার্থই আহার করিবে। কতক গুলি মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিবে না।

অনন্তর কোনরূপ ব্যায়াম করিবে, কিংবা খুব খানিকটা বেড়াইয়া আসিবে। এরূপ করিলে অনেকে মনে করেন যে পড়ার ক্ষতি হয়, ইহা নিতান্ত ভুল। কিঞ্চিৎ ব্যায়ামের পরে অতিশয় স্ফূর্ত্তির সহিত পড়িতে পারিবে।

অনন্তর অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

অধ্যয়ন।

ছাত্রেরা বলেন যে তাঁহারা পড়ার বিঘ্ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় মনোযোগ করিতে পারেন না। এ কথা নিতান্ত অসার। অধ্যয়ন ও শরীর রক্ষা উভয়ই যে সমান কর্ত্তব্য আমরা তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিয়মিত রূপে চলিলে পড়াবই বা অনিষ্ট কেন হইবে। আমরা নিম্নে ছাত্রগণের জন্য একটী কার্য্যের তালিকা দিতেছি, তদনুসারে চলিলে শরীর ও মন দুইই রক্ষিত হইবে।

ছাত্রগণের কার্য্যের তালিকা।

প্রাতঃকাল ৫টা হইতে ৬টা বাজে ও মুখ ধোওয়া ইত্যাদি।

	৬	৭	কিঞ্চিৎ জল খাইবার পরে ভ্রমণ।
	৭	৯	অধ্যয়ন।
	৯	১১	স্নান, আহার, স্কুলে গমন।
মধ্যাহ্ন	১১ টা হইতে	৪ টা	স্কুল।
অপরাহ্ণ	৪	,, ৫	জল খাওয়া ও ব্যায়াম।
রাত্রি	৭	,, ১০	অধ্যয়ন।
,,	১০	,, ১১	আহার ইত্যাদি।
,,	১১	,, ৫	নিদ্রা।

প্রায়ই বালকগণ ১০॥০ টা বা ১১ টার সময় স্কুলে যায়, এবং গড়ে ৬টার সময়ে রাত্রি প্রভাত হয়, সুতরাং স্নান, আহার, প্রাতঃক্রিয়া, ব্যায়ামাদির জন্য ৩॥ ঘন্টা বিয়োগ করিলেও প্রাতঃকালে ২ ঘন্টা পড়িবার সময় থাকে, বালকের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

স্কুল হইতে আসিয়া শরীর ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তখন কোন রূপ খাবার খাইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পরে ব্যায়াম করিবে। সন্ধ্যার পরে পড়িতে বসিয়া ৩ ঘন্টা* পড়িয়া, আহারের পরেই শয়ন করিবে, আহারের পরে পাঠ করা অনুচিত।

পাঠগৃহ নির্জ্জন, বায়ুযুক্ত, শুষ্ক, ও শীতল হওয়া কর্ত্তব্য। একজনের একস্থানে বসিয়াই পাঠ করা উচিত। যাহা পড়িবে, অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িবে, অন্য বিষয়ে মন দিলে পড়া হয় না। এই জন্যই মনোযোগী ছাত্রেরা দুই ঘন্টায় যে পড়া করিতে পারে, অনাবিষ্ট বালকের পাঁচ ঘন্টায়ও তাহা হয় না। সুতরাং মনোযোগী হইবে। পড়িবার পরে পঠিত বিষয় সকল মনে মনে আলোচনা করিবে, তাহা হইলে সকল পড়াই মনে আসিবে। এক বিষয় পড়িতে পড়িতে বিরক্তি হইলে অন্য বিষয় আরম্ভ করিবে। পড়িবার সময়ে নিদ্রা আসিলে অঙ্ককসা বা লেখা দ্বারা তাহা দূর করিবে, অতিশয় বিরক্তি বোধ হইলে পরিষ্কার বায়ুতে কিঞ্চিৎ বেড়াইয়া আসিবে।

অনেকে বৎসরের প্রথমে অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, ও পরীক্ষার ২ কি ৩ মাস পূর্ব্বে দিবারাত্রি পরিশ্রম করেন, শরীরকে ক্লেশ দেন, ইহা বড় অন্যায়। যাহারা বৎসরের প্রথম হইতে মনোযোগ পূর্ব্বক বাড়ীতে ও স্কুলে পড়া শুনা করে, তাহারা পরীক্ষার সময়ে শরীর ক্ষয় না করিয়াও ভাল হইয়া থাকে।

পাঠ সময়ে যতদূর সম্ভব স্থির ভাবে বসিবে ;— চেয়ারে বসিয়া পড়িলে অনেক ভাল হয়। অনবরত মস্তক হেট করিয়া লেখা কি পড়া উচিত নহে। অনেক কৃতবিদ্য লোক এই অভ্যাসদোষে কুঁজো হইয়া থাকেন! অল্প কি তীব্র আলোকে পড়িবে না, পড়িবার সময়ে পুস্তক এমন ভাবে রাখিও না যে তদুপরি চন্দ্র কি সূর্য্য কিরণ পতিত হয়। যদি পড়িতে পড়িতে চক্ষু বেদনা বোধ হয়, তখন পড়া ত্যাগ করিয়া শীতল জলে চক্ষু ধুইয়া ফেলিবে ও চক্ষু বন্ধ করিয়া মনে মনে পড়ার বিষয় সকল আলোচনা করিবে। ক্রমশঃ—

আখ্যান-মালা।

এ পৃথিবীতে আর আসিবে না।

এক দিন সরোজা আহারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এমন সময়ে একটু কাগজে লেখা এই কয়টী কথার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল :— "সৎলোকেরা মনে করেন, আমি এই পৃথিবীতে কেবল একবারই আসিব ; সেই সময়ের মধ্যে যত ভাল কায করা যায় ও করা উচিত, ইহার প্রতি অমনোযোগী হওয়া আমার কর্ত্তব্য নহে।" সরোজা এই কথাগুলি একবার, প

* মনোযোগের সহিত পড়িলে বালকেরা ইহা অপেক্ষা অনেক কম পড়িয়াও বেশ চালাইতে পারেন।

পড়িল, দুইবার পড়িল,—এই কথাগুলি তাহার প্রাণে বিশেষ রূপে অঙ্কিত হইল। সে অতিশয় ভাবিতে ভাবিতে 'আহার করিতে বসিল। আহারের সময় মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার কোন সৎইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—যাহা আর হইবে না। সরোজা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিল এই ছুটীর কয় দিন খুব আমোদে কাটাইবে, কিন্তু এখন তাহার ইচ্ছা হইল "যতদূর পারি কাজ করিয়া আমার সময়ের সদ্ব্যবহার করিব।" 'আমি আর এ সময় পাইব না'—এই ক্ষুদ্র কথাটী তাহার প্রাণকে নাড়িয়া দিল; তাহার প্রাণে আর এক নূতন চিন্তার স্রোত বহাইয়া দিল। যদি মাতা দিন দিন রোগা হইয়া যান, যদি তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পায়, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, এই সকল মহাকষ্টকর ভাবনায় বালিকাকে অস্থির করিতেছিল। সে কেবল এই ভাবিতে লাগিল "হায়! আমি মায়ের নিকট তাঁহার স্নেহের জন্য ঋণী রহিলাম তাহার পরিশোধ কিরূপে দিব। যাহা হউক যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" আহারের পর সে আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে মাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি না বলেছিলে একদিন ভবানীপুরে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করিবে। আজই যেওনা,—আমি তোমার আজকার সমস্ত কাজ করিব।" মাতা উত্তর করিলেন "না মা! আজ অনেক কাজ আছে, আজ আর যাওয়া হবে না।" সরোজা বলিল "হাঁ মা! আজই যাওনা—আজ আর আমার কোন কাজ নাই, কেবল তোমার কাজই ক'রব।"

সরোজা তাহার কথা রখিল। তাহার মাতা আসিয়া তাঁহার কার্য্য সমস্তই হইয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দিন হইতে সরোজাকে আর কোন কার্য্যের জন্য কিছুই বলিতে হয় নাই।

রাজার ভদ্রতা ও সুবুদ্ধি।

একদিন কোন একজন রাজা একটী দরিদ্র বালককে উপদেশ দিতেছিলেন দেখিয়া, একজন খোসামুদে আশ্চর্য্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; তিনি উত্তর দিলেন, "দেখ, যদিও বালকটী গরিব তথাপি উহার আত্মা আমারই ন্যায় মূল্যবান, উহার ও আমার উভয়েরই এক ঈশ্বর ও এক পথ। তবে কেন উহাকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করিব?"

এযে নূতন মেয়ে!

একবার একটী নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত একজন ধার্ম্মিক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালের কাজে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন,—বৈকালে আপনার কাজ করিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই স্থানে যাইতে হইল। তিনি সেই স্থানে গিয়া সেই সকল লোককে বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন একটি বালিকা অতি কদর্য্যরূপে কাপড় পরিয়া সেই স্থানের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে, তাহার রৌদ্রতপ্ত ছোট মুখখানি হাত দিয়া ঢাকা, এবং চক্ষের জল হস্তের মধ্য দিয়া দর দর করিয়া পড়িতেছে। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুঃখে কষ্টে তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটী ফাটিয়া যাইতেছে। শীঘ্রই আর একটি একাদশবর্ষীয়া বালিকা সেইখানে আসিল। সে এই বালিকাটিকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার নিকটে গেল এবং অতি স্নেহের সহিত তাহাকে নিকটের নদীর ধারে একখানি কাঠের উপর বসাইয়া হস্তে করিয়া জল লইয়া তাহার চক্ষু ও অশ্রুমাখা মুখ খানি শীতল করিয়া, তাহার সহিত অতি প্রফুল্ল ভাবে কত আলাপ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র বালিকাটী পুনরায় প্রফুল্ল হইল, চোখের জল তাহার নিকট বিদায় লইল, মুখখানি ফের হাসিমাখা হইল। সেই ভদ্র লোকটী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"বাছা! এটী কি তোমার ছোট বোন"। বালিকাটী নম্রভাবে উত্তর দিল, "না মহাশয়! আমার একটিও বোন নাই।"

"তবে বোধ হয় তোমরা এক পাঠশালায় পড়, না?"

বালিকাটি বলিল "না, আমি ইহাকে কখনও দেখি নাই, জানি না কোথা থেকে এসেছে।"

"জান না? তা হলে কেমন করে ওকে নিয়ে এসে এমন যত্ন কর্‌ছ?"

"ও মেয়েটী এখানে নূতন এসেছে, একলা একলা, ফাঁক ফাঁক লাগছে,—কাহারও উহার উপর ভাল ব্যবহার করা উচিত, সেই জন্য আমি ওকে এখানে এনেছি"।

ভদ্রলোকটী মনে করিলেন "আমি আজ এই বিষয় লইয়া কিছু বলিব।" তাঁহার সেদিনকার উপদেশের বিষয় এই:—"তুমি তোমার ভাই বোনদিগের প্রতি যে টুকু ভাল ব্যবহার কর, সে টুকু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যই কর।" তিনি বালিকা দুটিকে সেখানে লইয়া গিয়া ঘটনাটি সংক্ষেপে সকলকে জানাইলেন। অনেক বালকবালিকা একমনে সে কথা শুনিল।

ঠিক উত্তর।

একদিন একটি বালককে তাহার সঙ্গীগণ তাহার পিতার গাছ হইতে কতকগুলি আম পাড়িতে বলিল। কিন্তু তাহার পিতা সেই আমগুলিতে হাত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীরা বলিল, "তুমি ভয় পাও কেন? তোমার বাবাত আর তোমায় মারিবেন না?" বালকটি উত্তর করিল, "সেই জন্যই আমার হাত দেওয়া উচিত নয়। বাবা আমায় আঘাত করিবেন না বটে, কিন্তু আমিত অবাধ্য হইয়া তাঁহার মনে আঘাত দিব?"

শাস্তি।

পাঁচ বৎসরের একটি ছোট ছেলে কোন দোষ করাতে, তাহার পিতা তাহাকে ডাকিয়া তাহার দোষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে সে যে দোষ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, ঈশ্বরের কাছে তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তার পর একখানি বই হইতে, এই কথাগুলি পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন:—"যিনি সন্তান দোষ করিলে শাস্তি দেন না, তিনি সন্তানের মঙ্গল চান না। যে পিতা সন্তানের মঙ্গল চান, তিনি যথাসময়ে তাহার দোষের জন্যে তাহাকে শাস্তি না দিলে ছেলেদের জ্ঞান হয় না। ছেলেদের আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে দিলে শেষে এমন কাজ করে, যাহাতে পিতা মাতার নিন্দা হয়"। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বাপু! আমার কি করা উচিত বল দেখি?" ছেলেটি উত্তর দিল, "কেন বাবা! আমি যে দোষ করিয়াছি ও শাস্তি পাবার উপযুক্ত; আমায় শাস্তি দিবেই।" শাস্তি পাবার পরে, বালকটি পিতাকে জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, "বাবা! আমি আর কখন তোমার অবাধ্য হইব না।"

শিশুর সততা।

গ্রামের কোন ছোট বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণীর বালকদিগকে, তাহাদের পড়া লইতে লইতে, একটি কঠিন শব্দ বানান করিতে বলিলাম। প্রথম, দ্বিতীয়, করিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সকলের চেয়ে ছোট একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে ঠিক বলিল। আমি তাহাকে প্রথম বসিতে বলিয়া আরও ভাল করিয়া শিখিতে পাবে সেই উদ্দেশ্যে যাই বোর্ডে লিখিয়া দেখাইব, অমনি ছেলেটি বলিয়া উঠিল, "পণ্ডিত মহাশয়! আমি 'উ'র স্থানে 'ঊ' বলিয়াছি।" এই বলিয়াই সে আপন স্থানে আসিয়া বসিল। বল দেখি ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে ইহা কি সামান্য সুবুদ্ধি দেখান! যদি সে আপনার ভুল না বলিত তাহা হইলে আমি চিরকালই মনে করিতাম সে ঠিকই বলিয়াছিল, কিন্তু বালকটি এমন সৎ যে যাহা তাহার পাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহার লাভ করিবার ইচ্ছা হইল না।

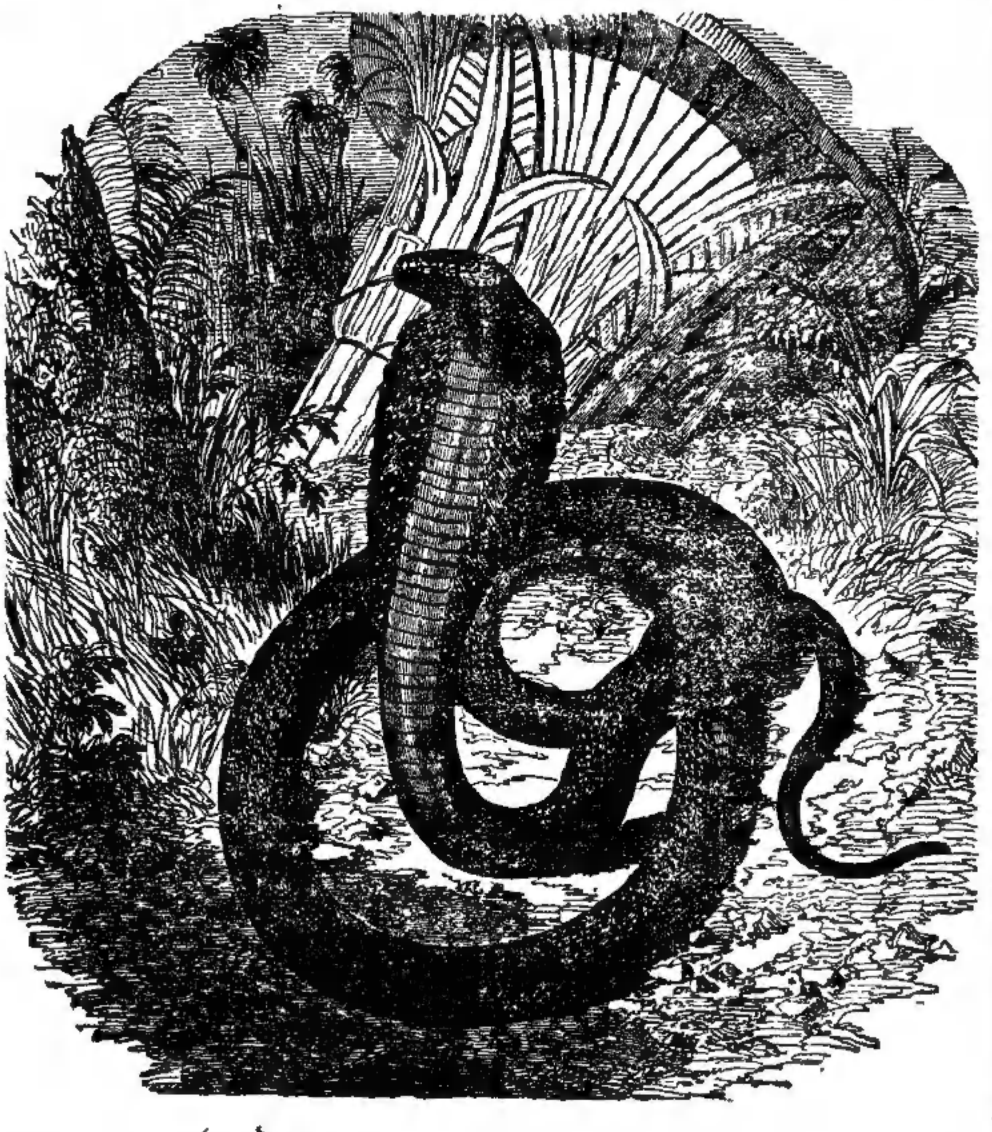

সর্পের ঔষধ।

আমরা মার্চ্চ মাসের 'সখা'তে বলিয়াছি কিরূপ সতর্ক হইলে সাপের ভয় অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু সাপে কামড়াইলে কি করা উচিত, তাহার এ পর্য্যন্ত লিখি নাই। মার্চ্চ মাসে যে সর্পের চিত্র দেওয়া গিয়াছে, তাহা বিষাক্ত নহে অর্থাৎ তাহারা কামড়াইলে বিষ লাগে না। কিন্তু অদ্য যে চিত্রটী দিলাম, এই দলের সাপ বড় ভয়ানক! দেখিয়াছ, কি ভয়ানক ফণা ধরিয়াছে! আমরা আজিও সাহসের সহিত বলিতে পারি না, সর্পাঘাতের যথার্থ ঔষধ আছে কি না। তবে অনেক ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যত গুলি ঔষধ বাহির করিয়াছেন, তাহা নীচে লিখিয়া দিলাম—আবশ্যক হইলে পাঠক পাঠিকাগণ

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমাদের কিন্তু সব গুলিতে বিশ্বাস হয় না।

১। একমুষ্টি গোলমরীচের সহিত শ্বেত দূর্ব্বার শিকড় বাটিয়া খাইলে সাপে কাটা রোগী আরোগ্য লাভ করে।

২। যেখানে সাপে কাটিবে, তাহার একটু উপরে খুব শক্ত করে দড়ি বা সূতার দ্বারা তাগা বাঁধিবে। তাহার পর লোহা গরম—লাল—করিয়া সেই স্থানটী পোড়াইয়া দিবে।

৩। পূর্ব্বের মত তাগা বাঁধিবে। তাহার পর মোরগের একটী শিরা কাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে; এই রূপ একটীর পর একটী ক্রমাগত লাগাইতে থাকিবে, যখন দেখিবে শেষ মোরগটী মরিল না, তখনই জানিবে বিষ গিয়াছে।

৪। সাপুড়িয়ারা একটী ঔষধ বলিয়া থাকে, চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন কল-ধরে-নাই-এমন বেল গাছের উত্তরমুখী একটা শিকড় এক নিশ্বাসে তুলিয়া রাখ। এই শিকড় সাপের যম। আমরা সংক্রান্তি, উত্তর দক্ষিণ, বা—এক নিশ্বাসের কথা কিছুই জানি না। তবে বেলের শিকড়ে সাপের ভয় আছে তাহা জানি। বোধ হয় ইহাতে ঔষধেরও কাজ করিতে পারে।

সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে।

একদিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছুটির পর আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহাদের মধ্যে কেহ শীঘ্রই গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জন্য দাঁড়াইয়া গেল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আসিত তাহারা যথাসময়ে পরিবারবর্গের সহিত একত্র আহার করিবে বলিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ধাবিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটী বালকের ও আর একটী বালিকার বাড়ী অপেক্ষাকৃত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত; কিন্তু তাহারা অতি খারাপ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহাদের মাতা নলিনের মত সৎ ও সতর্ক বালকের হস্তে ক্ষুদ্র ভগিনী কুন্দকে নিরুদ্বেগে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত তাহা হইলে নলিন আপনার জামার দ্বারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর লাগিয়া কুন্দের ক্ষুদ্র পা দুটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেইস্থানে নলিন প্রিয়ভগিনীর হাত দুটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে তাহাদের একটী ছোট খাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুন্দকে পিঠে করিয়া সেই খাল পার করিয়া দিত। এ দিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ভাই ভগিনীকে পাঠের সময় ছাড়া প্রায় কখনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত অন্য বিদ্যালয়ে পড়িত। ছুটী হইলে ঐ ক্ষুদ্র বালিকা লাফাইতে লাফাইতে হাসিতে হাসিতে, দুজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাইবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আজ বৈকালে নলিন দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল যে কুন্দের আর সে প্রফুল্ল ভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের স্কুলের দিকে আসিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চক্ষু লাল হইয়াছে। হাত দুটী ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়ভগিনি! আজ তোমার কি হইয়াছে?" নলিনের এই কথা শুনিয়া কুন্দমালা সমুদায় ঘটনা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে এত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে-

ছিল যে নলিন তাহার একটীও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। অবশেষে কতকগুলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা-বিদ্যালয়ের একটী বড় মেয়ে কুন্দকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সেই দিন প্রাতে কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ একটী ছোট চক্‌চকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষয়িত্রী অবশ্য সেই পাত্রটী দূরে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ছুটির পর কুন্দমালা সঙ্গিনীদিগকে দেখাইবার জন্য তাহা বাহিরে আনিল এবং বিদ্যালয়ে যাইবার পথে একখানা বেঞ্চের উপর রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড় পরিতেছিল, অমনি ভূপাল নামে একটী বালক তাহা দেখিতে পাইয়া অভদ্রভাবে উহা কাড়িয়া লইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল; এমন কি তাহার হাত ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল যে সে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ দুষ্ট বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাগিল, "না, নিবনা বইকি? আমার খুসী আমি একশবার নিব!" অন্যান্য বালক বালিকারা যদি ঐ দুষ্ট বালকের রাগ থামা পর্য্যন্ত তাহাকে কিছু না বলিত, কিম্বা বেশ বুঝাইয়া দু একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একেবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি! ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এইরূপ করাতে ভূপালের আরও রাগ বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে সে ভাঁড় মাথার উপর করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে দৌড়িয়া গিয়া, বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটীর ভাঁড়টী দেয়ালে আছাড় মারিয়া চীৎকার স্বরে বলিতে লাগিল "কেমন কুন্দ এইবার আসুক না, আর ভাঁড় নিয়ে যাক্‌না!" বলা বাহুল্য যে সাধের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের দুঃখের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া দুজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসাহাসি মুখখানি আজ বড় দুঃখে ভার হইয়াছে; কুন্দের দুঃখে নলিনের ভয়ানক দুঃখ হইয়াছে। বালিকার ঘিন্‌ঘিনে স্বভাব ছিল না, শীঘ্রই পথের ধারের বনফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভুলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় তাহাদের সহিত নলিনের একজন বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক সুস্থ হইয়াছেন, আমি কাল স্কুলে যাইব।" নলিন হেঁটমুখে বলিল "তা বেশ!"

দেবনাথ বলিল, "কেন, তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্ষ ও গম্ভীর দেখাইতেছে কেন? তুমি কি আজ স্কুলে কোন লজ্জায় পড়িয়াছিলে?" নলিন বলিল "তা না। কিন্তু ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে।" দেবনাথ বলিল, "ভূপালের অতিশয় অন্যায় করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার দুঃখিত হইবার কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া দুঃখিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি সে আমার অপেক্ষা বলবান না হইত তাহা হইলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যখন তাহা পারিতেছি না, আমি হয় তাহার নূতন গাড়ীর ভাঙ্গিয়া দিব না হয়—" দেবনাথ বলিল, "এ! থাম, থাম! তোমার এরকম বলা বা এমন কি ভাবা ও উচিত

নহে। তুমি কি জান না ইহাকেই প্রতিশোধ লওয়া বলে অর্থাৎ খারাপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা? কিন্তু আমাদের কি করা উচিত? আমাদের অসাধুতাকে সাধুতার দ্বারা জয় করা উচিত।" নলিন বলিল, "কেন আমরা স্কুলে কিছু দোষ করিলে শিক্ষক মহাশয় ত আমাদিগকে শাস্তি দেন।" দেবনাথ উত্তর করিল "বটে; কিন্তু আমাদিগকে সেই কার্য্য হইতে ভাল করিবার জন্য, কিন্তু তুমি ভূপালের শিক্ষক নও, আর তা ছাড়া তুমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাও, কারণ তোমার মনে একটী খারাপ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই 'প্রতি হিংসা' বলে।" নলিন কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিল; পরে বলিতে লাগিল, "ভূপাল যদি আমার কোন অপকার করিত তাহা হইলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম, কিন্তু হায়, আমার ভগ্নী কুন্দ! আহা! তার ক্ষতি করিল কেন? আমি কাহাকেও কুন্দকে কষ্ট দিতে দিব না।" দেবনাথ বলিল "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাঠিম ভাঙ্গিয়া দাও,তাহা হইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি এরূপ আর কাহারও প্রতি দয়ালু হইতে বা মৃদুব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে? আমার পিতা সে দিবস বলিতেছিলেন, আমাদের প্রিয়জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাসা বড়ই শক্ত কিন্তু শক্ত হইলে কি হয়? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা দেওয়া উচিত"। নলিন প্রায় কাঁদকাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "আমার বোধ হইতেছে যেন ভূপালকে ক্ষমা করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।" দেবনাথ বলিল, "ভাল, তোমার এই যে সৎইচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাক। যাহার ইচ্ছা ভাল ঈশ্বর তাহার সহায়"—এই কথা বলিতে বলিতে দেবনাথ পথের এমন স্থানে উপস্থিত হইল যেখান হইতে তাহার যাইবার পথ অন্যদিকে ফিরিয়াছে। অতএব নলিনকে বলিল "এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।" নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুন্দ ও পথ পার্শ্বস্থ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইয়ের হাত ধরিয়া অবশেষে দুজনে গৃহে পৌঁছিল। বাড়ী আসিয়াই কুন্দ মায়ের নিকট দৌড়িয়া গেল এবং তাহাকে মাটীর ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন খানিকক্ষণ দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি? সে কি এখন কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নষ্ট করিবে তাহা ভাবিতেছে? না, কি রূপে সে নিজের রাগ থামাইবে তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দের সর্দ্দি হওয়াতে স্কুলে যাইতে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটী বালক কাঁদিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেই বালক আর কেহই নয় আগেকার চেনা লোক—ভূপাল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যখন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে, তখন সে কিছু না বলিয়া অমনি মুখ নামাইল। নলিন পুনরায় মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল "ভূপাল! তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল তোমার কি হইয়াছে।" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল "আমি অতিশয় ক্ষুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জ্বরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই।" নলিন বলিল, "দুর্ভাগা বালক, আহা, তুমিত ক্ষুধিত হইবেই! আমার সহিত একখানা ভাল রুটি আছে আমি উহা তোমাকে দিতেছি।" ভূপাল বলিল, "এই রুটী তোমার

নিজেরই আবশ্যক হইবে, ইহা তোমার সকাল বেলার খাবার।" নলিন ক্ষুদ্র একখণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া অপরখণ্ড ক্ষুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত তথাপি তাহার মনটী নিতান্ত মন্দ ছিল না। এই জন্য নলিনের এই দয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে বলিল "আমি তোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিলে আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগ্য নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি আর কখনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপাল বলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।"

সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপাল তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল, আর কখনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা শুনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকাদিগের প্রতিও সে আর কখন অভদ্র ব্যবহার করে নাই। সেই দিন হইতে সে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলার খরচ করিবার জন্য একটী সিকি পাইয়াছিল। তখন সে আর কিছু না কিনিয়া কুন্দের সেই ভগ্ন ভাণ্ডের মত আর একটী ভাঁড় কিনিতে সেই সিকি খরচ করিল। নলিন যে দেবমাধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল ইহা কি নলিনের পক্ষে ভাল হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। প্রতিহিংসা বা রাগ হইতে মুক্ত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। অপরে করুক না করুক আমরা যেন কখনও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিমুখ না হই।

(৻ আমরা এই প্রাপ্ত প্রবন্ধের ভাষা অনেক স্থানে বদলিয়া দিয়াছি। প্রবন্ধ-প্রেরকের প্রতি অনুরোধ, ভাষার দিকে এবং প্রবন্ধের আকারের দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। সখা-সম্পাদক।)

ঠাকুরদাদার গল্প।

দা আবার ঠাকুরদাদা নবীন বাবু বায়ুসেবনে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রিয় পৌত্র দৌহিত্রগণও উৎসুক মনে সঙ্গে আসিয়াছেন ও অমূল্য, মন্মথ, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি বালককে লইয়া আসিয়াছেন। কেন না ভাল ভাল কথা সকল শুনিতে হইলে একাকী না শুনিয়া অনেককে সঙ্গে করিয়া লইলে এককালে অনেকেরই উন্নতি হয়;—যেমন কোন ভাল সামগ্রী একা না খাইয়া প্রিয়বন্ধুদিগকে দিয়া খাইলে বেশী মিষ্ট লাগে, সেইরূপ ভাল কথাও অনেকে একত্রে শুনিলে ভাল হয়।

কিশোরী—সেদিনকার প্রশ্নটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল "যত উপরে উঠা যায় ততই শীত অধিক ইহার কারণ কি?" নবীন বাবু বলিলেন, "এ বিষয়টী তত সহজ নহে, তোমরা সকলে স্থির ভাবে বসিয়া মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। এটী বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে আরও অনেকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, সে গুলি এখন সহজভাবে বলিয়া যাই, অন্য সময়ে সে গুলিও এক একটী করিয়া বুঝাইব। প্রথমতঃ—তোমরা জান পৃথিবীর যে উত্তাপ আমরা অনুভব করি, সে সমস্তই সূর্য্য হইতে পাই;—সূর্য্যই আমাদের সমুদায় উত্তাপের মূল কারণ। আর এটীও জানিও যে সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৪ কোটী ৮০ লক্ষ ক্রোশ দূরে আছে।

সকলে:—উঃ! কি ভয়ানক দূরে!

নবী:—এখন শোন। তোমরা যদি একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে হাত দেও তাহা হইলে তোমা-

দেখ হাত পুড়িয়া যাইবে, আর যদি সেই অগ্নির নিকট হাত রাখ তবে পুড়িবে না বটে কিন্তু ভয়ানক যাতনা হইবে এবং অধিকক্ষণ সে রূপে রাখিলেই হাতে ফোস্কা হইবে। কেমন? (সকলে:—হাঁ) নবী।—আবার যদি একটা লৌহের শিকের একটা দিক সেই আগুনে রাখিয়া কিছু পরে তাহার অপর দিকে হাত দাও তাহা হইলেও হাতে খুব আঘাত লাগে। (সকলে:—লাগে) বেশ কথা। এখন দেখিতেছি যে কোন একটী তেজোময় বস্তু হইতে উত্তাপ পাইবার এই তিন রকম উপায় আছে:—(১) ঐ বস্তুর "স্পর্শ" দ্বারা, (২) উহার সহিত যোগ না থাকিলেও "উত্তাপের ব্যাপ্তিগুণ" দ্বারা (৩) উহার সহিত কোন ধাতু নির্ম্মিত বা তদ্রূপ অন্য কোন বস্তুর এক দিক যোগ রাখিয়া অপর দিকের স্পর্শ দ্বারা। এই স্থানটী তোমাদের একটু কঠিন বোধ হইবে, কিন্তু মন দিয়া শুনিলে বেশ বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যে কোন দ্রব্য হউক অগ্নিতে পড়িলে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। কাঠ, বস্ত্র, কাগজ, যাহা ইচ্ছা, একটু অগ্নি সংলগ্ন হইলেই জ্বলিয়া উঠে। এটী প্রথম উপায়ের দ্বারা। আবার কোন গৃহের একটী কোণে একটী অগ্নিপাত্র রাখিয়া দিলে সে গৃহটী শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়, আতসী নামে এক প্রকার পাথর আছে (কাচের ন্যায়) তাহার ভিতর দিয়া রৌদ্র টিকার উপর ফেলিলে ঐ টিকাতে আগুন ধরে, অথচ টিকা ঐ পাথরে লাগে না, এ গুলি দ্বিতীয় উপায়ের দ্বারা। তাপের আধার যে অগ্নি তাহা হইতে চারিদিকে ঐ তাপ ব্যাপ্ত হইতেছে সুতরাং অগ্নি স্পর্শ না করি- [illegible] নিকটে থাকিলে তাহার উত্তাপ বেশ অনুভব করা যায়।

অমূল্য:—কিন্তু একটু দূরে দাঁড়াইলেত আর তাপ পাওয়া যায় না।

[illegible]:—হাঁ, দাদামহাশয়। মা যখন রাঁধেন, তখন দেখিছি, আমি ঐ উনানের যত নিকটে থাকিব তত মুখে তাপ লাগে, আর যত সরিয়া যাই ততই কম তাপ লাগে।

নবী:—তাত হবেই। সব কাজেরইত সীমা আছে, তাপ ত আর অসীম দূর অবধি ছোটে না, যত দূরে যাইবে উত্তাপ ততই হ্রাস হইবে। আরও একটী কথা আছে। অগ্নি যদি ছোট হয় তাহা হইলে তাহার উত্তাপ তত অধিক দূর যায় না, অগ্নি বড় হইলে যত দূর যায়। মনে কর একটী প্রদীপের খুব নিকটে গেলেও হয়ত কোন তাপ পাওয়া যায় না, একটী পাত্রে কতকগুলা শুল্‌ পোড়াইলে সে পাত্রের তত নিকটে আর যাওয়া যায় না, আবার কতকগুলা শুষ্ক বৃক্ষপত্র রাশীকৃত করিয়া অগ্নি দিলে তাহার অনেক দূর পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করে; তথাপি তাহারা নিকটে যত গরম, দূরে তত নহে, ক্রমে ক্রমে কম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাৎ 'তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পদার্থ সকল অগ্নিকে স্পর্শ না করিয়াও দূরে থাকিয়াও উত্তাপ পাইতে পারে,—যদি অগ্নি বেশ বড় হয়। তৃতীয় উপায়টীর নাম "তাপ পরিচালন"। ইহা দ্বারা দ্রব্যের এক ভাগে উত্তাপ লাগিলে ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া উহার অপরাপর ভাগকেও তপ্ত করিয়া তুলে, যেমন লৌহের শিক। এটী বড় মজার গুণ। যেমন কতকগুলি বালক থাকে তাহাদিগের এক জনকে একটী কোন কথা বলিলে এক এক করিয়া ক্রমে সকলেই শুনে, সেইরূপ লৌহ, তাম্র, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের এমনি স্বভাব যে এক অংশে তাপ দিলে ক্রমে দূরস্থ অংশ গুলিও তপ্ত হইয়া উঠে, এই উত্তাপ চালনের শক্তি আছে বলিয়া এই [illegible] "পরিচালক" কহে। আবার কতকগুলি বালক আছে তাহারা অতি সৎ, পরের কথা লইয়া মাতা চাড়া কানাকানি করে না, তাহারা নিজ কার্য্যে [illegible] থাকে, কোন কথা কাহাকেও [illegible] না। সেই

রূপ কতকগুলি পদার্থ আছে তাহারা উক্ত প্রকারে এক অংশ হইতে অন্যাংশে তাপ চালিত করিতে পারে না, তাহাদিগকে "অপরিচালক" কহে, যথা, কাচ, তুলা, পশম ইত্যাদি—।

চন্দ্র :—কাচের এক দিক তাতাইলে কি অপর দিক গরম হয় না? আচ্ছা আমি আজ বাড়ী গিয়া পরখ করিয়া দেখিব।

নবী : হাঁ! এইরূপে তোমরা যদি সকল বিষয় নিজে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহা হইলে পরে বিলক্ষণ উন্নতি করিতে পারিবে। সে যাহা হউক, এখন বল দেখি, সূর্য্য যে একটী প্রকাণ্ড তেজোময় পদার্থ আর আমাদের পৃথিবী যে ইহা হইতে উত্তাপ পায়—তাহা এই তিনটী উপায়ের কোন্‌টীর দ্বারা?

কিশো :—প্রথমটীর দ্বারাত নয়ই, কেন না সূর্য্যত পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া নাই। বোধ হয় দ্বিতীয়টীর দ্বারা, সূর্য্যের কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ও এক দিকে পৃথিবীতেও আসে। কেমন, এই না?

অমূল্য :—কেন তৃতীয়টীও হয়ত। সূর্য্যের তাপে আকাশ তাতিয়া ঐ তাপ পরিচালিত হইয়া আমাদের কাছে আসে?

নবী :—না তা নহে, কিশোরীই ঠিক বলিয়াছে। সূর্য্যের তেজ সকল দিকে ছড়াইয়া পড়ে তাই "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পৃথিবীও তপ্ত হয়। আর এত ভয়ানক দূরে থাকিয়াও যে সূর্য্যের তেজ এত পাওয়া যায় তাহার কারণ সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ১৪ লক্ষ গুণে বড়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অগ্নি যত বড় হইবে তেজ তত অধিক দূর অবধি ব্যাপ্ত হইবে। তাই এই দূরত্ব সত্ত্বেও সূর্য্যের প্রকাণ্ড আকার বলিয়া তাপের ব্যাঘাত হয় না। আর তৃতীয় উপায়টীত হইতেই পারে না, কারণ আকাশ কোন [illegible] নহে কেবল শূন্য মাত্র। পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত এই যে বিস্তীর্ণ পথ ইহাতে কোন বস্তু নাই। সুতরাং আকাশকে পৃথিবীর অংশ বলা যায় না। বুঝিলেত? (সকলে; "হঁ।")

নবী :—এখন কেবল আর একটী কথা বুঝিলেই হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে উপর পর্য্যন্ত যে বায়ুরাশি দেখিতেছ, পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহা ২৫ ক্রোশের উপরে আর দেখা যায় না, সেখানে বায়ু নাই, আর যত উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই পাতলা। সূর্য্যের তেজ পৃথিবীতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে এই বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিবে। সুতরাং সহজ বুদ্ধিতে উপরের বায়ু অগ্রে ও ক্রমে নিম্নের বায়ু উত্তপ্ত হইবারই কথা কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। কেন?—শ্রবণ কর। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে কঠিন দ্রব্যের মত বায়ু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা অতি সামান্যই হয়। তাহা যদি না হইল, তাহা হইলেই বেশ দেখা গেল যে সূর্য্যের কিরণ এই বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া পৃথিবীতে আসিবার কালে ঐ বায়ুকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। যেমন চিনির বলদ দোকান হইতে চিনির মোট বহিয়া আনে কিন্তু নিজে তাহার কোন স্বাদ পায় না, সেইরূপ বায়ু বোকা বেহারার ন্যায় সূর্য্যদেবের উত্তাপ ২৫ ক্রোশ পথ বহিয়া পৃথিবীকে আনিয়া দেয় অথচ নিজে তাহার একটুও তাপ পায় না, নিজে যেমন শীতল তেমনি থাকে। বুঝিলেত? (সকলে "হাঁ বেশ বুঝিলাম।")

কিশো :—আচ্ছা তা যদি হইল, তবে দুই প্রহরের সময় বাতাস [illegible] আগুনের মত হয় কেন?

নবী :—তাহা বলিতেছি শোন। বায়ুত তেজ আনিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে দিল, ক্রমে যত বেলা হইতে লাগিল পৃথিবী ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; আবার বায়ু বহিতে বহিতে সেই [illegible] মাঠ, রাস্তা,

বাড়ী প্রভৃতিতে ঠেকিয়া উত্তপ্ত হয়। এটী কিন্তু প্রথম উপায় দ্বারা তাহা যেন মনে থাকে; উক্ত পদার্থের "স্পর্শে" বায়ু তাপ গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু "তাপব্যাপ্তি" দ্বারা পাবে না। এজন্য দেখা যায়, যতক্ষণ মাটী না গরম হয় ততক্ষণ বায়ু তপ্ত হয় না কিন্তু বেলা ৯টার পর হইতে যতই মাটী, পথ, বাড়ী গরম হয় ততই বাতাস গরম হইতে থাকে। আর এক মজা দেখ, খুব রৌদ্রের সময় গঙ্গার মধ্যস্থলে নৌকায় বসিলে অনেকটা শীতল বায়ু ভোগ করা যায়। আবার পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্নে রৌদ্রের যেরূপ তাপ কলিকাতায় তদপেক্ষা অনেক অধিক, তাহারও কারণ এই:—জল বা গাছ পালা তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না, যত শীঘ্র রাস্তা বাড়ী পাথরের টালী প্রভৃতি হয়।

এখন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ যে বায়ুর উত্তাপ একেবারে সূর্য্যের উপর নির্ভর করে না, তবে কি? প্রথমে, বায়ু সূর্য্যের তেজ পৃথিবীকে আনিয়া দেয়, পরে তাহাতে পৃথিবী বেশ তপ্ত হইলে তবে তাহার স্পর্শে বায়ু আবার তপ্ত হইয়া উঠে। যেন বায়ু পৃথিবীর চাকর, চাকর একটী আম্র আনিয়া মনিবকে দিল, তিনি ইচ্ছামত খাইয়া পরে সেই উচ্ছিষ্ট আম্র একটু চাকরকে দিলেন। (বালকেরা হাসিয়া উঠিল।) সুতরাং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বায়ু যদি 'স্পর্শ' ভিন্ন উত্তাপ লাভ করিতে না পারে, এই ২৫ ক্রোশ উচ্চ বায়ুরাশির যে অংশ তপ্ত পৃথিবীর নিকটে থাকিয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পায়, তাহাই গরম হয়, কাজেই নীচের বায়ুই কেবল গরম হইতে পায়। একারণ নীচে হইতে যত উপরে উঠা যায়, ক্রমে ততই বায়ুর শীতলতা বেশ বোধ হয়। অবশেষে অধিক উচ্চে এত শীত যে সেখানে গেলে আমরা মারা যাই। এমন কি ২।৩ ক্রোশ উপরেই জল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই জন্যই সিমলা, দার্জিলিং, নেপাল প্রভৃতি স্থান ভয়নাক গ্রীষ্মকালেও খুব শীতল। কে কেমন বুঝিলে বল?

কিশোর:—দাদা, সেদিন অবধি কত লোককে একথাটী জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কেহই ইহা এরূপ বুঝাইতে পারে নাই, এখন আমিই ১০০০ জন লোককে বুঝাইয়া দিতে পারি।

বিনয়—আমাকে এক জন বলিয়াছেন যে উপরে সূর্য্যের তাপ বাঁকা হয়ে পড়ে, ভাই! কিন্তু আমি তা বুঝিতে পারি নাই, আজ বেশ বুঝিলাম!

সকলে আনন্দ করিতে করিতে বাটী গেলেন। যাইবার সময় বিনয়কে মন্মথ বলিতেছে "দাদা দেখিলে তুমি যে সে দিন বল্‌ছিলে দাদামশাই হয়ত এবার বুঝাইতে পারিবেন না? ছি! ও রকম অশ্রদ্ধার কথা বলিও না।"

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সখার পাঠকপাঠিকাদিগকে জানান যাইতেছে যে আমরা এবৎসর চিত্র বিষয়ে একটী পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। পাঠকপাঠিকাগণ যে কোন বিষয়ে চিত্র করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহা অন্য কোন ছবি দেখিয়া নকল করা না হয়। আগামী ১৫ই আগষ্টের অর্থাৎ আর এক মাসের মধ্যে ছবিগুলি আমাদের এখানে পৌঁছান আবশ্যক। পেন্সিল বা রং যাঁহার যেরূপে ইচ্ছা চিত্র করিতে পারিবেন। ছবিগুলির সঙ্গে সঙ্গে প্রেরক বা প্রেরিকার নাম, ধাম, এবং বয়স লিখিতে হইবে, এবং শিক্ষক বা অভিভাবকের নিকট হইতে এই ভাবে লিখিয়া ঐ সঙ্গে পাঠাইতে হইবে যে, "এই বালক কিম্বা বালিকা কাহারও সাহায্য না লইয়া এই ছবিটী করিয়াছে।" আগষ্ট মাসের শেষে পুরস্কারটী দেওয়া যাইবে। আমরা আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহাদের একটুকুও চিত্র করিবার অভ্যাস আছে, তাঁহারাই এইবার চেষ্টা করিবেন।

'সখা' কার্য্যাধ্যক্ষ।

৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ওরে আমার পায়রা মণি।

ওরে আমার পায়রামণি কোথায় ছিলে এত বেলা ?
খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে কোথা গে ক'র্ছিলে খেলা ?
পেটের ভিতর পেট পড়েছে, মুখখানি শুকিয়ে গেছে,
এমন করে থাক্তে আছে
নাওয়ায় খাওয়ায় করে হেলা ?
জান না, মা বলেন আমায়
'খেলায় ভুলে খেলে বেলায়,
পিত্তি পড়ে অসুখ হবে দুঃখ পাবে কত,
কটু, কষা, তেত ওষুধ খাইয়ে দেবে কত !!"
আর কখন এমন ক'রে,
খাবার ফেলে খেলার তরে,
পিত্তি পড়ে খেকনাক অবোধ ছেলের মত।
তা হ'লে ধন ! দেখবে তখন ভালবাস্‌বো কত !
[illegible] খাবার তোমার তরে, রেখেছি যে যত্ন করে,
দেখবে চল খাবে চল ক্ষিদে আছে যত।
মটর, কলাই, চাউল, ছোলা,
রেখেছি ওই ভরে তোলা,
যা' চাও তাই দেব বাছু। খাবে ক্ষিদের মত !
দু-পায় দুটী দেব ঘুঘুর, বাজবে কেমন ঝুমুর ঝুমুর,
আহ্লাদেতে নাচবে যখন "বাকুম বাকুম" ক'রে।
মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আমি দেখবো দু চোক ভরে !
আবার যদি এমন তর, খাবার খেতে বেলা কর,
দেখ তখন বকবো কত অবোধ ছেলে ব'লে।
আর দেব না আদর তোমায় নেবনা আর কোলে !!

ধাঁধা।

পূর্ব্ববারের প্রশ্নগুলির উত্তর।

১। যদি সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি দশের প্রশংসাভাজন হইতে হয়, যদি প্রকৃত মনুষ্য নাম প্রার্থনীয় হয়, তবে শারীরিক, মানসিক সকল কার্য্যকেই ঈশ্বরের মনে করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিও। ২। কলা। ৩। পৃথিবী।

৪। ছেলের বয়স, ৩৬ ; বাবার বয়স ৬৩ ; ঠাকুরদাদার বয়স ৮৪।

ত্র প্রেরকদের প্রতি—অনেকে আমাদিগকে পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর চান ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আমরা সকল আবশ্যকীয় পত্রেরই উত্তর যথা সময়ে দিয়া উঠিতে পারি না, তবে অনাবশ্যকীয় পত্রের কি উত্তর দিব ? যাঁহাদের পত্রোত্তর পাইবার নিতান্তই ইচ্ছা, তাহারা আপন আপন পত্রমধ্যে এক একখানা টিকিট বা পোষ্ট কার্ড পাঠাইবেন। অনেক বালক রচনা পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে পত্র লিখিতে তাড়াতাড়ি ছাপাইবার অনুরোধ করেন, এবং ছাপান কেন হইবে না তাহার কারণ দেখাইতে বলেন। আমরা তদুত্তরে বলি যে আমরা অত অধিক অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। পত্র প্রেরকগণ ছাপান না হইলেই জানিবেন, হয় স্থানাভাব না হয় মনোনীত নহে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, সিটী স্কুল—লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের অনেক শ্রেণীর ছাত্রদিগকে লইয়া একটী সভা আছে। স্কুলের অধ্যক্ষগণের এই সভার প্রতি যত্ন আছে। এই সভার সভ্যেরা পদ্য মুখস্থ বলা, কথোপকথন অভিনয়ের ভাবে আবৃত্তি করা, চাঁদা তুলিয়া গরিবকে দান করা এবং রচনা ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দেওয়া এই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে রচনা পাঠ ও উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা হয়। আমরা সকল স্কুলেই এইরূপ সভা হওয়া উচিত মনে করি।

সাধারণ [illegible] যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা," কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

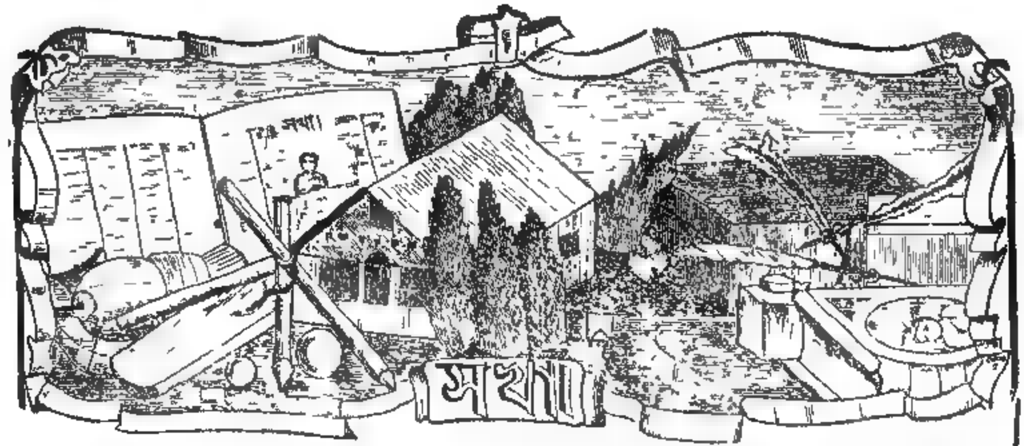

প্রথম ভাগ। আগষ্ট, ১৮৮৩। ৮ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

৯ম অধ্যায়।

এই বারে জগদীশ্বরের কৃপায়—ভীমেন্দ্র বিপ্রদাস বাবুর সহিত নিরাপদে বগুড়ায় পৌঁছিল। যতক্ষণ ভীমেন্দ্র গাড়ীতে ছিল সমস্ত সময়টা ভীমেন্দ্র কল্পনায় হরিপদ বাবুর ছেলেদের সহিত কথা বলিতেছিল এবং কখন এই কল্পনা কাজে ফলিবে, তাহাই ভাবিতে ছিল।—যথা-সময়ে ভীমেন্দ্র হরিপদ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং যতক্ষণ বিপ্রদাস বাবু জামাতার সহিত বাহিরবাড়ীতে আলাপ করিতেছিলেন, ভীমেন্দ্র ততক্ষণ 'খোকা' 'খোকা' করিয়া বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া ছোট খোকাকে কোলে করিয়া বসিয়াছে। বাড়ীর সব ছেলেগুলি ভীমের সঙ্গে যুটিয়াছে—কেহ কাঁধে, কেহ কোলে, কেহ পিঠে—ভীমেন্দ্র ২ মিনিটের মধ্যে যেন ছেলে বিক্রীর দোকান খুলিয়াছে।—ভীমেন্দ্র এইরূপ সুখে কিছু-কাল কাটাইয়া বসন্তবালাকে নিজের অবস্থার কথা বলিল। বসন্তবালা বলিলেন "তুমি কোথায় ছিলে তাহা জানিতাম না, তার জন্য বড় ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি যে মণ্ডলপুর পর্য্যন্ত গিয়াছ, তাহা জানি, কারণ এখানকার মুনসেফ বাবুর ভাইপোর যে গাড়ীতে যাবার কথা ছিল, তিনি গিয়া দেখিলেন—সে গাড়ী নাই—এক গাড়ীতে একটা বাক্স রহিয়াছে। তখন তিনি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ বাক্স কার?' গাড়োয়ান বাবুর নাম করিয়া বলিল, তাহার। সে বাক্স আমরা পাইয়াছি।—তা, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে তোমা'র জন্য যে কত দুঃখ করি যাছি বলিয়া শেষ করিতে পারি না, তুমি বাবার সঙ্গে আসিয়াছ, তবু সুখের কথা—তা না হলে, আবার হয়ত কোথায় গিয়া পড়িতে"—ভীমেন্দ্র এই শেষের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া কোন ও কাজে হাত দিব না।—ভীমেন্দ্র এইরূপে নানা কথায় সে দিন কাটাইল। আবার ভীমেন্দ্র বালকদিগের মনোরঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত হইল—একটী কথা এখনও বলা হয় নাই—হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না।—হরিপদ বাবু দেখিয়া-ছিলেন অনেক ভাল ছেলে স্কুলে গিয়া অসৎ ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া অসৎ-প্রকৃতি হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যতদিন ছেলেদের পরিপক্ক বুদ্ধি না হয়, যতদিন তাহারা ভালমন্দ বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান

অন্যায়, হরিপদ বাবুর এই ধারণা ছিল, সুতরাং হরিপদ বাবুর ছেলেরা স্কুলে যাইত না। বসন্তবালা দেবী দ্বিপ্রহরে এবং সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন, সময় হইলে হরিপদ বাবু ও এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন; কিন্তু সাধারণতঃ মাতার দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইত।—ভীমেন্দ্র ইতিপূর্ব্বে যতদিন এখানে ছিল ছেলেরা দাদাবাবুর কাছেই পড়িতে চাহিত, সুতরাং ভীমেন্দ্র যতদিন এখানে ছিল বসন্তবালা ছেলেদের পড়াইতে পারেন নাই, সমস্তই দাদাবাবু করিয়াছেন—আবার ভীমেন্দ্রের উপর সেই ভার পড়িল। আবার ছেলেরা 'দাদাবাবু' নহিলে আর কাহারও কাছে পড়িতে চায় না। ভীমেন্দ্রের উপর ছেলে পড়াইবার ভার পড়িল—তবে বসন্তবালা সাধারণ ভাবে এক একবার ছেলেদের দেখেন।—এইরূপে অনেক দিন এইখানে কাটিয়া গেল। ভীমেন্দ্র প্রায় ছমাস কলিকাতা হইতে দূরে রহিয়াছে—অবশেষে হরিপদ বাবু ভীমেন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন—আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাক্সে পূরিয়া কাপড় ও খাবার দিলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাথেয় দিলেন, কিন্তু যাহাতে গাড়ীতে ভুল না হয়, হরিপদ বাবু তদর্থে বিশেষ চেষ্টা করিলেন—সুতরাং এবারে কোনও গোল হইল না। আবার রাত্রিতে ছেলেদের ভুলাইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীতে উঠিল। ভীমেন্দ্র গাড়ীতে দেখিল—বাক্স আসিয়াছে কিনা—গাড়োয়ানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিল, যাহার সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল সেই গাড়োয়ান কিনা—তখন নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীতে উঠিল কিন্তু উঠিয়াও পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল 'চৈতন্য গ্রাম যাইতে হইলে এই পথে যাইতে হয় কিনা'—'আমরা চৈতন্য গ্রামে যাইতেছি কিনা'—এই সকল বিষয়ে সন্তোষজনক [illegible] লইয়া ভীমেন্দ্র গাড়ীর ঝাঁকুনির মধ্যেও নিদ্রিত হইল।—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী চলিল। ভীমেন্দ্র 'ছোট খোকা'কে স্বপ্ন দেখিতেছিল—দেখিতেছিল যেন 'ছোট খোকা' তাহার কাণ ধরিয়া টানিতেছে, এবং মুখের জল পেটে গড়াইয়া পড়িতেছে এই ভাবে দাঁড়াইয়া দাঁত-শূন্য মাড়ি খুলিয়া মনের সাধে হাসিতেছে।—ভীমেন্দ্রের এমন সুখের স্বপ্ন কে ভাঙ্গিল? গাড়োয়ান ভয়ানক ব্যস্তভাবে বলিল "বাবু, ও বাবু—শীগ্‌গির ওঠ!"—ভীমেন্দ্র উঠিল কিন্তু উঠিয়া ভালমন্দ কিছুই বুঝিতে পারিল না—দেখিল খানিকটা দূরে কতকগুলি আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি প্রকাণ্ড মোটা লোক ভয়ানক চীৎকার করতঃ 'মার' 'মার' করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।—কাহারও কথা বলিবার সময় হইল না।—পলাইবারও সময় হইল না। ডাকাইতের দল নিকটে আসিয়াই আলো নিবাইয়া দিল।—অন্ধকার রাত্রে যখন কে কোথায় লক্ষ্য রহিল না—তখন দলের মধ্যে ২ | ৩ জন গাড়ীর উপরে লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল। ভীমেন্দ্র কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। গাড়োয়ান একটু জোর করিয়াছিল—কিন্তু ডাকাইতের সর্দ্দারের লাঠির ঘা মাথায় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন দলের মধ্যে একজন হুকুম দিল—'আলো জেলে দেখ্ কোন জিনিশ আছে কিনা।' আলো জ্বালা হইল।—দেখা গেল গাড়োয়ান রক্তময় শরীরে গাড়ীরপাশে পড়িয়া আছে।—গরু গুলি দড়ি ছিঁড়িয়া কোথায় গিয়াছে, তাহার খোঁজ নাই, আর একটী বালক গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। গাড়ীর মধ্য হইতে বাক্স বাহির করা হইল—তখন ভীমেন্দ্র বিপদে 'যাহা হয় হবে' ভাবিয়া জোর করিল। অমনি একজন তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল আর একজন মাথায় লাঠি মারিল। ভীমেন্দ্র অচেতন হইল। [illegible] জগদীশ্বর!—ভীমেন্দ্র আর কত কষ্ট

সহ্য করিবে? কবে ভীমেন্দ্র বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবে? ভীমেন্দ্রকে বালক দেখিয়া একজন ডাকাতের দয়া হইল!—সে বলিল 'আহা বালক, একে অত শাস্তি কেন?' মেঘের ডাকের মত গলা চড়াইয়া একজন উত্তর করিল "কি! রঘুরামের কাজের উপর কথা? খবরদার!!"—রঘুরাম শিকদার ডাকাতের দলের সর্দ্দার, রঘো ডাকাতের নাম সে সময় কাহারও অজানা ছিল না, ইংলণ্ডে রবিন হুডের নামে যেমন ছেলেরা কাঁপিত, আমাদের দেশে রঘো ডাকাতের নামেও সেইরূপ ছেলেরা কাঁপিত। রঘো ডাকাতের এই তাড়না শুনিয়া কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিল না। তখন সকলে মিলিয়া ভীমেন্দ্রকে বাঁধিল, বাক্স ভাঙ্গিয়া দেখিল খাবার রহিয়াছে—অট্ট হাস্য করিয়া খাবার গুলি খাইল; এবং টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া সম্মুখস্থ মাঠ পার হইয়া চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্রকে কেন কাঁধে করিয়া লইয়া গেল তাহা ঈশ্বরই জানেন।

ক্রমশঃ—

"না, আমি প্রতারণা করিব না"

[illegible] নিম্নলিখিত [illegible] [illegible] সহিত দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের কিরণবালার বয়স [illegible] বৎসর মাত্র, [illegible] দাদা নগেন ১৪ বৎসরের। কিরণ [illegible] "সখা" পড়িয়া তাহার ধাঁ ধা গুলির উত্তর [illegible] আমাদিগকে পাঠাইবে বলিয়া বসিয়াছে, [illegible] সময় নগেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, [illegible] "কি [illegible], কিরণ?" কিরণ বলিল "দাদা অলকাসুন্দরী নামে এক-সম্রান্ত রমণী ১২ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকার মধ্যে যে অধিক সংখ্যক হেঁয়ালির উত্তর ঠিক করিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বৎসরান্তে ৫৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়াছেন, তাই আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি কয়টী পারি—লিখিয়া পাঠাইব।" নগেন হাসিয়া নিকটে গিয়া বলিল "আয় আমি তোকে সব বলিয়া দিতেছি, আমি পরশু পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট সমস্ত বলিয়া লইয়াছি। বেশত তাহলে তুমিই ৫৲ টী টাকা পাইয়া যাইবে, কেমন?" কিরণবালা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি! ছি! দাদা! তোমার এমন মন্দ বুদ্ধি? পরের নিকট বলিয়া তাতে কি ফল হইল? তাহাত প্রতারণা হইল? আমি কি এমনি নীচ? না আমি প্রতারণা করিব না।" নগেন বলিল—"সখার লেখকত আর দেখিতে আসিতেছে না!" কিরণ আরও রাগিয়া বলিল নাই বা তিনি দেখিলেন, আমি নিজেত জানিতে পারিলাম যে কাজটা অন্যায়? সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরত জানিলেন, তার চেয়ে কি সখার সম্পাদক? ছি দাদা! তুমি কি এই শিখিতেছ? এতে ৫৲ টাকা চুরি করাই হইল। আমি তাহা কখন পারিব না। কেন, টাকার অভাব কি? মাকে বলিলে এখনি [illegible] টাকা লইতে পারি কেবল ক্ষমতার পরীক্ষা [illegible] [illegible] [illegible] যদিও টাকা [illegible] থাকে, [illegible] এমন ভয়ানক [illegible] টাকা [illegible] কি ভাল? টাকা [illegible] না [illegible] [illegible] চল দেখি [illegible] [illegible] জানিবে?"

তখন নগেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল "ওদে তুমি কি লিখিয়াছ দেখি?" কিরণ তাহাতেও সম্মত হইল না, বলিল "না আমি তাহাও করিব না। আমি তোমাকে দেখাই আর তুমি বল এইটা ভুল হইয়াছে আবার আমি চেষ্টা করিয়া লিখি, সেওত তোমার সাহায্য লওয়া হইবে। [illegible]

এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য নহে। আমি তোমার সাহায্য লইব না। আমার নিজ বুদ্ধিতে যা আসে সাধ্য মত চেষ্টা করিব, যাহা পারিব, লিখিয়া পাঠাইব; তুমি যাও।"

তাহাদের পিতা অন্তরাল হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া কিরণকে কোলে লইয়া পরমানন্দে মুখ চুম্বন করিলেন ও ৫৲ টাকার একখানি নোট তখনি তাহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ তাহার হস্তে দিলেন। সেই অবধি নগেনেরও জ্ঞান হইল। সে আর কখন ওরূপ কার্য্য করে নাই।

আমরা প্রার্থনা করি পরমেশ্বর "সখা"র প্রত্যেক পাঠক পাঠিকাকে এইরূপ চরিত্র বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করুন। তাঁহাদের জনক জননী ও অভিভাবকগণও যেন তাঁহাদের এই হিত ইচ্ছা বাড়াইতে যত্ন করেন, নতুবা বালক বালিকাদিগের চরিত্র-রত্ন চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবেক।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

জল।

স্নান।

যদি শরীরে কোন অসুখ না থাকে, তবে প্রত্যহ স্নান করিবে। স্নানের কোন নির্দিষ্ট সময় হইতে পারে না। যাহার যেরূপ অভ্যাস, তদনুসারে সময় নিরূপণ [illegible] লোক [illegible]। [illegible] স্নান করে, এবং আমাদের বিবেচনায় ইহাই স্নানের উপযুক্ত সময়। তখন প্রাতঃকালের শীত কমিয়া যাইবে, অধিক গ্রীষ্ম থাকেনা,—ঘে ঘর্ম উৎপাদন করিবে। অনেকে প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে, এ অভ্যাস মন্দ নহে। দুর্ব্বল শরীরে বিশেষ [illegible] থাকিলে প্রাতে স্নান করা উচিত নহে।

স্নানের পূর্ব্বে যে তৈল মাখার নিয়ম আছে তাহা অতি উত্তম। ইহাতে চর্ম্ম মসৃণ থাকে শরীর পোষিত হয়, ও লোমকূপ সকলের ক্রিয়া উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। স্নান সময়ে উত্তমরূপে শরীর মার্জ্জন করিবে। স্নানের পরে ভিজে কাপড় শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক কাপড় পরিবে, এবং শরীরে যাহাতে জল না থাকে এরূপ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে।

অনেকে শীতের ভয়ে স্নান করিতে চায়না, কিন্তু এ অভ্যাস অতি অনিষ্টকর। যদি শীতের অত্যন্ত আতিশয্য হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। কিন্তু অভ্যাস অনুসারে গরম জলে স্নান করা অনুচিত। অধিক বৃষ্টির দিনে জল দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে এবং মস্তকে শীতল জল দিবে।

শরীর দুর্ব্বল থাকিলে অথবা জ্বরাদি রোগ হইতে আরোগ্য হইবার সময়ে গরমজলে স্নান করিবে। সর্দ্দি হইলে প্রথম দিবস স্নান বন্ধ করিবে, পরদিবস গরম জলে স্নান করিবে কিন্তু সর্দ্দির অবস্থা তরুণ থাকিলে স্নান না করাই ভাল। সর্দ্দি পুরাতন হইলে স্নান করার কোন বাধা নাই।

[illegible] সন্তরণ [illegible] উত্তম ব্যায়াম হয়, এবং অনেক বিপদ [illegible] নক উপকার, কিন্তু শীঘ্র [illegible] করিবে। বালকেরা যেরূপ দূর হইতে [illegible] ছুটিয়া আসিয়া মহাবেগে জলমধ্যে পড়ে তাহা অতিশয় অনিষ্টকর, ইহাতে [illegible] আঘাত লাগে, অথবা জলমধ্যে কোনরূপ খোঁটা বা খোঁটা থাকিলে তদ্দ্বারা প্রাণ সংশয় হইতে পারে অথবা হস্ত পদ ভগ্ন হইতে পারে। [illegible] পূর্ব্বে কি পরে স্নান না করিয়া আহারের [illegible] দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে স্নান করিবে। [illegible]

অধিক সময় থাকা উচিত নহে। পরিশ্রমের অব্যবহিত পরেই ঘর্ম্মাক্ত শরীরে স্নান করিবে না, এরূপ করিলে অনেক পীড়া হয়।

চতুর্থ উপদেশ।

ব্যায়াম।

চাষার [redacted] কেমন শক্ত, এবং পাল্কি বেহারার কাঁধ কেমন দৃঢ়, আবার বাবুর হস্ত কেমন কোমল, ও স্ত্রীলোকের শরীর কেমন নরম? ইহার কারণ কেহ বলিতে পার? চাষারা সর্ব্বদা হস্তদ্বারা কার্য্য করে, বেহারারা সর্ব্বদা কাঁধে পাল্কি বহন করে, এই জন্য ঐ সকল অঙ্গ এত দৃঢ়। বাবুর হস্ত শোভার জন্য, কার্য্য করে না—এই জন্য দুর্ব্বল ও কোমল, নারীজাতির শারীরিক পরিশ্রম কম, এই জন্য শরীর এত নরম। শরীরের যে অংশ চালনা করিবে সেই অংশ দৃঢ় ও সবল হইবে,—এই নিয়মানুসারে সমস্ত শরীর চালনা করিলে সমস্ত শরীর সবল হইবে—একথা সকলেই বুঝিতে পার। কৃষকেরা পরিশ্রমী, সুতরাং তাহারা সবল-শরীর; বড় লোকেরা বিলাসী [redacted] অলস,—এই জন্য তাহারা দুর্ব্বল [redacted] অল্পায়ু।

যদি [illegible] হইতে চাও, পীড়া হইতে উদ্ধার পাবে, আজন্মদিন [illegible] চাও, তবে প্রত্যহ ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করিবে। ব্যায়াম করিলে [illegible] [illegible] ও নিশ্বাসের যন্ত্রের বল হয়, [illegible] অধিক হয়, চর্ম্ম কোমল [redacted] পরিষ্কার থাকে, [illegible] ও মনের বল বৃদ্ধি হয়, পরিপাক শক্তি উত্তম হয়, [illegible] বৃদ্ধি হয়, [redacted] শরীর নীরোগ, [illegible]—শরীর ও মনের অবস্থা কোমল [illegible] হয়। ফলতঃ শরীর ও মনের [illegible] সকল প্রকার উন্নতি হয়।

এরূপ ব্যায়াম করিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শারীরিক খেলা, [illegible] নানাপ্রকারে ব্যায়াম করা যাইতে পারে। গান করা [redacted] বাঁশী বাজানও একরূপ ব্যায়াম—এতদ্বারা ফুস্‌ফুসের বল হয়। এমন কোন ব্যায়াম করিও না,—যাহা দ্বারা কোন বিপদ ঘটিতে পারে।

অপরিমিত ব্যায়াম করিলে ক্ষতি হয়। পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম অতি আবশ্যক এবং পরিশ্রমের নিয়ম থাকা কর্ত্তব্য। খাদ্য সামগ্রীও এরূপ হওয়া উচিত যে, শরীর পোষণ করিতে পারে।

ক্রমশঃ—

আমার কপাল মন্দ।

আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, যে বৃদ্ধ, যুবা, বালক, পুরুষ, স্ত্রী সকলেই যখন কাহারও অবস্থা ভাল দেখেন তখনই তাহার কপাল ভাল ও নিজের কপাল মন্দ বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহারা জগদীশ্বরকে কতই নিন্দা করেন; তাঁহারা বলেন তিনি পক্ষপাতী। আবার যখন কেহ কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য হয়, তখন নিজের কার্য্যের ভুল বাহির করিতে না যাইয়া কপাল মন্দ [illegible] নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই "কপাল মন্দ" বাক্যটী ব্যবহার করিয়া অনেকে [illegible] কোন কার্য্যে অকৃতকার্য্য না হইয়াও নষ্ট হইয়া থাকেন এবং [illegible] অবস্থা ভাল দেখিয়াও নিজের অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করেন না। আমরা যাহার "কপাল মন্দ" তাহার কপাল কি করিয়া ভাল হয় তাহা [illegible] উপদেশ হইতে জানিব।

এক দিন আমরা ও তাঁহাদের গ্রামের একটী বালক সন্ধ্যার সময় বেড়াইতেছিলেন। বালকটীর নাম রাসবিহারী। রাসবিহারী বলিল:—

"ভাই! আজ চারি বৎসর [illegible] গোপালের সহিত একত্রে একই স্কুলে পাঠ করিতেছি। গোপাল [illegible] [illegible] স্কুলে [illegible] আমার [illegible] কাঁদিয়া বাড়ী যায়। আমরা [illegible] [illegible] এক

মাইল হাটিয়া স্কুলে যাই আর রৌদ্রের মধ্যে বাটীতে আসি। আবার দেখ তাহার কপাল কেমন ভাল—সে ভাল পুরস্কার পায়। ভাই! যাহার কপাল মন্দ তাহার কিছুই হয় না। না?"

সারদা—তুমি কি কোন দিন পুরস্কার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ?

রাসবিহারী—না ভাই। আমি প্রত্যেকবার পরীক্ষার একমাস পূর্ব্বে আমাদের পাড়ার গণকের নিকট পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করি। সে বলে যে আমি পরীক্ষায় বেশ করিব। কিন্তু সময়ে কিছুই হয় না।

সারদা—আমি গোপালকে বেশ জানি। তোমার মনের ভাব ও তাহার মনের ভাব এক নহে। তুমি ভবিষ্যৎ ফল জানিবার জন্য গণকের নিকট যাও, গোপাল তাহা করে না। সে জানে যে গণক নক্ষত্রের অবস্থা দেখিয়া মনুষ্যের ভবিষ্যৎ ফল বলে, কিন্তু তাহার নিকট মনুষ্যই তাহার নিজ নক্ষত্র সুতরাং সে জন্য গণকের নিকট যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। মনুষ্যের নক্ষত্র কি? যখন দেখিব যে মনুষ্য পরিশ্রম করিতে কাতর নহে, যখন দেখিব যে মনুষ্য অধ্যবসায়ী, যখন দেখিব যে, তাহার ইচ্ছা সৎ, তখনই জানিলাম যে তাহার নক্ষত্র ভাল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ফল নিশ্চয়ই ভাল হইবে। শ্রম, অধ্যবসায় এবং সৎ ইচ্ছাই যাহার নক্ষত্র তাহারই 'কপাল ভাল' হয়, আর যাহার নক্ষত্র কেবল গণকের পুস্তকে লিখিত [illegible] কপাল মন্দ তাহার আর সন্দেহ নাই। তুমি গণকের নিকট যাইয়া শুনিলে যে তোমার পরীক্ষায় ভাল ফল হইবে অমনি তুমি নৃত্য করিতে করিতে বাটীতে আসিলে এবং পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধটুকু ছিল তাহা দূর করিলে; এদিকে দেখ গোপাল দেখিল যে তাহার নক্ষত্র তাহার নিজের শ্রম এবং অধ্যবসায়ের উপর নির্ভর করে সুতরাং সে পরিশ্রমের সহিত পাঠ করিতে লাগিল, অর্থাৎ পুস্তকের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল তাহা আরও দৃঢ় করিয়া লইল। একণে বল দেখি পুরস্কার কে পাইবে?

রাস।—তুমি যাহা বলিলে, তাহা বুঝিলাম। তোমার কথা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গোপাল অতি নির্ব্বোধ। সে এত পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিল, যদি ঘটনাক্রমে ব্যারাম হইয়া পুরস্কার না পায় তবে তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। আর পুরস্কার পাইবে এমনই বা কি কথা?

সারদা—এ প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে অন্য একটি কথা বলিব। কৃষক অতি যত্ন করিয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার করিল; রৌদ্র বৃষ্টির মধ্যে কত কষ্ট সহ্য করতঃ সে চাস করিয়া বীজ বপন করিল। কৃষক কি এই সমুদয় কার্য্য করিবার সময় নিশ্চয় করিয়া জানিত যে সে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে প্রচুর পরিমাণে শস্য আনিয়া গৃহে স্তূপাকার করিয়া রাখিবে? হইতে পারে অতি-বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি বশতঃ তাহার শস্য নষ্ট হইল এবং তাহার পরিশ্রম বৃথা হইল। কিন্তু গোপাল পুরস্কার লাভের জন্য পরিশ্রম করিল, সে যদি পুরস্কার লাভ করিতে অক্ষম হয়, তবে যে বিদ্যা লাভ করিল তাহাই তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার। সুতরাং পরিশ্রমের পুরস্কার হইবেই হইবে। মনে রাখিও

"যে অলস সে দরিদ্র, যে পরিশ্রমী সে ধনী" গোপাল গাড়ি চাপিয়া স্কুলে যাইলে আর গাড়ী চাপিয়া বাড়ী যায় কি করিয়া? তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি পরিশ্রমী ছিলেন তাই তাঁহারা পরিশ্রমের ফলে ধন পাইয়াছেন তাই আজ গোপালের সুখ। আবার দেখ গোপাল যে রকম পরিশ্রম [illegible] হইবে এবং [illegible] নক্ষত্রগণ [illegible] "কপাল [illegible]" [illegible] উৎসাহহীন হয়, [illegible]

সন্তানগণ তোমার ন্যায় গোপালের সন্তানদের অবস্থা দেখিয়া বিলাপ করিবে। শ্রমী যে ধনী হয় ইহার অর্থ কেবল টাকা সম্বন্ধে নহে, আরও অনেক আছে তাহা কালে বুঝিবে।

গোপাল যদি প্রথমবার পুরস্কার না পায়, তবে সে পরিশ্রম করিতে বিরত না হইয়া, বরং নূতন উৎসাহের সহিত কার্য্য করে। কোন কার্য্যে যদি প্রথম অকৃতকার্য্য হও তবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া থাকিও না। "Try again" "পুনর্ব্বার চেষ্টা কর" এই নীতি বাক্যটী সর্ব্বদা মনে রাখিও। স্কট-লাণ্ড দেশীয় কোন বীর পুরুষ স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য একবার, দুইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃত-কার্য্য হইলেন না। এক দিবস তিনি বিষণ্ণ বদনে গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে একটী পোকা প্রাচীরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারি-তেছে না। বীর পুরুষ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে পোকা যদি তৃতীয়বারের চেষ্টায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিতে পারে, তবে আমিও তৃতীয়বার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি না পারি তবে জন্মের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। পোকা তৃতীয়বার কৃতকার্য্য হইল। বীরপুরুষও তাঁহার প্রতিজ্ঞা-নুসারে তৃতীয়বার মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি পোকার নিকট হইতে যে মহৎ উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন [redacted] জগদীশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

রাসবিহারী! এখন দেখিতে পাইলে যে কপাল ভাল করিবার জন্য [redacted] এবং অধ্যবসায়ের আব-শ্যক? কিন্তু আরও কয়টি বিষয়ের আবশ্যক আছে। ইউরোপীয় কোন মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে যে সদুপায় উপদেশ পাইয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বলিব। এই সদুপায় উপদেশ পালন করিও,—দে-খিবে তোমার [redacted] কপাল শীঘ্রই ভাল হইবে এবং তুমিও কালে পুরস্কার পাইবে। উপদেশ গুলির মধ্যে এই কয়টী বিষয় নিতান্ত আবশ্যকীয়।

১। অতি ভোজন পরিত্যাগ কর।

২। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এইরূপ কথা কহিও। সামান্য গল্পাদি পরি-ত্যাগ কর।

৩। দ্রব্য সকল যথাস্থানে স্থাপন কর; প্রত্যেক কার্য্যকে উপযুক্ত সময় দাও।

৪। যে কার্য্য সম্পাদন করিবে বলিয়া ভাবিয়াছ তাহা করিতে প্রতিজ্ঞা কর। যাহা করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত হইও না।

৫। যাহা দ্বারা নিজের বা অন্যের উপকার হইবে এরূপ কার্য্যে অর্থব্যয় কর অর্থাৎ অপব্যয় করিওনা।

৬। বৃথা সময় নষ্ট করিওনা—কোন না কোন উপকারী কার্য্যে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিও। সমস্ত অনাবশ্যকীয় কার্য্য পরিত্যাগ কর।

৭। কাহাকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিও না। যাহার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে আলস্য করিওনা।

৮। কোন কার্য্যের দাস হইও না।

৯। সর্ব্বদা নম্র হইবার জন্য চেষ্টা কর।

১০। মনে খারাপ চিন্তা আসিতে দিও না।

প্রেরিত।

দুটি প্রশ্ন।

"সখা" সময়ে সময়ে নানাবিধ প্রশ্ন ও প্রহে-লিকা প্রকাশ করেন। সখার সখাগণও তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। আমাদের দুটী প্রশ্ন আছে.

*এইরূপ প্রশ্ন 'সখা'র পাঠক পাঠিকাদিগের না করিয়া, তাঁহাদের অভিভাবক দিগকে করিলেই ভাল হইত। স-স।

প্রহেলিকা নহে। ভরসা করি সখার পাঠকগণ তাহার সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।

১ম। ঘুড়িসকলেই দেখিয়াছেন। ঘুড়ি উড়ান প্রচলিত নাই, পৃথিবীতে এমন দেশ আছে কি না জানি না। সখার পাঠক মাত্রেই ঘুড়ি না উড়াইয়া থাকিলেও অনেকেই তাহা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমরা অনেক রকমের ঘুড়ি উড়াইয়াছি এবং উড়াইতে দেখিয়াছি। সচরাচর যে সকল ঘুড়ি উড়ান হয় তাহা ছাড়া সাপের মত, মানুষের মত এবং 'কিম্ভূত কিমাকার' অনেক ঘুড়িও উড়িতে দেখা গিয়াছে। কাঁঠাল, বাদাম, শাল, প্রভৃতি বৃক্ষ ও লতার পত্রও ঘুড়ির ন্যায় উড়ান যায়। বেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে সকল প্রকার ঘুড়িই হয় চার-[illegible] সম ডিমের অর্দ্ধেকের মত কিন্তু একেবারে কোণা না [illegible] কখনও উড়াইয়াছেন? ঠিক গোলাকার ঘুড়ি কেহ [illegible] সম্পূর্ণ কি উড়িতে দেখিয়াছেন? প্রশ্ন হইতেছে—[illegible] গোলাকার ঘুড়ি উড়ে কি না? যদি না উড়ে তাহার কারণ কি?

২য়। [illegible] প্রশ্নটী আরও গুরুতর; ইহার ঠিক উত্তর হঠাৎ কেহ দিতে পারিবেন এরূপ আশা অতি অল্প। কারণ অনেক দেখিয়া এবং অনেক খোঁজ করিয়া, তবে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এ প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ প্রদান করিতে কাহাকে অনুরোধ করি না—উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করি। জিজ্ঞাস্য এই—পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কি হয় না? অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে কেশ লোমাদি পাকে, দাঁত পড়িয়া যায়, মাংস ঝুলিয়া পড়ে, শরীর শুকাইয়া যায়, ভিতরের [illegible] খারাপ [illegible] অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এবং শেষে ঘুমাইয়া পড়ার মত মরিয়া যায়, কেহ কোন পাখীকে সেইরূপ মরিতে দেখিয়াছেন কি না? পোষা পাখীর খারাপ আহারেতে যে মৃত্যু হয়, বা রোগে যে মৃত্যু হয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না, হইতে কেহ দেখিয়াছেন কি না, ইহাই আমার প্রশ্ন।

মনুষ্য ও পশু ঊর্দ্ধ সংখ্যায় কত জীবিত থাকে তাহা একরূপ ঠিক করা হইয়াছে। মনুষ্য ও কোন কোন পশুর আয়ু বিষয়ে বোধোদয়ের ছাত্রও উত্তর দিতে পারিবে। কিন্তু কাক কোকিল চীল প্রভৃতি পাখীর আয়ুঃকাল বিষয়ে পণ্ডিতগণের মুখেও কিছু শুনিতে পাই না। অধিক কি গৃহস্থ বাড়ীর পায়রা ও চড়াই কতকাল জীবিত থাকিয়া স্বভাবতঃ মরিয়া যায় তাহাও ঠিক জানা নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ করিয়াও এ বিষয়ে বিশেষ কোন মতে আসিতে পারিয়াছেন এমন বোধ হয় না। আমরা লুই ফিগুওয়ারের "সরীসৃপ ও বিহঙ্গম" নামক পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ হইতে যে অংশ টুকু তুলিয়া দিলাম তাহাতেই বুঝা যাইবে যে আমাদের কথা ভুল নহে।

"The duration of the life of birds in a state of nature is one of those subjects on which little is known. Some ancient authors—Hesiod and Pliny, for example,—give to the crow nine times the length of life allotted to man, and to the raven three times that period; in other words, the carrion crow, according to these authors attains to seven hundred and twenty years, and the raven two hundred and forty. The swan, [illegible] the same authority, lives two hundred years. This longevity is more than doubtful,"—Vide p. 203.

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত ভাবে কিছু বলিতে পারেন না। আমরা হঠাৎ ব্যারামে, পোষার দোষে, কি অন্য কোন দৈবকারণ ভিন্ন পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু কোথাও কখন দেখি নাই এবং খুঁজিয়া কাহার নিকট জানিতে পারি নাই। তাই আমাদের প্রশ্ন হইতেছে "পাখীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় কি না?"

মান্যবর শ্রীযুক্ত "সখা" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আমার এ ক্ষুদ্র পত্রখানি যদি "সখা"তে একটু স্থান দেন, তবে আমার ন্যায় অনেক পল্লীগ্রামস্থ বালকের বিশেষ উপকার হয়, আমিও আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

সম্প্রতি আমি একদা আমার একজন বন্ধুর সহিত হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে যাই। সেখানে গিয়া যে কি দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। সারি সারি প্রায় ৪০।৫০টী বড় বড় আলমারি পুস্তকে পূর্ণ। কত শত সাহিত্য পুস্তক, কত উপন্যাস, কত ইতিহাস, কত শত লোকের জীবন বৃত্তান্ত, কত শত লোকের ভ্রমণবিবরণ, কত সহস্র সহস্র পুস্তক দেখিয়া আমার যেন মস্তক ঘুরিয়া গেল। আমি ইহার পূর্ব্বে কখন এত পুস্তক দেখি নাই। আমি মনে করিতাম বাঙ্গালার খানকতক ও ইংরেজীতে খানকতক বৈ পড়িলেই বুঝি পড়া শেষ হইল। কি ভয়ানক! ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার অভিধানই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। নানাবিধ জীব জন্তুর ছবি যে কত, নানা স্থানের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, নানা দেশীয় বিখ্যাত লোকদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি যে কত তাহার সংখ্যা নাই। উঃ! এক একটী দেশের ইতিহাস অমনি এক এক আলমারি পোরা। বিজ্ঞানের পুস্তকই যে কত দেখিলাম তাহা বলিতে পারিনা। সকলের নামের অর্থও জানিনা! ধর্ম্ম-পুস্তকই বা কত! চারিদিকে রাশি রাশি পুস্তকের মধ্যে থাকিয়া যেন আমার কি বোধ হইতে লাগিল। [illegible] বৈ আছে জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে হতাশ হইলাম। আমাদের ক্লাশে আমি একজন উত্তম বালক, সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। হতাশ হইয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, [illegible] বৈ কি পড়িতে পারিব? কতই শিখিতে এখনও বাকী আছে? আমিত তেমন ভাবে সময়ের ব্যবহার করিনা তবে কিরূপে এত বৈ পড়িব? আমার একখানি বৈ শেষ করিতে যদি একমাস লাগে তাহা হইলেও আমার জীবনে [illegible] বৈ পড়িতে পারি না। তবে উপায় কি?

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল এই যে এক একজন গ্রন্থকর্ত্তা ২০।২৫।৫০।১০০ খানা করিয়া বৈ লিখিয়া গিয়াছেন, ইঁহারাও [illegible] আমার মত ছিলেন, তবে আমি কেন হতাশ হই? উৎসাহ ও চেষ্টার সহিত পড়িতে আরম্ভ করিব, সময়ের রীতিমত ব্যবহার করিব; তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। মনে আশা হইতে লাগিল। সেই অবধি যখনি আলস্য আসে তখনি ঐ পুস্তকরাশির কথা মনে করিয়া শতগুণ উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয়।

সেই অবধি আমি যেন আর একটী পৃথিবীতে বেড়াইতেছি। পড়িবার এত আছে জানিতামনা, চেষ্টার সাধ্য এতদূর তাহা জানিতাম না। এখন আমার পড়া খুব আমোদের ও সুখের কার্য্য বোধ হইয়াছে, আর কোন বিষয়ে আমার তত সুখ, তত আনন্দ ও তত ভরসা হয়না। আমি এখন খুব পরিশ্রম করিতে পারি। সেই অসংখ্য গ্রন্থকর্ত্তারা যেন সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে উৎসাহ দেন। এত সুখ, এত আশা যাহাতে আমার বন্ধুগণ সকলেই দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়ে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। ইহাতে 'সখা'র পাঠক পাঠিকা মাত্রকেই অনুরোধ করি যেন তাঁহারা একবার কোন বড় পুস্তকাগার দেখিতে যান।

আপনার একান্ত স্নেহের—শ্রীঃ—

ঠাকুরদাদার গল্প।

দা ঠাকুরদাদা নবীন বাবু প্রিয় বালকদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোলাপ, মল্লিকা, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প বৃক্ষে বাগানটী সুশোভিত। চারিদিকে সুন্দর মেদী গাছের বেড়া। মধ্যে মধ্যে সবুজ কামিনী বৃক্ষের পাতাগুলি তিনি স্বহস্তে কাঁচী দিয়া কাটিয়া দিয়াছেন, পাতাগুলি স্তরে স্তরে সাজিয়া কেমন শোভাই ধারণ করিয়াছে, ঐ সবুজবর্ণ পত্রগুলির উপরে ও মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার শ্বেতকুসুম কি সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে! বাগানের মধ্যস্থলে একটী বিলাতী ঝাউগাছ কেমন সূক্ষ্ম চূড়া তুলিয়া যেন পাহারা দিতেছে। চারি দিকে মৌমাছি সকল ফুলের মধু আহরণে নিযুক্ত রহিয়াছে। অপরাহ্নে উদ্যানের অতি সুন্দর শোভা হইয়াছে—গাছগুলি সব যেন হাসিতেছে। কিশোরী, বিনয় ও অন্যান্য বালকগণের যত্নে গাছগুলির একটুও হানি হইতে পায় না। তাহারা সকলেই প্রিয়তম ঠাকুরদাদার সঙ্গে প্রত্যহ উদ্যানে আসিয়া গাছগুলিতে জল দেওয়া, গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, ঘাস তোলা প্রভৃতি নানাবিধ প্রকারে বাগানটীর যত্ন করে ও গাছগুলিকে যেন আপনাদের ভ্রাতার মত স্নেহ করে। এরূপ করাতে তাহাদের আরও একটী উপকার হয়। সমস্ত দিবসের লেখাপড়ার পর এইরূপ শারীরিক শ্রম করাতে আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতে তাহাদের শরীর সুস্থ ও সবল থাকে ও রাত্রিতে আবার পাঠাভ্যাস করিতে বিশেষ ইচ্ছা জন্মে ও তৎপরে অতি সুনিদ্রা হইয়া আহারীয় সামগ্রী সকল উত্তমরূপে পরিপাক হয়। এই সকল উপকার পায় বলিয়া এক দিনও তাহারা বিকালে স্বকার্য্য বিস্মৃত হয় না।

আজিকার বাগানের কার্য্য শেষ হইলে নবীন বাবু সকলকে চারি দিকে লইয়া সুন্দর সবুজ মখমলের ন্যায় ঘাসের উপর বসিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়! আমরা যে বোধোদয়ে পড়িয়াছি 'পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ,' আমার তাহাতে একটু কথা আছে। আমি বলি পদার্থ দুই প্রকার বলিলেই ঠিক হইত। আমার বোধ হয় যাহাদিগকে উদ্ভিদ্ বলা হইয়াছে, তাহারাও চেতন পদার্থ। নয় কি?"

মন্মথঃ—তা কিরূপে হইবে? বৃক্ষদের ত চেতনা নাই, তাহারা ত ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পারে না, তাহারা কথা কহিতেও পারে না। তাহাদের যেখানে পুঁতিয়া দেওয়া যায় সেখানেই থাকে।

অমূল্যঃ—তবে ত মাছেরাও চেতন পদার্থ নয়। তাহারাও ইচ্ছামত যথা তথা যাইতে পারে না, কথা কহিতে পারে না, একটী পুকুরেই চিরকাল থাকে? তা ত নয়। আমারও বিবেচনায় বৃক্ষ সকল চেতন পদার্থ, মৎস্য যদি চেতন হয় তবে বৃক্ষ লতাদিরাও চেতন নিশ্চিত। কিশোরীরও এই মত ছিল। মন্মথ ও বিনয় বলিল "তা কেন হইবে? মাছেরা ত সেই জলাশয়ের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে, মাছেদের ডিম ও ছানা হয়, তাহারা ডাকিতেও পারে। মাছ ও বৃক্ষ লতার তুলনা হয় না।" নলিন বালক, কোন পক্ষে না যোগ দিয়া ঠাকুরদাদার মুখেরদিকে চাহিয়া রহিল, তখন কিশোরী বলিল "সেরূপ ত বৃক্ষদের ও শিকড় আছে—ঐ শিকড় মাটীর চারি দিকে ছড়াইয়া যে দিকে ইচ্ছা যাইতে পারে, আমি দেখিয়াছি হরিমোহন দের বাটীর সম্মুখের অশ্বত্থ গাছের শিকড় অনেক দূর অবধি গিয়াছে। আর আমি বলিতে পারি লতাদের জ্ঞান আছে, কেন না, আমাদের বাড়ীতে একটী লাউ গাছ আছে তাহার আঁকড়াগুলি সব এক একটী কঞ্চিতে জড়াইয়া থাকে।

আমি এক দিন একটা আঁকড়ার সম্মুখ হইতে সমস্ত কঞ্চি সরাইয়া এদিকে বাঁধিয়াছিলাম। তার পর দিন দেখি সে আঁকড়টা মুখ ফিরাইয়া সেই পশ্চাৎ দিকে আসিয়াছে ও একটা কঞ্চিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে; সেই অবধি আমি যে কি আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আর সেই অবধি আমার বোধ হইয়াছে পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই বুদ্ধি দেন নাই, লতাগুলিকে পর্য্যন্ত শিখাইয়াছেন।"

এবারে আর মন্মথ ■ বিনয় কোন কথা বলিতে না পারায় সন্দেহ মিটাইবার আশায় ঠাকুরদাদার মুখের দিকে তাকাইলেন। কিশোরীর এত অল্প বয়সে এরূপ খোঁজ করিবার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ভক্তি দেখিয়া তাঁহার মন গলিয়া গিয়াছিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল। তিনি কিশোরীর মুখ চুম্বন করিয়া সকলকে আদর করিয়া বলিলেন :—"জ্ঞানী হইবার এইই উপায়। পুস্তকে যে কিছু লেখা থাকে তাহাই সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা ও বিবেচনা করিয়া পরে কি সত্য তাহা স্থির করিতে হয়, ইহাই নিয়ম ও তদ্রূপ করিলেই জ্ঞান বস্তু লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইতে ও যশোলাভ করিতে পারা যায়।

কতকগুলি বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় এমন গুণ গুলিকে জাতি বিভাগ করিবার জন্য লইতে হয় যাহার একটী ■ ভিন্ন জাতিতে পাওয়া যায় না। স্বর্ণ ■ রৌপ্য বিভিন্ন জাতীয় ধাতু, কেন না এই উভয়ের বর্ণ, শব্দ, ভার প্রভৃতি অনেকগুলি গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সেইরূপ চেতন ও অচেতনে এত প্রভেদ কখন একটী অন্যটীতে ভুল হয় না, কিন্তু এই যে গোলযোগ তোমরা বাহির করিয়াছ এটী বড় সহজ নহে। কেন না কোন কোন জন্তু এমনি নিশ্চল ■ জড়বৎ যে তাহাদিগকে চেতন বলা যায় না, বৃক্ষ লতাদি এমনি সতেজ ও জীবিত যে সহসা তাহাদিগকে চেতন বলিয়া বোধ হয়। মনে কর পুরুভুজ নামক বৃক্ষের একটী অঙ্গ ছেদন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন অংশ আবার একটী নূতন বৃক্ষ হইয়া উঠে; তোমরা এতক্ষণ লতার বুদ্ধি প্রভৃতির কথা বলিতেছ ■ সকল দেখিলে হঠাৎ প্রাণী বোধ হয়। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা এ পর্য্যন্ত চেতন অচেতন ■ উদ্ভিদের একটী সীমা রেখা দেখাইতে পারেন নাই। তবে যে গুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট দেখা যায় তাহাদিগকেই জাতি বিভাগ করিয়া ছোট ছোট বালকদিগকে বুঝান বোধোদয়ের উদ্দেশ্য। নতুবা জন্তুদের যাহা যাহা আছে বৃক্ষলতাদিরও প্রায় তাহা সমস্ত আছে। জন্তুরা অনেকেই মুখ দ্বারা আহার করে, নানা প্রকার পুষ্টিকর সামগ্রী মুখদিয়া শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে, পিপাসার সময়ে জল পান করে, মুখই জীবের প্রধান সহায়। ঐ সকল সামগ্রী পেটের মধ্যে গিয়া ক্রমে ক্রমে হজম হইতে থাকে; এইরূপে পরিপাক হইয়া সার অংশটুকু শরীরের পুষ্টি করিবার জন্য রক্ত হইয়া যায়, অসার ভাগগুলি মল মূত্রাদি ও ঘর্ম্মাদি আকারে বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদ্‌দিগেরও এইরূপ আহার-শক্তি আছে। তাহারাও শিকড় দিয়া আহার করে। শিকড়গুলির ভিতরে সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া আহারীয় সামগ্রী সকল মৃত্তিকা হইতে টানিয়া লয় ও তদ্দ্বারাই জীবন ধারণ করে। কাটিয়া ফেলিলেই গাছ মরিয়া যায়,—যেমন আহার না পাইলে আমরা বাঁচি না। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষ সকল যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে কোথাও যায় না, নড়ে না, তাহার কারণ, তাহাদের আবশ্যক নাই, তাহারা এক স্থানেই চিরকাল আহারীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয় ও তথায় থাকে। কিন্তু একস্থানে চিরকাল থাকে বলিয়াই ■ তাহারা 'চেতন' এই দলের বাহিরে তাহা বলা যায় না, যেমন

না প্রাণীদের মধ্যেও এমন অনেক আছে যাহারা কখন এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না।

আবার দেখ, আমরা যেমন শ্বাস প্রশ্বাস ফেলি, বিশুদ্ধ বায়ু নাসিকাদ্বারা টানিয়া লই [illegible] দূষিত বায়ু ফেলিয়া দিই, বৃক্ষেরাও তদ্রূপ করে, ইহাদেরও শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে। আমাদের একটী নাসিকা,—ইহাদের নাসিকা অনেক। প্রত্যেক পত্রই এক একটী নাসিকা। আমরা বায়ু হইতে 'অম্লজান' নামে এক প্রকার আবশ্যকীয় পদার্থ টানিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশটী দূষিত করিয়া ছাড়িয়া বায়ুতে দিই। বৃক্ষের সবুজ পত্রেরা রবিকিরণের সাহায্যে সেই দূষিত বায়ুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ দূষিত পদার্থের মধ্য হইতে "কার্বন" অর্থাৎ অঙ্গার ভাগ নিজেরা গ্রহণ করে ও অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। এই অঙ্গার তাহাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয় পদার্থ। সুতরাং দেখিলে বৃক্ষ সকল আমাদের ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও সম্পন্ন করিয়া থাকে, তবে আমরা অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করি—অঙ্গার ছাড়িয়া দিই, ইহারা ঠিক তাহার বিপরীত করে—অঙ্গার গ্রহণ করিয়া অম্লজান ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে জন্য ভিন্ন জাতি বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে না, কেননা অনেক প্রাণীও সেরূপ যাহার যে বস্তু আবশ্যক, বায়ু হইতে গ্রহণ করে—সকলে সমান লয় না।

তারপর দেখ, আমাদের শরীর চারি প্রকার সামগ্রীতে প্রধানতঃ গঠিত:—অস্থি, মাংস, ত্বক (অর্থাৎ ছাল) [illegible] রক্ত। অস্থি দেহের মূলাধার, মাংস রক্তপরিচালনের [illegible] অন্যান্য উপকারের জন্য, ত্বক্ সেই সকলকে আবরণ করিয়া রক্ষা করে, ও [illegible] সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া জীবন বজায় রাখে। বৃক্ষদের ও এ সমস্ত আছে। উপরেই যেটী দেখা যায় সেটী ত্বক বা ছাল, ইহার দ্বারা বৃক্ষের ভিতরস্থ আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি নষ্ট হইতে পায় না, তাহার নীচেই কোমল [illegible] প্রকার বস্তু তাহাকে বৃক্ষের মাংস বলা যায়। ইহারই ভিতর দিয়া পুষ্টিকর পদার্থ সকল বৃক্ষের সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। গাছের রস আছে জান?—তাহাই উহাদের রক্তের কার্য্য করে। ইহা মিথ্যা কথা নহে; বাস্তবিকই পৃথিবী হইতে সকল দরকারী বস্তু আহার করিয়া এই রসটীই বৃক্ষের শিকড়ের উপরে পাঠাইয়া দেয় [illegible] ইহাই বৃক্ষের বাঁচিবার এক মাত্র কারণ। গাছেদের আমাদের মত অস্থি আছে তাহা বোধ হয় সকলেই জান, তাহাদের সারভাগ যেটী, যাহা শুকাইয়া কঠিন হয় [illegible] স্থায়ী হয়, সেই কাষ্ঠের সারাংশটাই বৃক্ষের হাড়। কোন বৃক্ষের পাতা অনেক দিন জলে পড়িয়া থাকিলে পরে [illegible] হইলে দেখা যায়, মাংস ও ত্বক্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল সরু সরু কঠিন কতকগুলি শিরা আছে, সে গুলি পত্রের হাড়, সেইরূপ সকল বৃক্ষেরই অস্থি আছে। সুতরাং দেখা গেল বৃক্ষের রক্ত মাংস, ত্বক্ ও অস্থি আমাদের ন্যায় সমস্তই আছে।

তবে আমাদের ন্যায় ইহাদের সকল ইন্দ্রিয় নাই। ইহারা দেখিতে পায় না, শুনিতে পায় না আস্বাদন পায় না, ঘ্রাণ পায় না, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় ইহাদের আছে। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিবামাত্র অমনি সঙ্কুচিত হয়। আবার আমেরিকায় এক প্রকার মাংসাশী বৃক্ষ আছে, তাহাদের পাতায় মাছি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী বসিলে অমনি পাতা কুঁকড়াইয়া গিয়া জন্তুটীকে ধরিয়া ফেলে ও ক্ষণেক পরে একেবারে খাইয়া ফেলে। উদ্ভিদেরা জন্তুদের মত কথা কহিতে বা ডাকিতে পারে না। আর ইহাদের ডিম [illegible] ছানা হয় না সত্য, কিন্তু ইহাদেরও দল বাড়াইবার প্রণালী অতি চমৎকার। আজি আর সময় নাই। রাত্রি হইয়াছে। চল বাড়ী যাই,—আর এক দিন বলিব। কিন্তু এ কথাটি যেন চিরকাল স্মরণ থাকে যে নিজেরা চেষ্টা করিয়া যাহা শিক্ষা করিবে, আপ-

নাবা পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিবে, তদপেক্ষা আর মূল্যবান জ্ঞান নাই। সর্ব্বদা চিন্তা করিবে, মন দিয়া চতুর্দ্দিকের পদার্থ সকলের গুণাগুণ ও কার্য্যপ্রণালী বেশ করিয়া দেখিবে, তাহা হইলেই শীঘ্র নানা মহামূল্য জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবে। বিশ্বপতির সৃষ্ট এই জগতের প্রত্যেক বস্তুই অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একটী তৃণকেও অগ্রাহ্য করিবে না। একটী সামান্য তৃণের মধ্যে যে তাঁহার কত বুদ্ধি, কত জ্ঞান, কত দয়া প্রকাশিত আছে তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি মহান্, তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাকে ভক্তি করিবে।

সকলে পরমেশ্বরের কার্য্যে আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সে দিন গৃহে গমন করিলেন।

পেঁচো চোরা কি ?

সর্ব মঙ্গলা আমার দু বৎসরের ছোট। তাহার সহিত আমার বড় ভাব। সে আমার প্রতিবেশীর কন্যা; গ্রাম সম্পর্কে ভগিনী হইত। আমাদের বাড়ীর পাশেই তাহাদের বাড়ী; সেই জন্য দুজনে এক সঙ্গে রাত্রি দিন থাকিতাম, এক সঙ্গে বেড়াইতাম, একত্রে লেখা পড়া করিতাম; শয়ন ■ ভোজন অনেক দিন এক সঙ্গেই চলিত। সে আমাকে বড় ভাল বাসিত, এক দণ্ড না দেখিলে স্থির থাকিতে পারিত না—আমার মনও ঠিক সেইরূপ হইত। ছেলেবেলা দুই জনে বড় আমোদে কাটাইয়াছিলাম। এখন আমি বা কোথায় আর মঙ্গলাই বা কোথায়! আমি এখন বিদেশে চাকুরী করি, মঙ্গলা শ্বশুর বাড়ীতে থাকে, কদাচিৎ পিত্রালয়ে আসে আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। ছেলেবেলার ভালবাসার পরিণামটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।

পূজার ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়াছি। বাড়ী এসে পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মঙ্গলা আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, তাহার একটী ছেলে হইয়াছে,—আজ ছয় দিন। শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার আদরের সেই মঙ্গলার পুত্র, মনটা একেবারে গলে গেল—দেখিবার বড় ইচ্ছা হ'ল। আহারাদির পর তাহাদের বাড়ীতে গেলাম, গিয়া বলিলাম "খুড়ীমা—(মঙ্গলার মাকে খুড়ীমা বলিয়া ডাকিতাম) [illegible] করি, আমি বাটী এসেছি, মঙ্গলার ছেলে হয়েছে; তা—আমাকে দেখাও।" খুড়িমা তাড়াতাড়ি বাহিরে এলেন; "এস বাবা এস" বলে কত আদর করিতে লাগলেন। সাত রাজার ধন এক মানিক পেলেও লোকের অত আনন্দ হয় না। আমার মনটা বড় ভিজিয়া গেল, সহরে থাকি, সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সত্য, কিন্তু এমন মিষ্ট করে মিষ্ট ভাষায় কেহ ডাকে না। তিনি আমাকে কোথায় রাখ্বেন, কোথায় বসাবেন তাহার স্থান খুঁজিয়া পান্ না। তার পর মঙ্গলা যেখানে ছেলে কোলে করে বসে আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সে যায়গাটা দেখে আমার প্রাণটা চম্‌কে উঠ্‌ল। আমি মনে কর্‌লাম "একি সর্ব্বনাশ! এত আদরের ধন, হৃদয়ের আশা ছেলেটীকে এমন স্থানে রাখা হয়েছে!" দেখ্‌লাম ঘরটী অতি ক্ষুদ্র, একটী ছোট দুয়ার, কেবল একটী মানুষ কোন রূপে যেতে আস্‌তে পারে আর কোন স্থানে ফাঁক নাই। সেই আতুড় ঘর দেখেইত আমার চক্ষুস্থির—একটু খানি সেখানে থাকাতেই প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। মঙ্গলা ছেলে কোলে করে কুঁড়ে খানিকে আলো করে রেখেছে। সেইত ঘরের শ্রী, আবার তাহার এক পাশে একটা আগুণের কুণ্ড, তাতিয়া ধোঁয়া উঠ্‌ছে, কতগুলা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পড়ে রয়েছে, তার গন্ধে ভূত পালায়। আবার ঘরের মেজেটা জলে জবজবে হয়েছে। ছেলে দেখে মনটা সুখী হয়েছিল, কিন্তু তাকে যে যায়গায় রাখা হয়েছে তা দেখে বড় কষ্ট হ'ল, প্রাণটা যেন ফেটে যেতে লাগ্‌লো। বাহিরে এসে ব'ল্‌লাম "খুড়িমা! অমন চাঁদপানা ছেলেটীকে অমন যায়গায় রেখেছো কেমন করে? আর তোমার সেই মঙ্গলাত, যে নরম দুধে-ধোয়া বিছানা না হলে শুতে পারে না, যাকে কত আদর করে চুল বেঁধে দিতে, পরিষ্কার রাখ্‌তে, যার কাপড় একটু ময়লা হলে [illegible] বক্‌তে, তাকে ঐ নরককুণ্ডে রেখেছ কি করে?" তিনি বল্‌লেন "তা বাছা কি কর্‌ব বলো, নটা দিন বৈত নয়, তার ছদিন কেটে গেল, দেশের আচার এইরূপ।" আমি ব'ল্‌লাম "যে ভাবে ওদের রেখেছ, তাতে ছেলের একটা ব্যামো না হলে বাঁচি।" এ সকল দেখে সুখী হলাম না—বাড়ী চলে এলাম।

ছদিনে মেটাকড়া। ১২টী বামুনের পায়ের ধূলা চাই; আজ বিধাতা পুরুষ ছেলের কপালে লিখ্‌

বেন—তারও উদ্যোগ করা হয়েছে। বেলা অল্পই আছে, তখন বিধাতা পুরুষের লিখিবার সময় হয় নাই। এমন সময়ে মঙ্গলার গলা শুন্‌লাম—সে একেবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছে। বাড়ীর মেয়েরা 'কি হলো কি হলো' বলে সেই দিকে ছুটে গেল। আমি তখন একখানি খবরের কাগজ পড়্‌ছিলাম; কিন্তু কান্নার স্বরটা শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড় করে উঠ্‌ল। বাহিরে এসে শুন্‌লাম মঙ্গলার ছেলেকে পেঁচো চোরায় পেয়েছে। ভাব্‌লাম "এ আবার কি; এই কতক্ষণ বেশ ছেলে দেখে এলাম, এর মধ্যে চোর এল কোথা হ'তে। যাই দেখ্‌তে হলো" বলে দৌড়াদৌড়ি গিয়ে দেখি আঁতুড় দুয়ারে আর লোক ধরে না সকলে ঠেলাঠেলি কর্‌ছে, সকলেই তাহার ভিতরে যেতে ইচ্ছুক; কিন্তু ভিতরেও তিলমাত্র স্থান নাই। আমি কি হয়েছে কি হয়েছে বলে সেখানে গিয়া উঠ্‌লাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক আমার দেখে লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে তফাতে গেল, আর কতকগুলিকে ধমক দিয়া তফাৎ করে দিলাম—একেবারে আঁতুড় ঘরে ঢুকে পড়্‌লাম, গিয়ে দেখি সেই সোণার চাঁদ এখন কালি হয়েছে, হাত পা খিচুনি ধরেছে, দুধ খায় না, মায়ের স্তন মুখে করে না, আগে যে দুধ খেয়ে ছিল তাহা দই হয়ে বেরিয়ে পড়্‌ছে, চো'ক মেলে চায় না। আমিত তাড়াতাড়ি ছেলেকে কোলে করে বাহিরে আনিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলাও বাহিরে এলো। তাদিগকে সঙ্গে করে এক খানি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লাম। আমি একটু ডাক্তারী জান্‌তাম, অবস্থা বুঝে একটু ঔষধ খাইয়ে দিলাম—ঔষধ আমার বাটীতে ছিল। বাহিরে ভাল বাতাস পেয়ে এবং সময় মত ঠিক ঔষধ পেটে পড়াতে ছেলেটীর হাত পা খিচুনি কমে এলো—ক্রমে চোক মেলে চাইলে। মানা করে দিলাম আর যেন কেউ সে ঘরে না আসে—ওরূপ জটলা না করে। মঙ্গলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেল। বিধাতা পুরুষ কপালে না লিখ্‌তেই একটী কাণ্ড ঘটে গেল। রোগের প্রভাব কমে এলো দেখে যেমন যেমন ঔষধ খাওয়াতে হবে তা বলে দিলাম—আরও বল্‌লাম যে, যেন আঁতুড় ঘরে আর না নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে ছেলে আর বাঁচবে না।—যখন বাড়ী এলাম তখন রাত তিনটা বেজেছে।—তার পর দিন সকালে অনেক লোকের নিকট লাঞ্ছনা পেতে হয়েছিল। কেউ বলে খ্রীষ্টান হয়েছে, কেউ বলে ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গিয়েছে; সব সাহেবী চাল চলন শিখেছে। কিন্তু আমার অপরাধ কি তাত আমি জানি না! *

এখন কথা হ'চ্চে পেঁচো চোরা কে? সে কোথা থাকে? পেঁচো চোরা একটা মানুষ নহে, সে ভূত প্রেতও নহে, তার হাত পাও নাই; কিন্তু তার ক্ষমতা বড়! আমরা যে রকম করে আঁতুড় ঘর বাঁধি, তাতেইত পেঁচো চোরা বাধা থাকে; আমরা তাকে আদর করে এনে সেই ঘরে বাসা দিই। তা না হলে আর সেখানে সে আস্‌বে কেমন করে?

জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন; কোন রকমে যদি তাহা দূষিত হয় তা হলে পীড়া জন্মে। আঁতুড় ঘরখানি যেমন স্থানে যে প্রণালীতে বাঁধা হয় সে কথা বলিতে লজ্জা করে। ছোট ঘর ছোট একটী দুয়ার, জমি সেঁতসেতে, চারিদিক বেশ ঘেরা—তাহার চারি পাশ নানা রকম জঞ্জালে পোরা। সেই ঘরে সদ্যোজাত বালক থাকবে। ছেলেটী যেমন ভূমিষ্ঠ হবে অমনি পাড়ার লোক দলে দলে দেখ্‌তে আস্‌বে, সেই দুয়ারটীতে সকলেই সেই ঘরের বায়ু হইতে নিশ্বাস লইবে—সেই ঘরে প্রশ্বাস ফেলিবে, কাজেই ঘরের মধ্যে যে বাতাস টুকু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। আবার বাহিরের বায়ুও আসিতে পার না, কেন না দুয়ারে যে একটু থাকে, তাহা ফুরাইয়া যায়। সুতরাং বিষের মত বায়ু সেই ঘরের মধ্যে [illegible] থাকিয়া যায়। মা [illegible] ছেলে দুই জনেই তাহা নিশ্বাস টানিয়া লয়। এই বায়ুই পেঁচো চোরার একটী প্রধান চোর।

জমি সেঁতসেতে তাহাতেও বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। আবার সেই মাটীতে শুইয়া থাকাতে শরীর মধ্যে জল প্রবেশ করে; তাহাতে শ্লেষ্মা—কফ কাশি জন্মাইয়া দেয়। সুতরাং এই আর একটী চোর।

ছেলেকে শোওয়াইতে যে বিছানা দেওয়া হয় তাহা ময়লা দুর্গন্ধ যুক্ত, সেই দুর্গন্ধ রাত দিন ছেলের নাকের মধ্যে যায়। তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। সুনিদ্রা না হওয়া রোগের মূল। ইহাও চোরের মধ্যে গণ্য।

আঁতুড় ঘরের মধ্যে একটী করিয়া আগুনের কুণ্ড থাকে তাহাতে কাট দেওয়া হয় সেই জন্য, তাহাতে

হাতে খুব ধোঁয়া উঠে। সেই ধোঁয়া চোকে লেগে ছেলে কাঁদিতে থাকে—চোক দিয়ে জল পড়ে। কেঁদে কেঁদে পীড়া হবে তাহার আশ্চর্য্য কি? আবার ইহা বায়ু দূষিত করিবার একটী কারণ। এইত গেল চার চোর।

তারপর আহার—সে ব্যবস্থাও সুন্দর নহে। আমরা কচিছেলের জন্য গোটাকত ব্যবস্থা করি, তাহা আবার ঘর করে জাল দিই। আবার রাত্রির জন্য এবং পরদিন প্রাতঃকালে দুধ পাওয়া যাইবে না বলিয়া দিনে জাল দিয়ে আগে তুলিয়া রাখিয়া দিই। সেই দুধ ছেলেকে খাইতে দেওয়া হয়। ঘন দুধ পেটে সয় না, কাজেই পেটের পীড়া হয়; তার পর আবার বাসি দুধ খাওয়ান হয় বলে ছেলের অম্ল রোগ জন্মায়—তাই দুধ খেলেই ভেদ হইয়া যায়। দুধ তোলা রোগের সৃষ্টি এই রূপে হয়।

পেঁচো-চোরা এই পাঁচটী একত্রিত হইয়া হইয়াছে। এখন তোমরা এক দুই করে পাঁচটী চোর গুণে লও। চোরে লোকের কি ক্ষতি করে, ঘটীটা বাটীটা বা দুচারি খান গহনা, না হয় নগদ টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু সে প্রাণে মারে না। পেঁচোর হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই, শুধু যে কেবল ছেলেটী মরে গেল তা নয়, তার শোকে বাপ মার মনে দারুণ আঘাত লাগে, তাহার সংসারের অনুরাগ চলিয়া যায়, মন উদাস হয়ে পড়ে, শরীরের প্রতি যত্ন থাকে না, স্বাস্থ্য চলিয়া যায়, কাজেই ভগ্নদেহ ভগ্ন মন নিয়ে ঘর করিতে হয়। সে বড় কষ্টের কারণ হয়ে পড়ে। পেঁচোর হাত হতে যাতে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার উপায় করা উচিত। সখার পাঠক পাঠিকাগণ! তোমরা এখন ছোট আছ; এখন তোমাদের সে ভয় নাই বটে। কিন্তু পরে আবার তোমরাই সংসারী হবে, তখন যাতে এই দুস্তর ব্যাধির হাতে না পড় তার চেষ্টা করিবে। কেবল আতুড় ঘরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যত ছেলেকে পেঁচোয় পায় তাহা প্রায়ই আতুড় ঘরে দেখা যায়। এই কথাটী যেন বেশ মনে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলতে পারবে, সেই ভাবে চলিলে পেঁচোর হাত হইতে উদ্ধার পাবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নাই।

মাকড়সা।

(৫ম সংখ্যার পর।)

মাকড়সা খায় কি? এ কথার উত্তর আমি তত সহজে দিতে পারিতেছি না। আমি এ পর্য্যন্ত এমন কিছু দেখি নাই যাহা পাইলে সে খুসী না হয়। জালে যাহাই পড়ুক না, নড়িলে চড়িলেই হইল; কি পড়িয়াছে কে খোঁজ লয়? মশা মাছির তো কথাই নাই, ক্ষুধার সময় স্বজাতীয় দুই একটী হইলেও চলে। কেহ কেহ ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খান।

সকলের বড় যে মাকড়সা তাহার নাম 'টরাণ্টুলা।' এই জাতীয় মাকড়সাই নাকি পাখী ধরিয়া খায়। এক সাহেব একবার তিনটী টরাণ্টুলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটীকেই এক খাঁচায় (খাঁচায় থাকিবার যোগ্য ও বটে, এক একটা যে বড়!) রাখা হইল। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তাহরা কিছুই খাইল না। তার পর কয়েক খণ্ড মাংস চাটিয়া যেন তাহাদের ক্ষুধা বাড়িয়া গেল। তখন একটা আর দুইটাকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিল। শেষটী আনিয়া সাহেব বিলাতের প্রাণীশালায় উপহার দিলেন। সেখানে তাহাকে ছোট ছোট ইঁদুর খাইতে দেওয়া হইত। প্রথম প্রথম ইঁদুরটীর কিছুই ফেলা হইত না, শেষটা যেন টরাণ্টুলা মহাশয় বুঝিতে পারিলেন যে ইঁদুরের অভাব হইবে না। তখন থেকে কেবল মাথাটী খাইতে লাগিলেন।*

গায়ের কাপড় ময়লা হইলে আমরা ধোপার নিকট দিই। মাকড়সার ধোপা নাই, কিন্তু সেও একটা খোলস পুরাণ হইলে সেটাকে বদলাইয়া ফেলে। তোমরা অনেক সময় দেখিয়াছ মরা মাকড়সাটী হাত পা কোঁকড়াইয়া জালে ঝুলিতেছে,—বাস্তবিক হয়তো সেটা মাকড়সার খোলস মাত্র। এক একটী খোলস এত পরিপাটী যে চিনিবার যো নাই। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমগুলি পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

মাকড়সার বড় বুদ্ধি। একটী বাড়ীর বারাণ্ডায় একটা মাকড়সা জাল পাতিয়াছিল। বাতাস

* পরের পৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইহারই। [illegible] বড় মাকড়.. দেখিয়াছ কি? বোন কোনটা এর চাইতেও [illegible] হয়।

আসিলেই জালের নীচের দিকটা উঠিয়া আসিত; বেচারা বড় জ্বালা-তন হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানা ছোট লাঠি টানাটানি করিয়া লইয়া আসিল। বাতাস আসিবার সময় সেই লাঠিখানা জালে ঝুলাইয়া দিত, তাহাতে নঙ্গরের কাজ হইত।

মাকড়সার জালে বড় পোকা পড়িলে দড়ি কাটিয়া তাহার যাইবার সহায়তা করে।

এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহারা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঘর বাঁধে। ভিতরে সাটিনের মত মসৃণ। দেখিতে কাবুলী মেওয়া ওয়ালাদের টুপীর মত ক্রমে সরু হইয়া গিয়াছে। একটী দরজাও আছে। দরজাটী মুখে এমন সুন্দর ভাবে লাগে যে ভিতর হইতে ঠেলিয়া না দিলে খোলা যায় না। দরজার গায় ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহাতে নখ দিয়া ভিতর হইতে ধরিয়া রাখে। দরজার বাহিরের দিকে মাটী মাখাইয়া এমন করিয়া রাখে যে সহসা চেনা যায় না।

মাকড়সার প্রস্তাব আমরা শেষ করিলাম। ভরসা করি তোমরা আর মাকড়সা দেখিলেই মারিতে যাইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমরা গতবারে যে চিত্রের পুরস্কার দিব বলিয়াছিলাম, সেই সম্বন্ধীয় সমস্ত চিত্র আগামী ১০ই আগষ্টের পূর্ব্বে এখানে পৌঁছান আবশ্যক বিশেষ প্রয়োজন হইলে আর ৪ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাইতে পারে। কার্য্যাধ্যক্ষ।

[স্থানাভাব বশতঃ এবারেও ধাঁধা দেওয়া গেল না।]

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

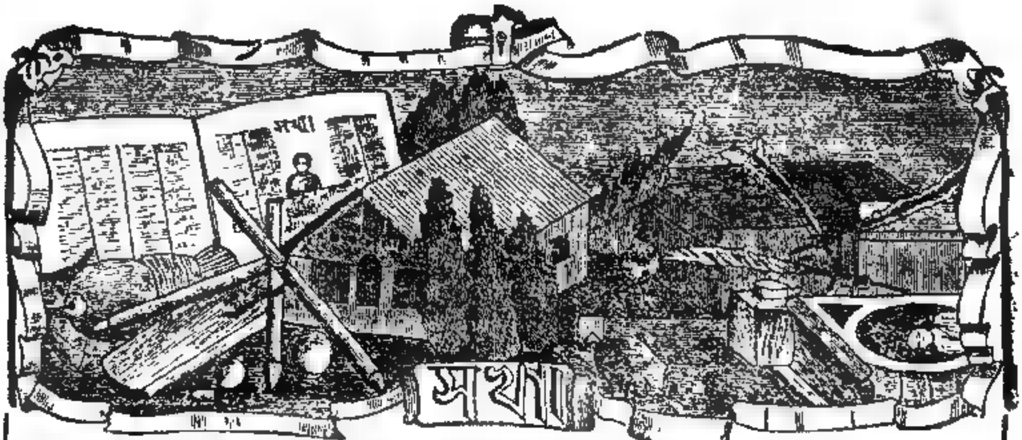

প্রথম ভাগ। সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩। ৯ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

১০ম অধ্যায়।

যখন ভীমেন্দ্রের চেতনা হইল, তখন সে দেখিতে পাইল এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে সে রহিয়াছে। সম্মুখে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া পাখা দ্বারা বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়? এ কোন স্থান?" বৃদ্ধা উত্তর করিল "বলিতে নিষেধ আছে।" ভীমেন্দ্র পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল—"ভাল, আমাকে এখানে কে আনিয়াছে এবং কেনই বা আনিয়াছে?" দাসী উত্তর করিল "বোধ হয় ডাকাতেরা তোমাকে তাহাদের চাকর করিয়া রাখিবে বলিয়া লইয়া আসিয়াছে।"—ভীমেন্দ্রের মনে রাগ, ঘৃণা, দুঃখ [redacted] সঙ্গে উদয় হইল। সে বলিয়া উঠিল "কি? আমি যদি চাকরী না করি?"—বুড়ী চেঁচাইতে বারণ করিয়া বলিল "তাহারা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। আর যদি পলাইয়া পুলীশে খবর দিতে যাও, তা হলেও রক্ষা নাই। রঘো ডাকাতের নামে দেশশুদ্ধ কেঁপে যায়, তোমার কি সাহস যে পলাইয়া বাঁচিবে।"—ভীমেন্দ্র এই কথা শুনিয়া ভয় পাইল—আর তাহার কোন কথা বলিতে সাহস হইল না। যৎকালে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময় ডাকাতের সর্দ্দার রঘুরাম সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দিনের বেলায় ভীমেন্দ্র রঘুরামকে দেখিয়া লইল—তাহার প্রকাণ্ড শরীর লৌহ নির্ম্মিত বলিলেও হয়—হাত পা গুলি গাছের মত—কপাল বিলক্ষণ চওড়া। দস্যু আসিয়াই দাসীর দিকে চোখ লাল করিয়া তাকাইল, এবং বলিল "যার তার সঙ্গে তোর কি কথা বার্ত্তা হয়?" অনন্তর ভীমেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "রঘো ডাকাতের বাড়ীতে বসেই রঘো ডাকাতের বিপক্ষে পরামর্শ কর্‌ছো?" ভীমেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। দস্যু আবার বলিল "আজ থাক; কাল্‌কে তোমাকে যা কর্ত্তে হয় কর্‌বো।"—এই বলিয়া দস্যু সেখান হইতে চলিয়া গেল। ভীমেন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কি পলাইবার কোন উপায় নাই? তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় বলে দাও। আমার আর এক দণ্ডও এখানে থাকিতে ভয় হইতেছে।" দাসী উত্তর করিল "কেন বাছা, আবার ঐ কথা বলিয়া বিপদে

পড়িবে? আর আমাকেও বিপদে ফেলিবে? এখান থেকে পলাবার যদি কোনও উপায় থাকিত তাহা হইলে কি আমি এই বুড়ো বয়সে এদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে থাকি?" ভীমেন্দ্র এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, ভাবিল যে কোন উপায়ে পারি পলায়ন করিতে হইবে। এই রকমের নানা ভাবনায় ভীমেন্দ্র সে দিন কাটাইল—মাথার ঘা শুকাইয়া উঠিয়াছে। পর দিন ভীমেন্দ্র আপনার ঘর হইতে বাহিরে একটু বেড়াইতে আসিল—চারিদিকে লোক জন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এক স্থানে কতকগুলি লোক বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, এবং মধ্যে মধ্যে 'হাহা' করিয়া হাস্যের শব্দে গৃহটীকে মাতাইয়া তুলিতেছে, এক স্থানে কতকগুলি লোক অস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে—তন্মধ্যে এক জন ভীমেন্দ্রকে দেখিয়া হাসিল; বলিল "আমিও তোমার মত এক সময় ছিলাম কিন্তু রঘো ডাকাতের দলে পড়ে এখন আমি ডাকাত হইয়াছি। তুমিও থাক তোমার শরীরটা বেশ দেখ্‌চি—তুমি কালে খুব একজন ভাল ডাকাত হ'তে পারবে।"—ভীমেন্দ্র ঘৃণায় কোনও কথা না বলিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়া শুনিল যে স্থানে ভীমেন্দ্র রহিয়াছে, তাহা রঘুরামেরই জমীদারী। সমস্ত লোক তাহার অধীন—সুতরাং রঘো ডাকাতের পুলীশের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা নাই।—এমন কি এরূপ গুজব শোনা যায় যে রঘো একবার ৫ জন পাহারাওলার হাতে পড়ে;—রঘো একা তাহাদিগকে আধমরা করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে মিশাইয়া লয়। রঘুর বিরুদ্ধে কে কি বলিবে? দুই তিন দিন গেল—ভীমেন্দ্র পলাইবার পথ পায় না। রঘুও ভীমেন্দ্রকে কিছু বলে না। অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ভীমেন্দ্র নিজের ঘরে বসিয়া কি করিবে ভাবিতেছিল, এমন সময় রঘো ডাকাত সেইখানে আসিল। সে আসিয়াই ভীমেন্দ্রকে কহিল "দেখ্, আমরা একটা বড়লোকের বাড়ী লুটপাট কর্‌তে যাব; তুই আমাদের সঙ্গে থাকিস্, তা হলে কেমন করে ডাকাতি কর্‌তে হয় তা অভ্যাস হবে এখন। প্রস্তুত হ।" ভীমেন্দ্রের ভয় থাকিলে কি হয়, তাহার দ্বারা একটা অন্যায় কাজ করাইয়া লইবে, ইহাতে ভীমেন্দ্র প্রাণান্তেও রাজি হইবে না, স্থির করিয়া বলিল "ডাকাতি করাটা আমি অন্যায় মনে করি—আমি কখনও যাব না।" রঘো ঠাট্টার স্বরে বলিল "বাবু অন্যায় মনে করেন বটে—তবে আপনাকে এইখানে শোয়াইয়া রাখিয়া যাই।" এই বলিয়া জোরের সহিত ভীমেন্দ্রের মাথায় লাথি মারিল—ভীমেন্দ্র আপনার দুর্ব্বল শরীর লইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রঘো চোখ্ লাল করিয়া "আরও কিছুকাল লাগিবে," এই কথা গুলি বার বার বলিতে বলিতে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দস্যু সেখান হইতে চলিয়া যাইবা মাত্র দাসী তথায় ছুটিয়া আসিল এবং চোখে মুখে জল দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল—দাসীর দুচোখের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে ভীমেন্দ্রের চৈতন্য হইল। ভীমেন্দ্র বুঝিল কে একজন পাশে বসিয়া আছে—সে মনে করিল রঘো ডাকাত। তখন সে চোখ বন্ধ অবস্থাতেই বলিল "এমন লোক দেখি নাই—যে জোর ক'রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে চালাতে পারে। তুমি আমাকে কেটে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও আমার দ্বারা তোমার সিকিপয়সারও কাজ হবে না।" দাসী বলিল "আমি ডাকাত নই, আমি তোমার দুঃখে দুঃখী"—চক্ষু খুলিয়া ভীমেন্দ্র দেখিল দাসী কাঁদিতে কাঁদিতে পাখার বাতাস করিতেছে। ভীমেন্দ্র এই দয়া দেখিয়া চোখের [illegible] রাখিতে পারিল না। দুজনে মিলিয়া নিজের নিজের দুঃখের কথা বলিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল।

এইরূপে সেই রাত্রি কাটিয়া গেল। গ্রামবাসী কাহাকেও নিজের অবস্থার কথা বলিলে, রঘোর ভয়ে কেহই তাহার দুঃখে দুঃখ দেখায় না। ভীমেন্দ্র মরুভূমিতে রোপিত লতার ন্যায় দুঃখে শোকে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। ডাকাত সর্ব্বদা আসিয়া প্রহার করে।—তাহাদের দলে মিশিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে বলিলে ভীমেন্দ্র কেন তাহাতে রাজি হয় না? পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে এরূপ কেহ আছেন কি না জানি না, যিনি হয়ত এইরূপ অবস্থায় পড়িলে, মার খেয়ে মরা অপেক্ষা ডাকাতের দলেই মিশিয়া যাইতেন। ভীমেন্দ্র অন্যায় কার্য্য জানিয়া কেমন করিয়া তাহাতে যোগ দিবে? ভীমেন্দ্র যে কাজ করিবে না, কাহার সাধ্য তাহাকে দিয়া সে কাজ সম্পন্ন করায়? একগুঁয়ে ভীমেন্দ্রের স্বভাবই এই ছিল। সুতরাং রোজ ভীমেন্দ্রকে অসহ্য প্রহার, যাতনা সহ্য করিতে হইত। ডাকাত ভাবিল এক রত্তি ছেলে—তিন দিনের শাস্তিতেই সোজা হইয়া উঠিবে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া ডাকাত হুকুম দিয়া গেল "ছোঁড়াটাকে রোজ ১০ঘা বেত মারিও।" প্রত্যহই ভীমেন্দ্র বেত খায়, কিছুতেই রাজি হয় না। অবশেষে ভীমেন্দ্রের সমুদায় শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া উঠিল—আর ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে পারে না। তখন ভীমেন্দ্র ভাবিল জলে ডুবিয়া মরিব। ঈশ্বর জানেন ভীমেন্দ্র আর যদি সহ্য করিতে পারিত কখনও এই অন্যায় কাজের কথা ভাবিত না; ভীমেন্দ্র অনেক সহ্য করিয়াছিল, বালক আর সহ্য করিতে পারিল না। যদি পলাইয়া বাঁচিতে পারিত, তাহা হইলেও ভীমেন্দ্র আত্মহত্যা করিতে যাইত না; কি সর্ব্বনাশ! পলাইবার পথও যে বন্ধ! রঘুরামের উপদ্রবে তাহার অধীনস্থ কাহারই পলাইয়া বাঁচিবার যো ছিল না। ভীমেন্দ্র তখন যাঁহার প্রাণ তাঁহাকে দিবার জন্য এক দিন দ্বিপ্রহরের [redacted] একটী নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ধারে গিয়া দাঁড়াইল—তাহার চেহারা দেখিলেই যে সে বুঝিতে পারিত, ভীমেন্দ্র জীবনে আশা ছাড়িয়া আসিয়াছে। কিছু দূরে একটী বালক একটা গাছতলায় বসিয়া এইটী লক্ষ্য করিল। দেখিতে দেখিতে ভীমেন্দ্রের চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। ভীমেন্দ্র সহ্য করিতে না পারিয়া, নিজের দুটী পা গামছা দিয়া বাঁধিল, এবং চক্ষু বন্ধ করিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই উচ্চ তীর হইতে জলে পড়িল। ভীমেন্দ্র তুমি যে তোমার মায়ের বুকযুড়ানো ধন, তুমি যে অনেকের ভালবাসার পাত্র, সে সকলকে ফাঁকি দিয়া কোথায় যাও?—ভীমেন্দ্র,—এ কি করিলে?—যাহাদের ভালবাসিতে তাহাদের বলিয়া গেলে না?—যাহারা তোমাকে না দেখিয়া কাঁদিবে, তোমার মন তাহাদের জন্য একটু কাল বিলম্ব করিল না? কি কষ্ট! কি কষ্ট!—হা ঈশ্বর, এই কি ভীমের কপাল!—যে বালক অদূরে বৃক্ষমূলে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ একটী বালককে এইরূপে জলে পড়িতে দেখিয়া অবিলম্বে তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল—নিজের জামা খুলিয়া রাখিয়া জলে পড়িল এবং অতি কষ্টে অচেতন বালককে টানিয়া তীরে তুলিল। পরম সৌভাগ্যের বিষয় সেই সময়ে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর ছিল বলিয়া কেহই সেখানে ছিল না। নূতন আগত বালকের চেষ্টায় ভীমেন্দ্র অল্পকাল পরে চেতন পাইল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল কিন্তু যাহা দেখিল সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না—দেখিল সেই বালক আর কেহ নহে তাহার মাসতুত ভাই এবং প্রিয়তম বন্ধু বিপিন!—ভীমেন্দ্রের ইচ্ছা হইল যদি তাহার এক শত মুখ থাকিত, তাহা হইলে একেবারে তাহার সমস্ত দুঃখের কথা বলিয়া বিপিনকে জড়াইয়া ধরিত। এখন কিছুই বলিতে না পারিয়া বলিল 'বিপিন'।—বিপিনও দেখিয়া চিনিল ভীমেন্দ্রই বটে, কিন্তু সমুদায় শরীর [redacted] বিক্ষত-ইহার কারণ জানিয়া বিপিন যে [redacted] কাঁদিল

তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কিন্তু ভীমেন্দ্র নিজের অবস্থা সংক্ষেপে বলিয়া বিপিনকে অধিকক্ষণ ডাকাতদের দেশে থাকিতে নিষেধ করিল,—বলিল "আমার যা হয় হবে ; তুমি এখানে থাকলেই মারা পড়'বে। আমাকে যাতে উদ্ধার করতে পার, অন্যত্র গিয়া তাহার চেষ্টা দেখ।" বিপিন আমার পকেট হইতে একখানা চিঠির কাগজ, ও একটা টিকিট-লেফাপা [illegible] পেন্সিল দিয়া ভীমেন্দ্রকে গোপনে কলিকাতার ঠিকানায় তাহাকে চিঠি লিখিতে বলিয়া গেল।

ক্রমশঃ—

বালিকাদিগের বিশেষ পৃষ্ঠা।

লজ্জা [illegible] নম্রতা।

বিনোদিনীর বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর, লেখা পড়া অতি সামান্যই জানা আছে। বাপের এক মাত্র দুহিতা, সুতরাং বড় আদরের। বিনোর বিবাহ হইয়াছে কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আজিও পিত্রালয়েই থাকে। বাল্যাবস্থা হইতেই বিনো বড় দুরন্ত, গালাগালি ত আর কথা নাই, সকলেরই সম্বোধন "পোড়ার মুখী, লক্ষীছাড়ী, সর্ব্বনাশী" প্রভৃতি সুমধুর বচন ! অথচ কেহ কিছু বলে না, পিতার আদরের ধন। এইরূপে আদর পাইয়া বিনোর চরিত্র ভয়ানক দূষিত হইয়া গেল, [illegible] ঘোর অত্যাচারী [illegible] ভয়ানক স্বেচ্ছাপ্রিয় হইতে লাগিল। রাগ হইলে সম্মুখে ঘটী বাটী, যাহা পাইত তাহাই চূর্ণ করিয়া ফেলিত, যাকে মারিয়া গালাগালি দিয়া উৎসন্ন করিয়া দিত, ঘোর দুরন্ত হইল। তথাপি কথা নাই ! এখন বড় হইয়া অনেক দোষ সারিয়াছে বটে, কিন্তু যে ঘোর স্বেচ্ছাচারিতা একবার অভ্যাস হইয়া গেল তাহা আর গেল না। চিরকালের জন্য তাহার চরিত্রে একটী প্রবল দোষ স্থায়ী হইয়া গেল। সে এখনও যাহা ধরিবে তাহা না পাইলে কাহারও রক্ষা নাই, যাহা বলিবে তাহা না শুনিলে কাহারও শান্তি নাই। এত বয়স হইয়াছে অদ্যাপি স্থির গম্ভীর বুদ্ধি টুকু তার হইল না, কাকে কি বলিতে হয়, কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে [illegible] তাহা কিছুই জানে না। শিখাইলেও শুনিবে না। ভুলিয়াও সত্য কথা কয় না—এত মিথ্যা কথা রচনা করিয়া কহে যে তাহার সংখ্যা নাই, তাহা দেখিয়া শুনিয়া প্রাচীন লোকও অবাক হয়।

প্রিয় পাঠিকাগণ ! আমাদিগকে নিন্দুক ভাবিবেন না, আমরা বিনোকে ভালবাসি এবং তাহার চরিত্র মন্দ হওয়াতে দুঃখিত হইয়াছি কিন্তু কি করি, সত্যের খাতিরে, ও আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতে হইল। যাহা হউক এত দোষ সত্তেও বৃদ্ধারা বিনোর বড় সুখ্যাতি করেন, —বিনোর একটী গুণ আছে, সে বড়ই লজ্জাবতী। তাহার লজ্জার সুখ্যাতি দেশে বিদেশে বিখ্যাত। বিনো যখন শ্বশুরালয়ে যায় তখন তাহার মূর্ত্তি স্বতন্ত্র, তাহাকে তখন কাপড়ের পুতুল বলিলেও হয়, রাত্রিদিন বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া ২।০ হাত ঘোমটা টানিয়া ষষ্ঠি বুড়ী সাজিয়া বসিয়া থাকে। কেহ মুখ দেখিতে আসিলে বিনোর সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত। সকলকে ধস্তাধস্তী করিয়া মুখ দেখিতে হয় ! কথা ত নয়ই, কাহারও সঙ্গে না। কাহারই সম্মুখে আহার [illegible] না—ভয়ানক লজ্জা ! কাজেই দেশ বিদেশ ব্যাপিয়া বিনোর লজ্জার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সমবয়স্কারা তাহার নিন্দা [illegible] "এত বাড়াবাড়ী, মেয়ের সব মন্দ," প্রভৃতি নানাপ্রকার নিন্দা করে। কত বুঝায়, কত উপদেশ

দেয়, কে সে সব কথা শুনে? বিনোর স্বভাব যাইবার নয়।

তাহারই বাড়ীর পাশে বোসেদের কামিনী আর এক রকম মেয়ে। সে বাল্যাবধি পিতার নিকট লেখা পড়া শিখিয়াছে, ভাল ভাল স্থানে যাইয়া অনেক দেশের স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছে ও কত কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। এখন তাহার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র, কিন্তু ইহারই মধ্যে অনেক ভাল ভাল বৈ তাহার পড়া হইয়াছে। শ্বশুরালয়েই থাকে, বাড়ীর মধ্যে সে আর তাহার শাশুড়ী এই দুটী স্ত্রীলোক আর সকলেই পুরুষ। কামিনী অর্দ্ধাবৃত মুখে তাঁহাদের সকলেরই সম্মুখে আসে, সকলের কথা মুখ নীচু করিয়া শুনে ও ঘাড় নীচু করিয়াই নিম্ন-দৃষ্টিতে তাহাদের উত্তর দেয়। বিনোর মত চীৎকার করিয়া ডাকা বা উচ্চহাস্য কামিনীর মুখে কেহ কখন শুনে নাই। কেহ দূরে থাকিলে সে তাহার নিকটে গিয়া কথা বলিয়া আসে, উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে না। হাসির কথায় যখন সকলে গড়া-ইয়া যাইতেছে, কামিনী তখন স্থিরভাবে বসিয়া—মুখে অল্প অল্প হাসি। খুব দুঃখ হইলেও কাঁদে না, কেবল চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল পড়ে মাত্র। তাহার মুখে কেহ কখন গালাগালি শুনে নাই। আর সকলে যেমন সচরাচর গায়ের কাপড় খুলিয়া থাকে, কোন লোক আসিলেই তাড়াতাড়ি গায় ও মাথায় কাপড় তুলিয়া দেয়; কামিনী সেরূপ করে না, সদাই তাহার সর্ব্বাঙ্গ সলজ্জ ভাবে আবৃত. অথচ সে কুঞ্চিত ভাব নাই যাহা অন্যের দেখা যায়। কামিনী সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিবার সময়ে নিজে অধিক কথা কয় না, মেলা অনা-বশ্যক কথা কহিয়া গোল করে না। আবশ্যকমত ধীরে ধীরে ২।৪টী কথা বলে। কথা কহিবার সময়ে হাত পা নাড়িয়া সে কখন ব্যাপকতা প্রকাশ করে না। অতি মৃদুভাবে মধুরস্বরে কথা কহে, তাহার কথা শুনিলে ও তৎকালীন তাহার মুখের বিনম্রভাব দেখিলে সকলেই তাহাকে এ [illegible] বয়সে দেবী মনে করে। তাহার চক্ষে কখন চঞ্চলতা দেখা যায় না, স্থির গম্ভীর ভাব।

এতগুণ থাকিতেও বৃদ্ধারা কামিনীকে দেখিতে পারে না তাহার একটী মহৎ দোষ আছে—সে "বেহায়া"! সে অনায়াসে (নম্রভাবে) শ্বশুর প্র-ভৃতি গুরুজনের [illegible] অপরিচিত অতিথির সম্মুখেও বাহির হইয়া তাঁহাদের কথার উত্তর দেয়, তাঁহাদের পরিবেশন করে, তাঁহাদিগকে নমস্কার করে, ইত্যাদি। কত দোষ বলিব? কামিনীর অনেক দোষ।—কামিনী বৈ পড়ে! পড়িয়া আবার প্রতি-বেশিনীগণকে শুনায়। তাহার আর একটী প্রধান দোষ আছে।—সে স্বামীকে বন্ধু বলিয়া যত্ন করে! "ওমা! কলির মেয়ে" প্রভৃতি কতই দুর্ণাম যে তার, তা আর কি বলিব। যদি কেহ এ অবস্থায় পড়িয়া থাকেন [illegible] জানিবেন কামিনীর কত নিন্দা। কিন্তু তাহার দোষ কি? এ শেষোক্ত দোষটীর জন্য বিনোদিনী তাহার বড়ই নিন্দা করে।

পথে চলিবার সময় কামিনী বড় বেহায়াপনা করে;—সে এত কম ঘোমটা দেয় যে তাহার মুখের অনেকটা দেখা যায়। বিনোর মত ১ হাত ঘোম্‌টা দিয়া যায় না, তাহার মত দুহাত ঘোম্‌টার মধ্যে ফাঁক করিয়া সব দেখিতে দেখিতে যায় না। আপন মনে পথ পানে চাহিয়া স্থিরভাবে চলিয়া যায়।

পাঠিকাগণ! আমাদের কোন দোষ নাই। যেমন জানি তেমনি সত্য সত্য দুজনেরই চরিত্র বর্ণনা করিলাম। উভয়েরি সুখ্যাতি আছে, উভ-য়েরই অখ্যাতি আছে। বৃদ্ধারা [illegible] মূর্খ লোকেরা কামিনীর নিন্দা করে [illegible] বিনোদিনীর প্রশংসা করে, কিন্তু যাঁহারা বুঝেন, যাঁহারা সততা ও নম্র-তার পক্ষপাতী তাঁহারা বিনোর বড়ই নিন্দা [illegible] ও কামিনীকে দেবী জ্ঞান করেন। আমরাও তাই

মনে কবি। বৃথা বাহ্য লজ্জাতে আবশ্যক নাই। আন্তবিক নম্রতাই মানবের শোভা, এইটীব নামই প্রকৃত লজ্জা, নহিলে এ দিকে চূড়ান্ত বাচালতা, চূড়ান্ত দুবন্তপনা ■ ঘোব বেহায়াপনা কবিয়াও যদি একটু ঘোমটা টানিলেই লজ্জাশীলা হওয়া যাইত তাহা হইলে আব ভাবনা ছিল না! ভবসা করি, আমাদেব প্রত্যেক পাঠিকা কামিনীব মত লক্ষ্মী হইবেন ও বিনয় নম্রতা ■ স্থৈর্য্য দ্বাবা বিভূষিত হইয়া স্ত্রীজাতির ভূষণ স্বরূপা হইবেন।

ঠাকুরদাদার গল্প।

পরদিন যখন সকলে নিযমিত বাগানেব কার্য্য শেষ করিয়া গল্প কবিতে বসিলেন তখন নবীন বাবুই প্রথমে কথা তুলিলেন:—"আজ উদ্ভিদ জাতিব বংশবৃদ্ধির প্রণালী আমাদেব বিবেচ্য। ভাল! তোমবা কে কি জান বল ত দেখি তাব পরে আমি স্বযং বলিব। আগে মন্মথ বল।" মন্মথ তখন একটু আনন্দিত হইযা বলিল "উদ্ভিদদিগের বংশবৃদ্ধি ত কেবল বীচিতেই হয। ক্ষেত্রে বীজ বপন কবিলেই ত গাছ হয।" নবীন বাবু ঈষৎ হাসিযা জিজ্ঞাসা করিলেন "বীজ কোথা হইতে হয?"

মন্মথ—সেত মালীব ঘরেই থাকে? কিশোরী অমূল্য ■ নবীন বাবু উচ্চ হাস্য কবিযা উঠিলেন। কিশো:—তাই বুঝি শিখেছ? ওরে শিবু! (মালীর নাম শিবু) তুই বীচি কোথা হতে পাস? মালী:—কেন বাবু বীচিত সকল ফলেব ভিতর থাকে? নবী:—দেখ দেখি মন্মথ! ভাই এসব তুচ্ছ বিষয তোমরা জাননা? কি আশ্চর্য্য! ফল মাত্রেই বীজ থাকে, ■ এই বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে উহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ঐ অঙ্কুর বড় হইয়া গাছ হয়। এই রূপেই বৃক্ষ লতাদির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, বুঝিলে? এই রূপেই একটী বীজ পাইলে ক্রমে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ প্রস্তুত করা যায়।

নলিন এতক্ষণ চুপ কবিযা একবাব এদিক একবার ওদিক চাহিতেছিল এখন বলিল, "দাদা মহাশয়! কি করে গাছ থেকে ফল হয়, ফল কে দিয়া যায়? কিরূপে ফল হইতে বীজ হয ও বীজ হইতে আবাব গাছ হয? সমস্ত আমাকে বুঝাইয়া বলনা! আমাব বড় শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।" নবী:—সে যে অনেক কথা! আচ্ছা তবে মন দিয়া শুন। আব,—একটী গোলাপেব কুঁড়ি আন দেখি।"—নলিন আনিল।

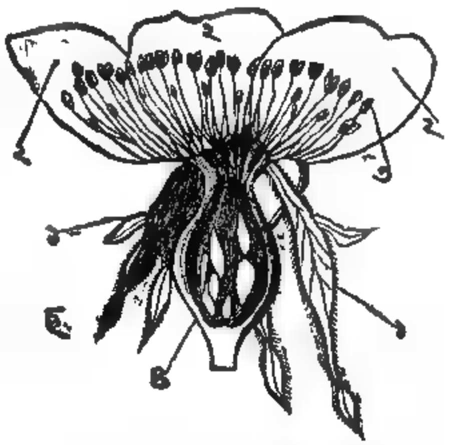

নবীনবাবু আস্তে আস্তে কুঁড়িটী ছাড়াইতে ছাড়াইতে বলিলেন, এই উপবেই পাঁচটী সবুজ বর্ণেব পাতাব মত দেখিতেছ? (সকলে "হাঁ") বেশ তাব পবে ফুলেব পাপড়ী গুলি কেমন সুন্দব ভাবে উপর্য্যুপবি লাগিযা বহিযাছে! যেন আলাদা কবা কঠিন, এই দেখ একটা ছাড়িযা গেল। ক্রমে এই সবগুলি খুলিলাম, ফুলটী এখন ফুটন্ত হইল। তার পরে দেখ কতকগুলি কি পবস্পরের সহিত জড়াইয়া বহিযাছে। (ছুবি দিযা সোজা দিকে ফুলটী চিরিয়া ফেলিলেন!) দেখ দেখ! ইহার মধ্যে আবার কিরূপ ব্যাপাব দেখ! লেবুর কোযার মত অতি কচি কচি কি সব ঠেষাঠেষি কবিযা রহিয়াছে! আচ্ছা, আর একটা বড় ফুটন্ত ফুল আন (বিনয় আনিল;—

সেটীও তেমনি চিবিলেন) ইহার ভিতবেও দেখ ঠিক সেই রকম। (১৩৪ পৃষ্ঠায় 'ছ' চিহ্নিত চিত্র দেখ!) আচ্ছা বলদেখি এ সব কি?" (সকলে—জানিনা) কিশোরী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"কি চমৎকার দাদা মহাশয়—এমন কৌশলে ফুল থাকে! ছি ছি! আমরা রোজ ফুলবাগানে কার্য্য কবিতে আসি, কিন্তু এমন যে কৌশল এই ফুলগুলির মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে তাহা জানি নাই। দেখুন দাদা মহাশয়। আপনি আমাদিগকে সব সুন্দর বস্তু দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন। এ ফুলের সব আমরা বুঝিয়া তবে ছাড়িব। কেমন?" কিশোরী বড় ভাল বালক, তাহার হৃদয় মন ফুলের কৌশল দেখিয়া একেবারে গলিয়া গিয়াছে। নবীঃ—"এখনি কি হইয়াছে? যখন সমস্ত বুঝাইয়া দিব তখন দেখিবে যে ঈশ্বরের মহিমা যথার্থই অসীম।

"এই ফুলটী তাহাহইলে ঠিক চারি অংশে নির্ম্মিত। ১ম—বাহিরের সবুজ পাতার মত অংশটী, ২য়—পুষ্পের সুবর্ণ পাপড়ী; ৩য়—এক একটী সরু কাটীর মাথায় মাকুর মত; ৪র্থ—লেবুর কোয়ার মত। যেমন এই চারিটী অংশ গোলাপে দেখিতেছ, সেইরূপ, সমস্ত পুষ্পেই আছে। যে ফুল ইচ্ছা লইয়া আইস, দেখিবে এই ৪টি অঙ্গ আছেই। তবে এক জাতীয় ফুল আছে তাহাদের হয়ত ১ম, না হয় ২য়, না হয় উভয় অঙ্গই নাই। আবার কতক গুলি ফুলের হয়ত তিন অঙ্গ নাই, কোন জাতীয়ের ৪র্থ [illegible] নাই,—যথা লাউ কুমড়া ফুল। কিন্তু সাধারণতঃ প্রায়ই দেখা যায় যে পুষ্প মাত্রেরই এই ৪ প্রকার, অন্ততঃ ৩ প্রকার অঙ্গ আছে। (সকলে "আমরা দেখিব"!) লোকে ফুলের পাপড়ী গুলিরই সৌন্দর্য্য দেখে, সুগন্ধেই মুগ্ধ হয়, ফুলের দ্বারা যে কত মহা উপকার সাধিত হয় তাহা দেখিতে পায় না, সকল ফুলেরই যে এই ৩।৪টী ভিন্ন জাতীয় অঙ্গ আছে তাহাও দেখে না।"

[illegible] আশা করি সখার পাঠকপাঠিকাগণ এখন হইতে মন দিয়া সমস্ত বস্তু নিরীক্ষণ করিবেন ও নিজ নিজ বিজ্ঞ বন্ধুদিগের নিকট হইতে এইরূপে জ্ঞান লাভ করিবেন। নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন,—"জগতে কত ফুল ফোটে কে তাহার সন্ধান লয়, কে তাহাদের উপকারিতা অন্বেষণ করে? আমরা সকলে অজ্ঞান ও স্বার্থপর। যাঁহাতে লাভ আছে তাহাই খুঁজি। তোমরা সকলেই আম্র খাইয়াছ, কিন্তু বৃক্ষ হইতে কি রূপে যে আম্র উৎপন্ন হইল, তাহার সন্ধান কি লইয়া থাক? এখনও গাছে আম নাই, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কোথা হইতে আইসে, বল দেখি? (সকলে "বোল হইতে") বোল হইতে আম্র কি রূপে কোন্ উপায়ে হয় তাহা কি দেখিয়াছ? ("না") এইবার যখন বোল হইবে তখন দেখিও; দেখিবে যে বোল আমের ফুল বৈ আর কিছুই নহে। উহা

ফুল। একটী ডালে অনেকগুলি ফুল দল বাঁধিয়া জন্মে। তাহাদের এক একটী ফুল বেশ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে তাহারও এইরূপ ৪টী স্বতন্ত্র অঙ্গ আছে (উপরের "খ" চিত্র দেখ) কিন্তু অতি ছোট। ছোট ছোট ৫টী সবুজ "বহিরাবরণ," ছোট ছোট ৫টী "পাপড়ী" ছোট ছোট ৫টী "পরাগ কেশর" (তৃতীয় অঙ্গ), ও একটী ক্ষুদ্র "গর্ভকেশর" সকলের মধ্যস্থানে রহিয়াছে। তদ্রূপ বেল, আতা, পেয়ারা, চালতা, লেবু, লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি যত ফল আছে সকলেরই [illegible] ফুল হইতে। ফুলের ১ম ও ২য় অঙ্গ দুটী না থাকিলেও হানি হয় না কেবল ৩য় [illegible] চতুর্থ [illegible] দুইটী ফলোৎপাদনের মূল; যেমন পান গাছ [illegible] ঝাউ গাছে যে ফুল হয়, তাহাদের ১ম ও ২য় অঙ্গ নাই অথচ সে ফুল হইতে ফল জন্মে। তবেই দেখা গেল যে ১ম অঙ্গটী কেবল অন্য সকলগুলিকে ঢাকিয়া রাখে, নষ্ট হইতে [illegible] না, [illegible] ২য়টী শোভাবর্দ্ধনের জন্য

যথার্থ বংশ বৃদ্ধির জন্য অপর দুইটী অঙ্গ। তাহাদের মধ্যে পারগকেশরগুলি অপেক্ষা আবার গর্ভকেশরের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ; কেন না ঐ গর্ভকেশরই পরিপক্ক হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়। পরাগকেশরের অগ্রভাগস্থ মাকুর মত থলি এক প্রকার চূর্ণ (গুঁড়া) দ্বারা পূর্ণ। সময়ে ঐ থলি ফাটিয়া যায় [illegible] চূর্ণগুলি বাহির হইয়া পড়ে। ঐ চূর্ণ গর্ভকেশরের অগ্রভাগে পড়িলেই গর্ভকেশর পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়। ইহাই ফলের আদিম অবস্থা। আমের বৌলে, লেবুর ফুলে [illegible] অন্যান্য সকল ফুলেরই একটু পরিণত অবস্থায় ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছোট সবুজ বর্ণের ফল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কড়াই শুঁটীর একটী ফুল সোজা চিরিয়া দেখিলে দেখা যায় যে এই গর্ভকেশর ক্রমে বড় হইয়া "বীজকোষ" হইয়াছে, তাহা ঠিক কড়াই শুঁটীর মত আকার পাইয়াছে, এমন কি তাহার মধ্যে ছোট ছোট

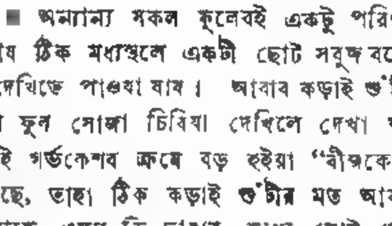

শুঁটীর দানাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায় (উপরে "ঘ" চিহ্নিত চিত্র দেখ)। ইহার পর ফুলের পাপড়ী ও অন্যান্য অঙ্গগুলি ক্রমে শুকাইয়া যায়, কেবল এই পক্ক গর্ভকেশর অর্থাৎ "বীজকোষ" ক্রমে ক্রমে পরিণত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অবশেষে কিছুকাল পরে ইহাই ফল হইয়া দাঁড়ায়, ভিতরের শুঁটীগুলি তখন বেশ বড় বড় হইয়া উঠে, তখন উহাকে চিরিলে ঠিক উপরের "ঙ" চিহ্নিত ছবির মত দেখায়। সুতরাং দেখ কেমন আশ্চর্য্য

কৌশল ও সুন্দর নিয়মে "গ" চিহ্নিত কড়াই এর ফুলটী হইতে কেমন ফলটী উৎপন্ন হইল। এইরূপে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ফলই ফুল হইতে সৃষ্ট হয়, ফুল না হইলে ফল জন্মিতে পারে না।"

কিশোঃ—"তবে ডুমুরের ত ফুল হয় না?"—

নবীঃ—কে বলিল ডুমুরের ফুল [illegible] না? অবোধ স্ত্রীলোকেরা ও মূর্খ লোকেরাই ডুমুরের বড় বড় ও স্পষ্ট ফুল না দেখিয়া ঐরূপ কহে। কিন্তু বাস্তবিক ডুমুরের অসংখ্য ফুল হয়। বুঝাইয়া দি শুন। গাছে যে ফুল ধরে তাহা নানারূপে অবস্থিত হয়। গোলাপ, মল্লিকা, জবা প্রভৃতি বৃক্ষে একটী বৃন্তে (বোঁটায়) একটীর অধিক ফুল হয় না। অনেক বৃক্ষেই কিন্তু ফুল সকল গুচ্ছ বাঁধিয়া এক বোঁটায় অনেক ফুল ধরে, যেমন আম, জাম, নারিকেল, তাল, গুপারি, কলা প্রভৃতি। একটী বৃন্তে অনেক ফুল গোছা বাঁধিয়া থাকে, তাহার আবার নানা প্রকার ভেদ আছে। নারিকেল প্রভৃতির ফুল বোঁটাটীর গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে, আম প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল সকল আর এক রকমে ধরে,—সেইরূপ গাঁদা, রাধাপদ্ম, প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ফুল আছে তাহারা সহসা দেখিতে একটী মাত্র ফুল বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে তাহারা

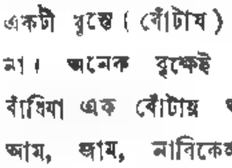

একটী পুষ্প নহে। অসংখ্য ফুল সকলের গুচ্ছ। গাঁদার যাহাকে এক একটী পাপড়ী বোধ হয়, তাহারা প্রত্যেকেই [illegible] একটী স্বতন্ত্র পুষ্প, ("খ খ" চিত্র দেখ) একমাত্র বোঁটায় আবদ্ধ। যেমন

মন দিয়া শুন। গাঁদা একটী ফুল নয় বুঝিলে, সেইরূপ অন্যান্য কয়েক জাতীয় পুষ্প আছে তাহাদের বৃন্তের অবস্থার এত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগকে আদৌ ফুল বলিয়াই চিনা যায় না। গাঁদা ফুলের বোঁটা নীচে থাকে, খুব মোটা হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহার উপর হইতে সব ফুল বাহির হয় (জ চিত্র দেখ)। অন্যান্য বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের নিয়ম ভিন্ন রূপ। যথা কদম্ব পুষ্পের বোঁটা খুব ফুলিয়া গোল ভাঁটার মত হয় ও তাহার চারিদিকে গোলাকারে ফুল ধরে। কাঁঠালের বোঁটা ফুলিয়া ও লম্বা হইয়া তাহার "ভোতাটা" হয়। ইহারই চারিদিকে ফুল ধরে। হয় ত তোমরা আশ্চর্য্য হইতেছ, কচি কাঁঠাল যাহাকে বল, তাহা ফুল!! তোমরা বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিও কচি কাঁঠাল হস্তে রগড়িয়া কেমন সুন্দর গন্ধ দেখিতে পাইবে। সেইরূপ আর এক জাতীয় আশ্চর্য্য জনক পুষ্পগুচ্ছ আছে তাহা বড় চমৎকার। ইহার বোঁটাটীর চারিদিকে বৃদ্ধি পাইয়া ফুলগুলিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলে, এইরূপে গোল পানা বোঁটাটীর ভিতরে অসংখ্য ফুল থাকিয়া যায়, এই গোল বোঁটাটী বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ফলের মত। কিন্তু বাস্তু-

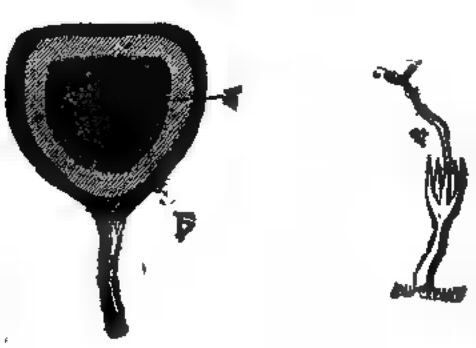

বিক ইহা অথবা ফুলের সাধারণ বোঁটা!! কি চমৎকার! অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফুল এই জাতীয়; বাহিরে কিছুই নাই, ঠিক যেন একটী ফল। চিরিয়া দেখিলেই ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল দেখা যায়। এই সকল ফুলের পূর্ব্বমত অঙ্গ সকলও আছে, কিন্তু অণুবীক্ষণের সহায়তা ব্যতীত স্পষ্ট দেখা যায় না (উপরে চ [illegible] থ চিহ্নিত চিত্র দেখ)। এখন বুঝিলে ডুমুরের ফুল হয় কি রূপে। পরমেশ্বরের যে কি প্রগাঢ়জ্ঞান, কি অশেষ কৌশল, কি অপূর্ব্ব বিচিত্রতা, কি অপার মহিমা তাহার ইয়ত্তা নাই!!

এই রূপে ফুল হইতে ফলের উৎপত্তি হয়। এই ফলই বৃক্ষাদির ডিম্বের তুল্য। ডিম্বের মধ্যে যেমন ভাবী জীবের বীজ অবস্থিতি করে, তেমনি ফলের ভিতরও ভাবী বৃক্ষাদির উৎপত্তির নিদান স্বরূপ বীজ থাকে। ডিম্বের ভিতরে যেমন [illegible] বীজের পোষণোপযোগী পদার্থ সকল থাকে, এই ফলের ভিতরস্থ সেই সূক্ষ্ম বীজটীর পোষণ [illegible] বর্দ্ধনের জন্যও উপযুক্ত সামগ্রী আছে। নারিকেলের ভিতর বীজটী অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু উহার পুষ্টিকর পদার্থ যে কত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে জল উহার মধ্যে থাকে তাহা ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসে এবং উহার বীজ ঐ জলের সারভাগ গ্রহণ করে ও জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়, ক্রমে শাঁস বর্দ্ধিত হয়, অবশেষে ঐ শাঁসও বীজের বর্দ্ধনের জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে বীজটী ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া নারিকেলের মধ্যস্থ শূন্য স্থানটী সমুদায় অধিকার করিতে থাকে, তাহাকে আমরা সচরাচর "কোঁপল" বলিয়া থাকি। শেষে নারিকেলের বোঁটার দিক ফুঁড়িয়া বীজের অঙ্কুর বাহির হয়, ও একটী নূতন নারিকেল গাছ [illegible] হয়!! সেই রূপে একটী ছোলা ভিজা মাটিতে ফেলিয়া রাখিলে উহার উপরিস্থ খোসা ফুঁড়িয়া অঙ্কুর বাহির হয়, [illegible] আস্তে বীজদল দুটী ভিন্ন করিলে তন্মধ্যে ঐ অঙ্কুরের পত্র প্রভৃতি দেখা

যায় ('ক' চিহ্নিত চিত্র দেখ)। সেই রূপ তেঁতুলের বীচি মাটীতে পড়িলে প্রথমে খোসা কাটিয়া দুটী বীজদল ('খ' চিত্র দেখ) বাহির হয়, তৎপরে তাহাদের মধ্য দিয়া উদ্ভিদ পত্রাদি উপরে উঠে ও শিকড় নীচে চলিয়া যায়। অঙ্কুরটীর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজদল দুটীও উচ্চে উঠে ও পরিষ্কার দেখা যায়। তাহার পরে ক্রমে নূতন হরিদ্বর্ণ পত্র বাহির হয়। এই রূপে অবশেষে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া উঠে। তাহাতে আবার প্রতি বৎসর অগণিত ফুল হয়। ঐ ফুলে ফল জন্মে, এই ফল গুলির কতক মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণ আহার করে, তাহাদের বীজ মৃত্তিকায় পড়িয়া আবার অগণিত বৃক্ষের সৃষ্টি হয়। এই রূপে বৃক্ষ লতাদির বংশবৃদ্ধি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে চিরকাল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।—"

"এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে পরে বলিব। আজ রাত্রি হইয়াছে, চল বাড়ী যাই।" এই বলিয়া নবীন বাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বালকগণ অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিয়া চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

সিংহ ও মাতাল।

ভীমসিং, বিউগেলদার—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন যায়গায়, সৈন্যদলে বিউগেল বাজায়। বিউগেল কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয় জান। সানাইয়ের মত একটা যন্ত্র, তাহার শব্দের ইঙ্গিতে গোরাদের সমস্ত কাজ কর্ম্ম হয়। যাক্—ভীমসিংহ সৈন্যদলে বিউগেল বাজায় এবং মনের সুখে দিন কাটায়, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই তাহাকে ভাল বাসে। কিন্তু তা' হইলে কি হয় সে বড় মদ খাইত। যখন কাজ কর্ম্ম থাকিত না, তখনই গিয়া দেখ ভীমসিং চোখ লাল করিয়া বসিয়া আছে। এইরূপে অনেক দিন যায়;—এক দিন বিকালবেলা, ভীমসিংহ অন্য দুই তিন জন সঙ্গীর সহিত, তাহাদের কেল্লার নিকটে বনের ধারে বসিয়া মদ খাইতেছিল—বিউগেল কোমরে বাঁধা আছে। ক' বোতল মদ তাহারা খাইয়াছিল, আমরা তাহার কোন খবর পাই নাই, তবে ভীমসিংহের বড়ই নেসা হইয়াছিল, একথা আমরা শুনিয়াছি। সঙ্গীরা তাহার রকম সকম দেখিয়া সরিয়া পড়িল—ভীমসিংহও যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না—সেইখানে পড়িয়া গেল। চোখ বুজিয়াই ভীমসিংহ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল 'যেন সে রাজা হইয়া গদীতে বসিয়াছে—আর চোখ্ রাঙ্গাইয়া সকলকে হুকুম করিতেছে আর সকলে তাহার সিংহাসন কাঁধে করিয়া একবার রাজসভাতে একবার এখানে, একবার সেখানে লইয়া বেড়াইতেছে'! ভাল, ভীমসিং! তুমি তোমার সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাক, আমরা ইতিমধ্যে পাঠক পাঠিকাকে আর কি ঘটিয়াছিল, সে কথা বলিয়া ফেলি।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।—যে বনের কাছে ভীমসিং পড়িয়াছিল, তাহাতে সিংহ বাস করিত, সুতরাং সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া পশুরাজ উদরের চেষ্টায় বাহির হইলেন। পশুরাজ বাহির হইয়া দেখিলেন, বা! বা! বা! একটা মানুষ পড়িয়া আছে—তাইতো বিনা পরিশ্রমের শিকার! সিংহ নিকটে আসিয়া দেখিল বেশ [redacted] মানুষ, [redacted] দিনের খাবার বেশত মিলেছে

তখন বিনা আপত্তিতে তাহাকে পিঠের উপরে ফেলিয়া পশুরাজ ঘরে চলিলেন।

যখন সিংহ ভীমসিংহকে পিঠে করিয়া লইয়া যায়, তখন ভীমসিংহ ভাবিতেছিল হয় রাজবাড়ীর চাকরেরা তাহার সিংহাসন বহিয়া লইয়া যাইতেছে, না হয় তাহার বন্ধুরা তাহাকে বেলায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু খানিকটা যাইতে যাইতে তাহার একটু নেশা ছুটিল। তখন সে চোখ খুলিয়া দেখিল সিংহের পিঠে মা দুর্গার মত কোথায় যাইতেছে—সিংহ তাহার পেটের এক ধার কামড়াইয়া আছে, পাছে পড়িয়া যায়। তবেই তো কি হবে? হঠাৎ তার বিউগেলের কথা মনে পড়িল—যদি সিঁড়িঘেসে বিপদের সময়কার শব্দ করিলে কেল্লা হইতে লোক আসিয়া সাহায্য করে। এই ভাবিয়া সে আস্তে আস্তে কোমর হইতে বিউগেলটী খুলিয়া লইল, এবং তাহাতে শব্দ করিল।

টু—টু—উ—উ—উ—উ—উ

বেচারা সিংহ চমকিয়া উঠিল, ভাবিল আবার কি?—এবং চমকিয়া দাঁড়াইল। যাতনা

দেখিল শব্দে কাজ হইয়াছে। আবার বাজাইল টুটু—টু—টুটু—টুটু—টু—টু—উ—উ—উ—উ। এবার সিংহ ভয়ে ছুটিতে লাগিল, কিন্তু বিউগেল আর থামে না।

টুটু—তু পুঁ—তো পোঁ—টু-টু-টু-টু-টু-টু-উ-উ-উ। বেচারা সিংহ আর কি করে, চার ধায়ে ছুটো-ছুটি করিয়া শেষকালে শিকার ফেলিয়া মার দৌড়। ভীমসিংহও ভাবিল বাঁচিলাম, সিংহও ভাবিল 'বাঁচিলাম'।

ইতিমধ্যে এই শব্দ কেল্লার লোকদিগের কাণে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা ভীমসিংহের কোন বিপদ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বন্দুক, লাঠি, তরবার লইয়া ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পথেই ভীমের সহিত দেখা হইল। ব্যাপার কি শুনিয়া সকলেই হেসে আকুল।

যাহা হউক, সিংহের পিঠে ভগবতীর মত চাপিয়া মাতালের একটা উপকার হইল, সেইদিন হইতে সে প্রতিজ্ঞা করিল, 'আর কখনও মদ খাইব না'। সে অনেক দিনের কথা। আমরা শুনিয়াছি তাহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ [illegible] নাই। ভীমসিং আজও মদ খায় না।

"সহচরী" হইতে পরিবর্ত্তিত।

নরেনের স্বর্গ দর্শন।

(উপকথা)

ঠাকুরমার [illegible] না শুনিলে নরেনের ঘুম আসিত না। [illegible] হইলেই নরেন ঠাকুরমার কাছে গিয়া বসিত ও কত রকম গল্প শুনিত। ঠাকুর-মার গল্প ঠাকুরদের কথা লইয়াই হইত। ঠাকুরদের কথা বলিতে গেলেই স্বর্গের কথা আসিত; ইন্দ্র-ভুবন, পারিজাত কানন, কিন্নর, অপ্সরা, বিদ্যা-ধরী, প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবচরিত্র ইত্যাদি কত [illegible] গল্প হইত। নরেন এই [illegible] কথা এক মনে শুনিত, নরেনের মনে হইত স্বর্গ কি দেখা যায় না? স্বর্গ দেখিবার জন্য নরেনের বড়ই ইচ্ছা হইল।

নরেনের অবিনাশ কাকা নরেনকে একখানি ছবির বই দিয়াছিল। নরেন ছবি দেখিতে বড় ভাল বাসিত। ঘরের এক কোণে নরেন ছবি দেখিতেছিল। প্রথম ছবি খানি ইন্দ্রালয়। সহস্র-লোচন ইন্দ্রদেব সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সম্মুখে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে। সিংহাসনের চতু-র্দ্দিকে গন্ধর্ব্ব বালকগণ দাঁড়াইয়া; তাহাদের কেমন হাসি হাসি মুখ। নরেনের ইচ্ছা হইল ঐ বালকদিগের সহিত খেলা করে। এমন কি চারি-দিক চাহিয়া ছবির বালকগণকে নরেন বলিয়া-ছিল "আমার সঙ্গে ভাব করবে, আমি সন্দেশ দিব"। আর একখানি ছবি, পদ্মবনে বীণাপাণি সরস্বতী বীণা হস্তে বসিয়া আছেন, সম্মুখে ছোট ছোট বালকগণ বসিয়া পড়িতেছে। স্বয়ং বীণা-পাণি বালকগণকে পড়াইতেছেন। নরেন গুরু মহাশয়ের কাছে পড়িতে ভাল বাসিত না। গুরু মহাশয় বড় ধমক দেন। ছবির বালকদিগের সহিত বসিয়া নরেনের পড়িবার ইচ্ছা হইল। তৃতীয় ছবিখানি বৈকুণ্ঠধাম। শ্রীকৃষ্ণ বালক ধ্রুবের হস্ত ধরিয়া লক্ষ্মীর সম্মুখে উপস্থিত। লক্ষ্মী দুই হাত বাড়াইয়া কত আদর করিয়া ধ্রুবকে কোলে লইতেছেন। এইরূপ অনেকগুলি মনোহর ছবি দেখিয়া নরেনের স্বর্গ দেখিবার সাধ আরও প্রবল হইল। কাহার না হয়?

নরেন মনে করিল, ঠাকুরমা স্বর্গ দেখিবার সন্ধান বলিতে পারেন। এক দিন নরেন ঠাকুর-মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "হ্যাঁ, ঠাকুরমা, ঐ যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ ঐ [illegible] চাঁদ উঠেছে হ্যাঁ ওর ভিতর কি স্বর্গ আছে?" ঠাকুরমা বলিল,

"হ্যাঁ দাদা ওরই ভিতর স্বর্গ আছে।" "আচ্ছা, ঠাকুরমা স্বর্গ কি দেখা যায় না?" "এখানকার লোকে কি স্বর্গ দেখিতে পায়। এখন যে ঘোর কলি পাপে ভরা। সে কালের লোকদের সঙ্গে ঠাকুর দেবতারা কথা কহিতেন। তারা স্বর্গ দেখিতে পাইতেন।"

নরেন তাহার অবিনাশ কাকাকে জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ কাকা আকাশের ভিতর যাওয়া যায়?" "দূর, আকাশের কাছে গেলে মানুষ মরে যায়, আকাশ কেবল ধোঁয়া বইত নয়।" "তবে দেবতারা থাকে কেমন করে।" নরেনের কাকা হাসিয়া বলিল, "দেবতারা কি আর আছেন, তাঁরা ধোঁয়ার ভিতর দম আট্‌কে মরে গেছেন। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কেবল একজন আছেন, কিন্তু তাঁকে লইয়াও টানাটানি হইতেছে।" নরেন বুঝিল কাকা তামাসা করিলেন।

একটু সূর্য্যকিরণ নরেনের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়া খেলা করিতেছে। কখন একটি বেলোয়ারির মার্বেলের উপর পড়িয়া কত রকম রং ফলাইতেছে। আবার সরিয়া যাইতেছে, আবার আসিতেছে। নরেন এক দৃষ্টে বাক্সর দিকে চাহিয়া স্বর্গ দেখিতেছিল হঠাৎ মনে হইল, কিরণ স্বর্গে থাকে, বলিতে পারে কিরূপে স্বর্গ দেখা যায়। ছেলে বুদ্ধি তাড়াতাড়ি কিরণ টুকুকে হাত চাপা দিয়া ধরিল "আঁ্যা, তুমি আমার খেলানা লইয়া খেলা করিতেছ, আর তোমায় ছাড়িব না, আগে বল আমায় স্বর্গ দেখাইবে?" কিরণটুকু হাসিতে হাসিতে নরেনের আঙুলের ফাঁক দিয়া পলাইয়া গেল, নরেন শুনিতে পাইল কে যেন বলিল "সহজে কি স্বর্গ দেখা যায় দিব্য চক্ষু পাইবার চেষ্টা কর, তবে স্বর্গ দেখিতে পাইবে।"

দিব্য চক্ষু পাইলেই স্বর্গ দেখা যায়! তবে আর কি নরেনের দুটি টাকা ছিল, বাক্স হইতে টাকা দুটি লইয়া কেষ্টোর দোকানে ছুটিল। "কেষ্টো, কেষ্টো? দিব্যচক্ষু আছে।" "দিব্যচক্ষু না বাবু আমরা দিব্যচক্ষু বেচি না, লজঞ্চুষ চাই?" দিব্যচক্ষু কিনিতে পাওয়া গেল না।

এক দিন নরেন বাগানে বেড়াইতেছে, একটি সুন্দর গঙ্গাফড়িং আসিয়া একটি গোলাপ ফুলে বসিল। নরেনের একটি পাখী ছিল, পাখীকে খাওয়াইবার জন্য নরেন ফড়িং দেখিলেই ধরিত। এটিকেও পা টিপে টিপে যাইয়া ধরিল। কিন্তু ফড়িং কথা কহিয়া উঠিল। তাইত ফড়িং কি পাখীর মতন পড়িতে পারে? এমন সুস্বরে কথা কয় কে? নরেন এমন কথা ■ কখন শুনে নাই! অবাক হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল তাহার হাতের ভিতর ফড়িংটির উপর বসিয়া একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—প্রজাপতির ন্যায় পোষাক। পরিধানে প্রজাপতির ডানা। দেখিতে বড়ই সুন্দর। তিনিই নরেনকে বলিতেছিলেন "ছি বাবা, কাহাকেও পীড়ন করা ভাল নয়,ফড়িংটি ছাড়িয়া দাও, অনেক দূর আসিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছে, তাই তোমার গোলাপ ফুলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সন্ধ্যা হইল, ছাড়িয়া দাও, আমাদের অনেক দূর যাইতে হইবে।" নরেন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ী কতদূর।" "ঐ যে আকাশে একটী আলো দেখিতে পাইতেছ ঐ খানে আমার বাড়ী।" এই বলিয়া নরেনকে একটি আকাশের তারা দেখাইয়া দিল। "ও তবে তুমি স্বর্গে থাক, তোমায় কখন ছাড়িব না। একবার আমাকে স্বর্গ দেখাইতে পার, তা হ'লে ছাড়িয়া দিই, নতুবা আমার বাক্সর ভিতর পুরিয়া রাখিব।" সুন্দরী বড়ই বিপদে পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী আর কেহ নয় স্বর্গের একটী অপ্সরা। অপ্সরা নরেনের আবদার শুনিয়া অবাক। নরেন তাহাকে ভাবিতে দেখিয়া বলিল, আচ্ছা স্বর্গ না দেখাইতে পার, 'আমাকে দিব্যচক্ষু দাও তা হ'লে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি।" "দিব্যচক্ষুর যে দাম অনেক।" "কত দাম আমি

এখনি তোমার টাকা দিতেছি।” অপরা বলিল “বোকা ছেলে, স্বর্গের জিনিষ কি তোমাদের সামান্য টাকায় পাওয়া যায়, স্বর্গের টাকা চাই? তা এক কাজ কর তোমাকে একটি ছোট কৌটা দিতেছি—একটি সুকাজ করিলেই কৌটার মধ্যে একটি টাকা আপনি আসিবে; কিন্তু একটি কুকাজ করিলেই জমানো টাকা হইতে একটি উড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন তোমার এক কৌটা টাকা হইবে, আমি আসিয়া তোমায় দিব্যচক্ষু দিব।”

নরেন হাঁ করিয়া কথা শুনিতেছিল, ফড়িং আলগা পাইয়া এক লাফে চলিয়া গেল। নরেন কৌটা লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী আসিল। নরেন বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন ভিখারী একটী পয়সার জন্য চীৎকার করিতেছে। নরেনের কাছে পয়সা ছিল, কিন্তু ভিক্ষুককে দিবার ইচ্ছা ছিল না। নরেন ভিক্ষুককে তাড়াইবার চেষ্টা করিতে ছিল এমন সময় তাহার অবিনাশ কাকাকে জানলায় দেখিতে পাইল। অবিনাশ কাকা নরেনকে দান করিতে দেখিলে বড় খুসি হন এবং দানের চতুর্গুণ পুরস্কার দেন। কাকাকে দেখিয়া নরেন ভিখারীকে দুইটী পয়সা দিল। সে দিন নরেনের কাকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, নরেনকে একটি আধুলি বকসিস দিলেন। নরেন মনে করিল দেখি দেখি কৌটায় টাকা আসিয়াছে কি না, ভিখারীকে পয়সা দেওয়া ত খুব ভাল কাজ! কৌটা খুলিয়া দেখিল ফোক্কা। কে যেন বলিল “আধুলির লোভে পয়সা দিয়াছিলে, আধুলি পাইয়াছ আর টাকা পাইবে না।”

নরেনের বন্ধু বরেনের বড় জ্বর। নরেন বরেনকে দেখিতে গিয়াছিল। বরেন ডালিমের জন্য বড় আবদার করিতেছে। মা বুঝাইতেছিলেন “ডালিম কোথা পাব, বাবা! ছিঃ কেঁদনা, এই দেখ ঘড়া বাঁধা দিয়া তোমার চিকিৎসা হইতেছে।” ছেলেরা কি শোনে; বরেনের মার কথা শুনিয়া নরেনের বড়ই দুঃখ হইল, সে কাহাকে কিছু না বলিয়া কেষ্টোর দোকানে আসিয়া দুটি বেদানা কিনিয়া বরেনকে দিয়া আসিল। বরেনের মা কত আশীর্ব্বাদ করিল। টুন টুন! ওকি! নরেন কৌটা খুলিয়া দেখে দুটি চকচকে টাকা কৌটায় আসিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া নরেন দেখিল, তাহার ছোট বোন “বুড়ী” তাহার এ, বি লিখিবার খাতা লইয়া হিজিবিজি কাটিতেছে। “পোড়ার মুখী, কি কচ্ছিস্” বলিয়া বুড়ীকে একটী চড় মারিয়া খাতা কাড়িয়া লইল। টুন্। কৌটার একটি টাকা নাই।

একদিন নরেন কতকগুলি সিসের ফৌজ লইয়া খেলা করিতেছে। দুই দিকে দুই দল সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে করিয়া খাড়া রহিয়াছে। নরেন একবার একটীকে সরাইতেছে, ওটিকে সম্মুখে আনিতেছে, আর একটীকে পশ্চাতে দাড় করাইতেছে। ভয়ানক ব্যস্ত! তুমুল যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন্ সেনাপতি স্থির থাকিতে পারেন? এ সময়ে বুড়ী ডাকিল “দাদা দাদা, আমার অঙ্কের নিশেন পড়ে গেল, অ্যা—।” আঃ এমন সময়েও বিরক্ত করে। একবার মনে করিল ধমক দিয়া বুড়ীকে তাড়াইয়া দিই। কিন্তু আবার মনে পড়িল মা বলিয়াছেন “ছি ছোট ভাই-বোনের সঙ্গে কি ঝগড়া করে, তারা যে ছেলেমানুষ তাদের কি বুদ্ধি আছে।” যুদ্ধ থামাইয়া, নরেন বুড়ির রথের নিশান বাধিয়া দিল। টুন। আবার টাকা আসিয়াছে। তাই ত স্বর্গের টাকা খুব সস্তা।

প্রথম প্রথম টাকার লোভে সৎকার্য্য করিয়া নরেনের এমনই অভ্যাস হইয়া গেল যে নরেন এখন আর ভুলেও অন্যায় কার্য্য করে না।

আজ নরেনের এক কৌটা টাকা। বড়ই আহ্লাদ। তুমি বলিতেছ নরেনের [illegible] আহ্লাদ কেন, তোমার এক সিন্দুক টাকা আছে তোমার

ত এত আহ্লাদ হয় না। কেন হবে? এ টাকায় আর তোমার টাকায়? নরেন কি পরের অন্ন মারিয়া টাকা জমাইয়াছে, না অপরকে ঠকাইয়া নিজের কৌটা পূর্ণ করিয়াছে?

অম্বরবাবুর কথা মিথ্যা হয় না। এখন স্বর্গ দেখিবার উপায় হইল। মনের আনন্দে নরেন বাগানে বেড়াইতেছে। এক জন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসিয়া নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া দাড়াইল। নরেন কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল "তোমার হাতের কৌটা দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে স্বর্গের টাকা আছে, আমারও ঐরূপ এক কৌটা টাকা ছিল, কাল গঙ্গাস্নান করিবার সময় কৌটাটি জলে পড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সে স্বর্গে যাইয়া বাস করিব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু সম্বল হারাইয়াছি, কেমন করিয়া যাই? আমাকে কৌটাটি যদি দাও তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গে চলিয়া যাই।—" সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী তো জানিত কতকষ্টে এক কৌটা টাকা হয়। নরেনের এত যত্নের ধন চাহিতে তাঁহার লজ্জা হইল না?

কিন্তু নরেনের মনে এরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। নরেন ভাবিল, সন্ন্যাসী যে প্রকার বুড়ো হইয়াছে টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, আমার বিস্তর সময় আছে, ইচ্ছা করিলে এমন কত কৌটা জমাইতে পারিব। নরেন অম্লান বদনে সন্ন্যাসীর হস্তে কৌটা দিল। সন্ন্যাসী কৌটা পাইয়া বলিল, "তোমার দান মিছা হইবে না, আমার নিকট একটী জিনিষ আছে তোমাকে দিই। চক্ষু মুদ্রিত কর।" নরেন চক্ষু মুদিল। সন্ন্যাসী নরেনের চক্ষুতে হস্ত বুলাইল। নরেন চাহিল। সন্ন্যাসী নাই। কিন্তু নূতন চক্ষে সে সকলই নূতন দেখিতে লাগিল।

নরেন যে দিব্য চক্ষুর জন্য [illegible] হইয়াছিল সেই দিব্য চক্ষু লাভ করিল। সে পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইল; পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গের মনোরম সুখ পাইতে লাগিল। হে বালক বালিকাগণ! যদি পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ দেখিতে চাও, যদি মর্ত্ত্যে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাও, তবে পরোপকার কার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দাও। স্বার্থপরতা ছোট মন লইয়া আর থাকিও না।

শিশু-স্বাস্থ্য-রক্ষা।

পঞ্চম উপদেশ।

নিদ্রা।

ঘর্ষণে ঘর্ষণে প্রস্তর ক্ষয় হয়, পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় হয়, সেই ক্ষয় দূর করিবার জন্য শরীরের বিশ্রাম চাই। এই জন্যই নিদ্রা অতিশয় আবশ্যক। নিদ্রা সকলেরই প্রয়োজনীয় এবং যাহার সুনিদ্রা হয়, সেই সুস্থ ও সুখী। কোন কারণেই নিদ্রার অন্যথা করা অনুচিত।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। রাত্রিই নিদ্রার প্রকৃত সময়। সকাল রাত্রে শয়ন ও অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিলে শরীর ভাল থাকে। অনেক ছাত্রের এমন অভ্যাস আছে যে তাহারা দিবসে আলস্য করিয়া কেবল রজনীতে অধ্যয়ন করে এবং ১২টা কি ১টা রাত্রির সময় তাহারা শয়ন করে, তাহাদিগের যত রোগ হয় এই রূপ অনিয়মই তাহার বিশেষ কারণ, সুতরাং কেহ এরূপ করিও না। ১০টা কি ১১টার সময়ে নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য। যে ঘরে শয়ন করিবে তাহা যেন পরিষ্কার বায়ুযুক্ত হয়। এক বিছানায় এক জনের অধিক শয়ন করা অন্যায়, যদি নিতান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যাহাতে একজনের নিশ্বাস অন্যের শরীরে না লাগে এরূপ করিবে। গৃহমধ্যে বায়ুর প্রচুরতা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া মুক্ত বায়ুপথে শয়ন করা অনুচিত। শয়নকালে অন্যান্য জানালা খুলিয়া দিয়া মস্তকের নিকটস্থ জানালা সকল আবদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। রাত্রির বাতাস নিদ্রিত ব্যক্তির শরীরে লাগিলে অপকারের সম্ভাবনা।

গুরুতর আহারের পরে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনুচিত, বাম কি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবে। চিৎ হইয়া শয়ন করিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, সুতরাং নানা প্রকার ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখা যায়। লোকে যাহাকে "বোবায় ধরা" বলে তাহাও এইরূপ কারণে উৎপন্ন হয়।

যদি কখনও কোন কারণ বশতঃ নিদ্রার আবির্ভাব না হয় তবে হাত পা স্থির ভাবে রাখিয়া মনে মনে পড়া বিষয়ক বা অন্য কোন চিন্তা করিবে। যদি তাহাতেও নিদ্রা না হয়, তবে এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এরূপ উপায়েই অনেকের নিদ্রাকর্ষণ হয়। কেহ কেহ শায়িত অবস্থায় পুস্তক লইয়া পড়িতে পড়িতে সহজে নিদ্রিত হইতে পারেন।

যদি এ সকল উপায় নিষ্ফল হয়, তবে উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইয়া ঔষধ দ্বারা নিদ্রা আনায়ন করিবে।

ষষ্ঠ উপদেশ।

উপাসনা।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই আমাদিগকে পালন ও সর্ব্বসুখ প্রদান করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের শরীর ও মন সম্বন্ধে যেমন নানা প্রকার কর্ত্তব্য আছে, ঈশ্বরের উপাসনাও তদ্রূপ।

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন কি না সে কথায় কায নাই। কিন্তু কৃতজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাভাবিক। যখন আমরা সামান্য উপকার পাইয়াই বন্ধুগণের নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হই তখন যাঁহার নিকট হইতে সমস্ত পাইয়াছি তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে?

উপাসনা করিলে মন সবল ও সুস্থ হয়, সৎ প্রবৃত্তি সকল সতেজ হয়, পাপের চিন্তা দূর হয় এবং পাপ করিবার ইচ্ছা কমিয়া যায়। নিষ্পাপ হইলে শরীর সুস্থ থাকে, সুতরাং উপাসনার এক ফল শারীরিক সুস্থতা লাভ।

অনেকে মনে করেন যে, ছাত্রদিগের উপাসনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধেরাই তাহা করিবেন। এ বিশ্বাস অত্যন্ত ভুল। শৈশবই আমাদিগের শিক্ষার সময়। এই সময়ে যাহা অবহেলা করিবে, তাহাই শিক্ষা হইবে না।

যাহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হয়েন। যাহারা ঈশ্বর প্রেমিক ও উপাসনাশীল, তাঁহারাই ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হয়েন, যাহারা ঈশ্বর মানে না ও উপাসনা করেনা, তাহারা কুচরিত্র ও পাপী হয়। অনেক উত্তম ছাত্রেরাই উপাসনাশীল। উপাসনার পরে সাহস ও স্ফূর্ত্তির সহিত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

অতএব দিবসে অন্ততঃ দুই বার উপাসনা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যা সময়ে। এক এক বার অর্দ্ধ ঘণ্টাই বালক বালিকার পক্ষে যথেষ্ট।

সখা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। সখার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। মফস্বলে ডাকমাশুলসহ ১।০ এক টাকা চারি আনা। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য /১০ মাত্র। পোষ্টাল নোট, মণিঅর্ডার বা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটে, "সখা কার্য্যাধ্যক্ষ" এই নামে সখার মূল্যাদি পাঠাইতে হইবে। ডাকটিকিটে মূল্য পাঠাইলে প্রত্যেক টাকার কমিশন বলিয়া /০ এক আনা অধিক পাঠাইতে হইবে।

২। পত্রিকাস্থ চিত্রের সংখ্যা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না তবে প্রত্যেক সংখ্যায় যাহাতে অন্ততঃ এক খানি চিত্র থাকে আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখিব।

৩। বালকবালিকাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে, তবে সুদীর্ঘ হইলে প্রকাশিত হইবে না।

৪। শিক্ষক এবং অভিভাবকদিগের পরামর্শ প্রভৃতি সাদরে গৃহীত হইবে।

৫। বালক বালিকাদিগের উপকারে আসিতে পারে, কেহ এরূপ কোন রচনা বা কোন সংবাদ কিম্বা সত্য ঘটনার বিশেষ বিবরণ আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে প্রকাশ করিব।

৬। সখা সংক্রান্ত সমস্ত পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। কেবল রচনা, পরামর্শ প্রভৃতি সম্পাদকের নামে কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান আবশ্যক।

৭। ঠিকানার পরিবর্ত্তন, নামের গোল বা কার্য্যসম্বন্ধীয় অন্য কোন অসুবিধা হইলে মোড়কের উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিবে সেই নম্বরের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিতে হইবে।

"সখা" কার্য্যালয়,
৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট।
কলিকাতা। } কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ৫০নং সীতারামঘোষের ষ্ট্রীট, "সখা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ। অক্টোবর, ১৮৮৩। ১০ম সংখ্যা।

ভীমের কপাল।

১১শ অধ্যায়।

বিপিন এখানে কেমন করিয়া আসিল, তাহা বলা আবশ্যক। যেদিন রাত্রিতে ভীমেন্দ্র রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, বিপিন সেই রাত্রিতেই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীমেন্দ্রকে অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না, তখন বিমর্ষভাবে বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিপিন মাতুলালয় হইতে বিদায় লইয়া ভীমেন্দ্রের অন্বেষণে বাহির হইল। মাতুলের আদেশ ছিল যখন যেখানে যাইবে, সেইখান হইতেই আমাকে জানিতে দিবে ভীমেন্দ্রকে খুঁজিয়া পাইলে কি না, অথবা কতদূর সন্ধান হইল। এইজন্য বিপিনের পকেটে কতগুলি ডাক কাগজ, টিকিট-লেফাপা এবং একটা পেন্সিল সর্ব্বদা থাকিত। বিপিন বসন্তগঞ্জ পর্য্যন্ত অনায়াসেই সন্ধান করিতে করিতে গেল—সেখানে গিয়া শুনিল বিপিন যেরূপ বালকের কথা বলিতেছে সেইরূপ একটী বালক আসিয়া জমিদারের বাড়ীতে বদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর সে যে কোথায় গিয়াছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বিপিন খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য একটী ময়রা দোকানে গিয়া বসিল, সেখানে শুনিল ভীমেন্দ্রের মত একটী বালক সম্মুখে রাস্তা দিয়া খাবার খাইতে খাইতে চলিয়া গিয়াছে। বিপিনের আশা হইল; তখন সে সেই রাস্তা ধরিয়া চলিল। খানিক দূর গিয়া শুনিল—একটী ছেলে আর একটী ছেলেকে বলিতেছে মারতে পারলি না? না চেয়েই কেড়ে নিলে? কতবড় সে ছেলেটা? যাহাকে বলা হইতেছিল সে উত্তর করিল "মস্ত বড় ছেলে—মারে পার্ব্বো কেন? আর মারতে ইচ্ছে হলো না, দেখে বোধ হল যেন কদিন খায় নাই।" বিপিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কোন্ ছেলের কথা বল্‌ছ? তাহার কি এই রকম চেহারা?" ছেলেরা বলিল হাঁ। বিপিন বলিল "ভাল, সে ছেলেটী কোন্ পথে গিয়াছে বলিতে পার?" এক জন বালক পথ দেখাইয়া দিল। বিপিন অনেকক্ষণ সেই পথে চলিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একটা গাছতলায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল, এবং নিকটে গোপালনগরের ডাকঘরে মাতুলের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পুনশ্চ পথ চলিতে লাগিল। যে রাস্তায় বিপিন যাইতেছিল সেই পথের প্রত্যেককেই বিপিন ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে

যাইতে লাগিল। এইরূপে কতদূর গিয়া বিপিন শুনিল দুজন প্রাচীন লোক নিজের দুষ্ট ছেলেদের কথা বলিতে বলিতে যাইতেছেন। তাঁহারা অত্যন্ত দুষ্টমতি, পিতামাতার কথার অবাধ্য এই কথা বলিয়া তাঁহারা নিজের নিজের কপালের নিন্দা করিতেছিলেন। একজন বলিলেন "লোকের যদি ছেলে হয় তবে যেন সুজনখালীর মিত্রদের ছেলের মত হয় তাহার বাপ মাকে কি ভক্তি! গরিব দুঃখীকে কি দয়া! সেদিন একটী পরের ছেলেকে রাস্তায় মরার মত পড়ে আছে দেখে কি যত্নটাই কর্‌লে! আজও সে ছেলেটী তাদের বাড়ীতে রয়েছে।" বিপিন বলিল 'মহাশয় সে ছেলেটীর নাম কি জানেন?' প্রাচীন বলিলেন 'ভীমেন্দ্র।' বিপিন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া বলিল "মহাশয় সে বাড়ী কোথায় আমাকে বলিতে পারেন? সে বালকটী আমার ভাই, রাগ করিয়া বাড়ী হইতে আসিয়াছে।" প্রাচীন সুজনখালী যাইবার পথ বলিয়া দিলেন। বিপিন কি ভাবে সুজনখালীর মিত্রদের বাড়ী গেল তাহা তিনিই বুঝিতে পারিবেন যিনি কোন ভাই অথবা ভগিনী বহুকাল পরে বিদেশ হইতে বাড়ীতে আসিতেছে শুনিয়া নদীর কাছে অথবা রেলওয়ের ধারে তাহাকে অগ্রসর হইয়া আনিতে যান! বিপিন মিত্রদের বাড়ীতে গেল। শুনিল ভীমেন্দ্র গত রাত্রিতে কি অদ্য ভোর বেলায় যে কোথায় গিয়াছে তাহার এখনও খোঁজ হইতেছে না। অল্পকালের মধ্যেই সন্ধান হইল, গ্রামের একজন লোক গত কল্য বিকাল বেলা ভীমেন্দ্রকে নদীর ধারে দেখিয়াছে। তখন বিপিন দীনদয়াল বাবুর সহিত মিলিত হইয়া নদীর ধারে গেল, এবং ভীমেন্দ্র কোনও নৌকায় চলিয়া গিয়াছে কি না তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। এক মাঝি বলিল 'আপনারা যে রকম চেহারার কথা বলিতেছেন, সেই রকম একটী ছোট বাবু কলিকাতায় যাইবার জন্য আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমরা যাই নাই; ঘাটে যত নৌকা বাঁধা ছিল তাহার মধ্যে কেবল বগুড়ার নৌকা খুলিয়া গিয়াছে। আর সকল নৌকাই রহিয়াছে যদি সে নৌকায় গিয়া থাকেন, তাহা বলিতে পারি না।" নৌকায় বগুড়ায় যাইবার সম্ভাবনাও যত হাঁটিয়া অন্যত্র যাইবার সম্ভাবনাও তত। তখন দীনদয়াল বিপিনকে কি করিতে পরামর্শ দিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। খানিকক্ষণ উভয়ে স্থির হইয়া নদীতটে বসিয়া রহিলেন—তখন বিপিন বলিল বগুড়ায় যাওয়া অগ্রে উচিত। দীনদয়াল অনেক ভাবিয়া সম্মতি দিলেন। অবশেষে যে নৌকায় ভীমেন্দ্রের যাইবার কথা ছিল, সেই নৌকার মাঝির সহিত বগুড়ায় যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। মাঝিকে কিছু বায়না দিয়া বিপিন দীনদয়ালের সহিত তাঁহাদের বাড়ীতে গেল। মধ্যাহ্নে দীনদয়ালের বাড়ীতে আহার করিয়া ভীমেন্দ্রের উপকারকর্ত্তা দীনদয়াল ও তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বিপিন নৌকায় উঠিল। দীনদয়াল ও তক্র বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যেন ভীমেন্দ্রের সন্ধান করা হইলেই তাহাদিগকে পত্র লেখা হয়। নৌকা সুজনখালীর নিকটবর্ত্তী নদীর ঘাট হইতে খুলিয়া গেল।

যথাসময়ে নৌকা বগুড়ায় পৌঁছিল। বিপিন নামিয়া সহর খুঁজিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই হয় না—তখন সে পুনশ্চ নদীর ঘাটে আসিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিল "বগুড়ার যে নৌকা সেই রাত্রিতে খুলিয়া আসিয়াছিল, সে নৌকা কাহার জন্য?" মাঝিরা বলিল 'এখানকার দারোগা গঙ্গাধর বাবুর।' তখন বিপিন খুঁজিতে খুঁজিতে দারোগা বাবুর বাড়ীতে গেল এবং তাঁহার নৌকাতে কোনও বালক আসিয়াছে কি না, বাড়ীর লোকদের তাহা জিজ্ঞাসা করিল। দারোগা বাবুর বাড়ীর বহির্কা-

টীতে একজন লোক বসিয়াছিল সে দারোগা বাবুর মাঝিদের মুখে এই কথা শুনিয়াছিল—সে বলিল 'হাঁ এই রকম একটী ছেলে এসেছিল বটে কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে, তাহা জানি না।' বিপিন কতক আশ্বস্ত হইয়া আবার খুঁজিতে বাহির হইল। এই বারে সৌভাগ্য-ক্রমে হরিপদ বাবুর সহিত দেখা হইল। হরিপদ বাবু বিপিনকে এদিকে ওদিকে তাকাইতে দেখিয়া, এবং তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে ? কেন এসেছ ?" বিপিন নিজের অবস্থা এবং তথায় আসিবার কারণ বলিল। তখন হরিপদ বাবু বলিলেন "ভীমেন্দ্র আমার বাড়ীতেই ছিল বটে, কিন্তু সে গত রাত্রিতে চৈতন্য গ্রামে গিয়াছে; কোনও ভয় নাই, বোধ হয় কলিকাতায় শীঘ্রই পৌছিবে।" তখন হরিপদ বাবু জানিতেন না ভীমেন্দ্র ভুলিয়া বকুলপুরে গিয়া পড়িয়াছে। বিপিন বিদায় লইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম খুঁজিতে খুঁজিতে চৈতন্যগ্রামে চলিল। পথে ১০ | ১২ দিন কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন বিপিন দেখিতে পাইল একজন গাড়োয়ান শুধুগাড়ী গরুর বদলে নিজে টানিয়া আনিতেছে, তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। বিপিন তাহাকে এইরূপ অবস্থায় পড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গাড়োয়ান সমস্ত খুলিয়া বলিল। পাঠক পাঠিকা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, এ সেই গাড়োয়ান। বিপিন গাড়োয়ানের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিল ভীমেন্দ্র হয় ডাকাতের হাতে মরিয়াছে, না হয় ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এত পরিশ্রম করিয়া বিপিন কি এই সংবাদ শুনিতে আসিল? বিপিন অন্ধকার দেখিতে লাগিল, এবং তেজের সহিত প্রতিজ্ঞা করিল হয় ভীমের কি হইয়াছে সন্ধান করিব, নতুবা দস্যুদের যাহাতে জব্দ করিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। বিপিন কিছু না বলিয়া পথ চলিতে লাগিল। কত দূরে গিয়া দেখিল রাস্তায় খানিকটা রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিপিন দেখিয়া বুঝিল, এই খানেই ভীমেন্দ্র দস্যুদিগের হাতে পড়িয়াছে। পাগলের মত বিপিন নিকটবর্ত্তী মাঠ দিয়া ছুটিল, এবং অনেক দূরে গিয়া একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল। বিপিন ভাবিতেছিল "যদি ভীমেন্দ্রের দেখা না পাই, তবে আর কলিকাতায় যাইব না। যখন মাসীমা ভীমেন্দ্রের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন কি বলিব ? জগদীশ্বর, এইবার যেন ভীমেন্দ্রের দেখা পাই।" এই ভাবিতে ভাবিতে বিপিন আবার চলিতে লাগিল, আবার একটা গ্রামের মধ্য দিয়া দ্বিপ্রহর রৌদ্রের সময় যাইতে যাইতে বিপিন বিশ্রামের জন্য একটা গাছতলায় বসিল। খানিকক্ষণ বসিয়া বিপিন দেখিল একটী বালক আসিতেছে; সে আসিয়া কাঁদিল, গামছায় পা বাঁধিল, এবং জলে ঝাঁপ খাইয়া পড়িল। বিপিন অবিলম্বে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরের ঘটনা পাঠক পাঠিকাদিগের অবিদিত নাই।

১২শ অধ্যায়।

বিপিনকে দেখিয়া ভীমের মনে আশার উদয় হইল। বিপিনকে বিদায় দিয়া ভীমেন্দ্র গৃহে গেল। তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ভীমেন্দ্র মন খুলিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। প্রাণের কাতরভাব সহিত ঈশ্বর যা করেন বলিয়া ভীমেন্দ্র যেন নূতন লোক হইয়া গেল। ভীমেন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাহার পক্ষে যাহা ভাল ঈশ্বর তাহা নিশ্চয় করিবেন। তখন ভীমেন্দ্র দুঃখের ভাব ছাড়িয়া প্রফুল্ল হইল। দাসী এটা বুঝিতে পারিল। তখন ভীমেন্দ্র তাহার নিকট যাহা হইয়াছে সমস্ত ঘটনা বলিল। বুড়ী কাঁদিয়া, হাসিয়া ভীমেন্দ্রের মাথায় হাত দিল এবং আশীর্বাদ করিয়া বলিল 'বাবা! যেখানে থাক